কষ্ট দেবেন না

(৯৬টি মনোমুগ্ধকর ঘটনা সম্বলিত)

উপস্থাপনায়:

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)

Islamic Research Center

কষ্ট দেবেন না

উপস্থাপনায়

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

(দাওয়াতে ইসলামী)

Islamic Research Center

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাবের নাম : **কষ্ট দেবেন না**

উপস্থাপনা : আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
IslamicResearchCenter

প্রকাশক : মাকতাবাতুল মদীনা

প্রত্যয়নপত্র

তারিখ: ২৪ জুমাদাল উখরা ১৪৩৭ হিঃ **রেফারেন্স নম্বর: ২০৭**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা হচ্ছে যে,

"কষ্ট দেবেন না"

নামক বইটি (যা মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত), কিতাব ও পুস্তিকা নিরীক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভাগটি এর আকাঈদ, কুফরি ইবারত, চারিত্রিক বিষয়াদি, ফিকহী মাসায়িল ও আরবী ইবারত ইত্যাদির ব্যাপারে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করেছে। অবশ্য কম্পোজিং বা লেখনীর কোন ভুলের দায়ভার বিভাগের উপর নয়।

কিতাব ও পুস্তিকা সংশোধন বিভাগ
(দাওয়াতে ইসলামী)
০৩-০৪-২০১৬

E.mail: ilmia26@dawateislami.net

মাদানী আবেদন: অন্য কারো জন্য এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।

www.dawateislami.net

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে, পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন اِنْ شَآءَاللهُ জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

সূচিপত্র

এই কিতাবটি পাঠ করার ১৬টি নিয়ত..........১৪
আল মদীনাতুল ইলমিয়া..........১৫
দরুদ শরীফ লেখকের ক্ষমা হয়ে গেলো..........১৮
গমের কোশা..........১৮
ভাল কে এবং মন্দ কে?..........২১
একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত অপর মুসলমানের জন্য হারাম..........২২
যে ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল..........২৪
কি পরিমাণ খারাপ অপরাধ..........২৫
কিয়ামতের ভয় প্রদর্শনে অজ্ঞান হয়ে গেলো..........২৫
অন্যকে কষ্টদান কারীরা সাবধান!..........২৬
অসৎ চরিত্রের দুইটি আলামত..........২৬
চরিত্রবানদের মর্যাদাসমূহ..........২৭
শাস্তির উপযুক্ত..........২৭
মন্দ মৃত্যুর চারটি কারণ..........২৮
বাগান থেকে নেয়া শাখা আবার রেখে আসলেন:..........২৮
দুইটি ভাল অভ্যাস এবং দুইটি মন্দ অভ্যাস..........২৯
ইবাদতের নিয়ে উপহাস করার পরিণতি..........২৯
মানুষকে কষ্ট প্রদানকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত..........৩০
মানুষকে কষ্টদানকারীর শাস্তি..........৩০
আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে..........৩১
এলার্জী রোগ নিয়োজিত করে দেয়া হবে..........৩২
চামড়া তুলে নেয়া হবে..........৩২
এখনও কি বিরত থাকবে না?..........৩৩
(১) মুসলমানদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা..........৩৪
চোখ দ্বারা কষ্ট দেয়া জায়িয নেই..........৩৪
(২) খোটা দিয়ে কষ্ট দেয়া..........৩৫
নেকী করে সমুদ্রে নিক্ষেপ..........৩৬
জান্নাতে যেতে পারবে না..........৩৭
খোটা দেয়া কখন মন্দ?..........৩৮
খোটা দেয়ার ভিত্তি..........৩৮
ক্ষতিগ্রস্ত তিন ব্যক্তি..........৩৮

www.dawateislami.net

কল্যাণ থাকে না ৩৯
অনুগ্রহের বিনিময়ে দোয়াও চাইতেন না ৪০
জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে দয়া করেছেন ৪১
কোন জিনিস হাতে দিতেন না ৪১
থলে পাওয়া যেত কিন্তু দানকারীকে পাওয়া যেত না ৪১
(৩) তৃতীয় জনের উপস্থিতিতে কানে কানে কথা বলা ৪২
(৪) দাওয়াতকারীকে কষ্ট দেয়া ৪৩
পছন্দ না হলে রেখে দিতেন ৪৫
আল্লাহ পাকের নিয়ামত সমূহের দোষ ধরা যাবে না ৪৬
নিজের ঘরেও খাবারের দোষ বের করবেন না ৪৬
আমার বদনা বন্ধক রাখতে হত না ৪৭
কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না ৪৮
কারো খাবার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন না ৪৮
হালালকে হালাল জানা ৫০
এটা হারাম ৫১
মৃত উট ৫১
(৫) মিলে মিশে খাবারের সময় কষ্ট দিবেন না ৫৩
অসাধারণ দস্তরখানা ৫৪
নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে দেয়ার ফযিলত ৫৫
(৬) রোগীকে কষ্ট দিবেন না ৫৬
(১) তাকে রোগীর সেবা করা শিখতে হবে ৫৭
(২) দরজা বন্ধ করে দাও ৫৭
(৩) তোমার কষ্ট হচ্ছে? ৫৮
(৪) রোগীর পাশে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকো না ৫৮
রোগীর সেবা করার সাতটি মাদানী ফুল ৫৮
নির্বোধ লোকদের সেবা করা ৫৯
(৭) অনুমতি ছাড়া কারো লেখা দেখা ৫৯
(৮) প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবেন না ৬১
সে ঈমানদার হবে না ৬২
তুমি আমাদের সাথে বসবে না ৬৩
৪০টি ঘর প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত ৬৩
প্রতিবেশীর ছাগলকেও কষ্ট দিও না ৬৪
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার বিভিন্ন অবস্থা ৬৪

www.dawateislami.net

প্রতিবেশীর অধিকার ৬৫
প্রতিবেশীর জন্য বেশি করে ঝোল রান্না কর ৬৬
প্রতিবেশীর জন্যও গোশত ক্রয় করতেন... ৬৭
(৯) কষ্টদানকারী কৌতুক করবেন না...৬৮
কৌতুক আর তামাশার মধ্যে পার্থক্য ৬৯
মানুষকে নিয়ে মজা করার পরিণতি..৭০
কৌতুকের মাধ্যমেও ভয় দেখানো নিষেধ ৭০
এপ্রিল ফুল ৭১
মিথ্যা সংবাদ জান নিয়ে নিল...৭২
এপ্রিল ফুলের ধোকা ৭৩
এপ্রিল ফুল কিভাবে শুরু হল ৭৩
প্রথম বাৎসরিক ফুল ৭৫
(১০) নাম বিকৃত করা ৭৫
ফেরেশতারা অভিশাপ করতে থাকে...৭৭
কাউকে বেকুফ অথবা পেঁচা বলার হুকুম.. ৭৮
ভালবাসাপূর্ণ নাম দ্বারা আহ্বান করেছেন ৭৯
যখন কাঠ বিড়ালী বড় হল..৮০
(১১) রাস্তাকে সংকীর্ণ করে দেয়া ৮১
বন্ধ নালা সমূহ চালু করার জন্য পাথর তুলে ফেলেছিলেন ৮২
সাধারণ মানুষের হকের অনুভূতি..৮৩
মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও..................................৮৩
সাধারণ রাস্তার দিকে টয়লেট এবং ড্রেন বানানো................................... ৮৪
রাস্তার মধ্যে বেচা-কেনা করার ব্যাপারে তিনটি মাসআলা.............................৮৫
রাস্তায় কাউকে কষ্ট দিবেন না ৮৬
ক্ষেতের মালিকের অভিযোগ ৮৭
রশি খুলে দিলেন ৮৯
(১২) উত্তরাধীকারীদেরকে কষ্ট দিবেন না ৯০
ষাট বৎসর ইবাদত করা সত্ত্বেও দোযখের ফয়সালা..................................৯২
(১৩) সন্তানদের সাথে এক সমান আচরণ না করা ৯৩
আমি যুলুমের সাক্ষী হব না ৯৫
(১৪) সন্তানদেরকে কষ্ট দিবেন না ৯৬
ছেলেদের খতনার ব্যাপারেও খেয়াল রাখবেন.. ৯৭
(১৫) দাওয়াতে ওয়ালীমা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে গরীবদের প্রতি খেয়াল না করা ৯৮

www.dawateislami.net

মন্দ খাবার ৯৮
কাপড়কে খাবার খাওয়াচ্ছি ৯৯
(১৬) গুদাম জাত করবেন না ১০০
গুদামজাত কী? ১০১
গুদামজাত করণ কি শুধুমাত্র খাদ্যের মধ্যে হয়ে থাকে ১০২
মুসলমানদের কষ্টের উপর সন্তুষ্ট ব্যক্তি ১০২
খাদ্যের দাম বাড়ার জন্য অপেক্ষা কারীর মর্ম..১০৩
যত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছেন ততটাকা দিয়ে বিক্রয় করে দাও ১০৪
পাঁচ দিনার ফিরিয়ে দিলেন ১০৫
অনুমতি ছাড়া কারো কোন জিনিস ব্যবহার করবেন না ১০৬
লাঠি ও অনুমতি ছাড়া নিবেন না..১০৭
অন্তর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের জিনিস হালাল নয়...১০৭
গাছের কিছু পাতা ১০৮
কোন ব্যক্তির দেয়ালের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা কেমন?.............................১০৮
ওয়াকফের জিনিসের ব্যবহার...১০৯
নিজের বাতি জালিয়ে দিলেন...১০৯
তিলাওয়াত করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দিবেননা ১১১
তিলাওয়াতে বড় আওয়াজে করা উত্তম তবে কখন? ১১২
প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আওয়াজে করা কেমন? ১১২
(১৯) মুক্তাদীদেরকে কষ্ট দিবেন না ১১৩
বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনে নামায সংক্ষেপ করে দিতেন ১১৩
কেরাত দীর্ঘ করবেন না...১১৪
(২০) শিক্ষককে কষ্ট দেয়া...১১৫
এলমের বরকত থেকে বিরত থাকবে...১১৬
শিক্ষকের হক সমূহ...১১৬
শিক্ষককে ধোকা দেয়া অত্যন্ত খারাপ কাজ..১১৭
(২১) বুজুর্গদেরকে কষ্ট দেয়া ১১৮
বিলায়াতের মানদন্ড..১১৯
কথা না মানার পরিণতি ১২০
(২২) তাওবা করার পর গোনাহের উপর লজ্জা দেয়া ১২১
নিজেও ঐ গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে ১২২
(২৩) বিদ্রুপ ভাবে কথা বলা;...১২২
মুখদ্বারা কষ্ট দেয়ার পরিণতি:..১২৫

www.dawateislami.net

(২৪) রাস্তার মাঝখানে, অথবা কিনারায় প্রস্রাব এবং পায়খানা করা....................১২৭
(২৫) মসজিদের মধ্যে কষ্ট দিবেন না ১২৮
জুমার নামাযের গোসল কিভাবে শুরু হয় ১২৮
(২৬) ঘাড় টপকাবেন না..১২৯
জাহান্নামের সেতু ১৩০
(২৭) মাথা ধারালো বিশিষ্ট বস্তু নিয়ে সর্তকভাবে চলাচল করবেন ১৩১
(২৮) মুখের দুর্গন্ধ অন্যকে কষ্ট দিয়ে থাকে ১৩২
দূর্গন্ধময় মলম লাগিয়ে মসজিদে যেতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ১৩২
কাঁচা পিঁয়াজ খাওয়ার কারণেও মুখ দূর্গন্ধ হয়ে যায়...১৩৩
মসজিদে কাঁচা গোশত নিয়ে যাবেন না ১৩৩
কাচাঁ পিয়াজযুক্ত আচার ও দধির আচার থেকে সর্তক থাকবেন.......................১৩৪
দূর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে মুসলমানদের সমাবেশে যাওয়া নিষেধ...........................১৩৪
মাংস ও মাছ বিক্রেতা ১৩৫
(২৯) ফেরেশতাদেরকে কষ্ট দিবেন না ১৩৬
ফেরেশতাদেরকে কষ্ট দেয়া ১৩৭
মিসওয়াক করে নিবেন ১৩৭
(৩০) কারো জায়গা বা সিট দখল করা:..১৩৭
নিজের জায়গার অধিক হকদার কে? ১৩৮
(৩১) গাড়িতে আচড় লাগানো...১৩৯
(৩২) গলির মধ্যে ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলা...১৩৯
(৩৩) পানের পিক ১৪০
(৩৪) ইস্তিঞ্জাখানার ব্যবহার ১৪১
(৩৫) ভুল পার্কিং...১৪১
(৩৬) বিনা প্রয়োজনে ফোন অথবা এসএমএস করা ১৪২
(৩৭) উপর থেকে কোন বস্তু নিক্ষেপ করা..১৪৩
(৩৮) ময়লার স্তুপ বানিয়ে ফেলা..১৪৩
পোষা বিড়াল ঘরের মধ্যেই দাফন করে দিল ১৪৪
(৩৯) বলে বলে পরামর্শ দেয়া ১৪৪
(৪০) কারো ঘরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা..১৪৫
(৪১) ভীড়ের মধ্যে ধাক্কা মারা...১৪৬
(৪২) দেওয়ালে চিকা মারা, পোস্টার লাগানো..১৪৬
(৪৩) কুরবানির পশুর রক্ত ইত্যাদি দ্বারা কারো দেয়াল নষ্ট করে দেয়া ১৪৮
যখন প্রতিবেশীর দেয়ালে রক্তের ছিটকা পড়ে ১৪৮

www.dawateislami.net

(৪৪) নামাযী অথবা ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশে বড় আওয়াজে কথা বলা ১৪৯
উঁচু আওয়াজে আলাপ কারীদেরকে বুঝিয়েছেন ১৪৯
সংশোধন করে দিলেন ১৫০
(৪৫) সময় মত দাওয়াত শুরু না করা ১৫০
মাংস বুনার আওয়াজ ১৫১
(৪৬) ট্রেন ও বাসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল না রাখা ১৫১
(৪৭) ঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্র জায়গা মত না রাখা ১৫২
(৪৮) কর্জ দাতাকে বিনা কারণে আটকিয়ে রাখা.......................................১৫২
এখন আমার টাকাও দিয়ে দাও ১৫২
কর্জ আদায়ের ক্ষেত্রে ভাল নিয়্যত করার প্রতিদান..................................১৫৩
(৪৯) কর্জ গ্রহীতাকে ধমক দেয়া...১৫৩
কর্জের সাওয়াব...১৫৪
ইমাম বুখারী ও একজন কর্জদার...১৫৫
(৫০) সম্বন্ধ স্থাপন করার পদ্ধতি ১৫৬
মানসিক রোগী হয়ে গেল...১৫৭
আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সৎ মেয়েকে নির্বাচন করা দরকার...............................১৫৮
সে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে..১৫৮
মেয়েকে কোথায় বিবাহ দিচ্ছেন?...১৫৯
আত্মীয়তা অনুসন্ধান করা..১৫৯
আত্মীয়তার ভিত্তি ১৬১
আত্মীয়তাও এইভাবে হয়ে থাকে ১৬২
(৫১) ক্রয়মূল্যের উপর সমালোচনা করা..১৬৩
(৫২) ঘৃণা সৃষ্টিকারী আচরণ সমূহ ১৬৪
(৫৩) হাত-পা নড়চড়া করার অভ্যাস...১৬৪
(৫৪) কথা কাটা...১৬৪
(৫৫) কলা ইত্যাদির খোসা, চামড়া প্ল্যাট ফরমে নিক্ষেপ করা ১৬৫
(৫৬) মাহফিলে লাউট স্পিকার ব্যবহার...১৬৬
লাঠি তো ভেঙ্গে ফেললেন...১৬৭
সাউন্ড স্পিকারের অপব্যবহার করবেন না ১৬৭
(৫৭) উদ্দেশহীন সাক্ষাতে সময় নষ্ট করা ১৬৮
আমি নিজেই তার কাছে যাব..১৬৮
(৫৮) গাড়ি চালানোর সময় ময়লা উঠানো ১৬৮
(৫৯) মুসাফাহা ও করমর্দন করার সময় জোরে চাপ দেয়া ১৬৯

বেহুশ হয়ে গেলেন ১৬৯
(৬০) কাউকে মিথ্যাবাদী, আমানত খিয়ানতকারী অথবা ঘুষখোর বলা ১৭০
(৬১) স্ত্রীকে ছোট ছোট কাজের জন্য উঠানো ১৭০
(৬২) স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা ১৭১
(৬৩) আত্মীয়তার প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া ১৭২
(৬৪) বেচা-কেনা বা চুক্তির উপর চুক্তি করা ১৭২
(৬৫) লাইন ভঙ্গ করা ১৭৩
লাইনে দাঁড়িয়ে রইলেন ১৭৪
(৬৬) কারো গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়া ১৭৫
রহস্য ফাঁস করব না ১৭৬
এই রহস্যটি কারো নিকট ফাঁস করবে না ১৭৭
গোপন বিষয় ফাঁস করতে পারতেন না ১৭৭
(৬৭) খুশি উদযাপনের নামে অন্যদেরকে কষ্ট দেয়া ১৭৮
(৬৮) কর্মচারী ও খাদিমদের কষ্ট দিবেন না ১৭৯
গোলামকে কষ্ট দিয়েন না ১৭৯
খাদিমার কষ্টের প্রতি খেয়াল রাখা ১৮০
খাদিমের কারণে কাপড়ে কালি পড়ে গেল ১৮১
এটি আমার দায়িত্ব নয় ১৮২
(৬৯) হজ্বের সময় কষ্ট দিবেন না ১৮৩
হাজরে আসওয়াদে কিভাবে চুম্বন করবেন? ১৮৩
রমলের ক্ষেত্রেও সর্তকতা ১৮৪
কষ্ট দেয়ার বিভিন্ন ধরন ১৮৪
(৭০) সফরের মধ্যে কাউকে কষ্ট দিবেন না ১৮৮
(৭১) মুর্দাকে কষ্ট দিবেন না ১৮৯
মৃত ব্যক্তির পেটের উপর ভারী-জিনিস রাখার ক্ষেত্রে সতর্কতা ১৮৯
ঘরের সদস্যরা কান্নাকাটি করার কারণে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয় ১৯০
কবর যিয়ারতের সংশোধনী পদ্ধতি ১৯১
মৃত ব্যক্তিকে শান্তি দিন ১৯১
জুতার আওয়াজ দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকেন ১৯২
কবরের উপর বসা ব্যক্তিদের জন্য সতর্কতা ১৯২
কবরের উপর পা রাখল তো কবর থেকে আওয়াজ চলে আসল ১৯২
তুমি উঠে যাও তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ! ১৯৩
কবরের উপর পা রাখা হারাম ১৯৩

www.dawateislami.net

কবরের পাশে দুর্গন্ধ করা.......................................১৯৪
(৭২) খারাপ আমল দ্বারা কষ্ট দিবেন না.......................................১৯৪
প্রাণীদেরকেও কোন কষ্ট দিবেন না.......................................১৯৪
প্রাণীদেরকে চেয়ার বানাবেন না.......................................১৯৫
তার বাচ্চা তাকে ফিরিয়ে দাও.......................................১৯৫
পাখির অভিযোগ.......................................১৯৬
পাখিকে কষ্ট দেয়ার পরিণাম.......................................১৯৬
নেককার বান্দারা পিপড়াকেও কষ্ট দেয় না.......................................১৯৭
পিপড়ার জন্য রুটি রাখতেন.......................................১৯৮
অস্থির পিপড়া.......................................১৯৮
পিপড়া সরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা.......................................১৯৮
যবেহ করার সময় পশুকে অপ্রয়োজনীয় কষ্ট দিবেন না.......................................১৯৯
প্রাণীদের প্রতি দয়া করার অনুরোধ.......................................২০০
মৃত্যুর পর অত্যাচারিত প্রাণীকে যালিমের উপর নিয়োজিত করে দেয়া হতে পারে২০১
মাছির উপর দয়া করার কারণে ক্ষমার হয়ে গেল.......................................২০২
মাছি মারা কেমন?.......................................২০২
উটের মালিককে কেন মেরেছেন?.......................................২০৩
একটি মাছও খাননি.......................................২০৩
(৭৫) প্রাণীদের লড়াই দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন.......................................২০৪
আঘাত প্রাপ্ত গাধা.......................................২০৪
মশা, ফড়িং ও বিড়ালের উপর দয়া.......................................২০৫
এলার্জি হওয়া কুকুরের দেখা-শোনা করা.......................................২০৬
বিড়ালের উপর দয়া করা আল্লাহর রহমত পাওয়ার মাধ্যম.......................................২০৬
(৭৬) গৃহপালিত বিড়াল ও পাখির প্রতি খেয়াল রাখুন.......................................২০৭
কষ্ট দেয় এমন বিড়ালকে কি করা যায়?.......................................২০৭
প্রাণীকে চাবুক মারা এবং আংটা লাগাতেন না.......................................২০৮
(৭৭) পাখিকে সনাক্তকরণ খেলার জন্য ব্যবহার করা.......................................২০৯
কুমির প্রাণ বাঁচালো.......................................২০৯
আজমিরি গাভী.......................................২১০
মৌমাছির কামড়.......................................২১০
জ্বিনদেরকেও কষ্ট দিবেন না.......................................২১১
জ্বিন শহীদ করে দিয়েছে.......................................২১১
চুষে নেওয়া হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবেন না.......................................২১২

www.dawateislami.net

কষ্ট না দেয়ার ফযিলত সমূহ ২১৩
কোন মুসলমান উত্তম? ২১৩
যারা কষ্ট দেয় না তাদের সাওয়াব ২১৩
যেমন করবে তেমন পাবে ২১৩
কষ্টদায়ক বস্তু থেকে বাঁচানো ঈমানের একটি শাখা ২১৪
একটি নেকীর বিনিময়ে জান্নাত ২১৪
ভাল কাজের পুরস্কার ২১৫
প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে পেশ করা আমল সমূহ ২১৫
কষ্টদায়ক গাছ কেটে ফেলার প্রতিদান স্বরুপ জান্নাত পেয়েছে ২১৬
কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা সদকা ২১৭
তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে ২১৮
রাস্তার কাটা সরানোটা তাকে ক্ষমা করিয়ে দিয়েছে ২১৯
আল্লাহ পাকের প্রিয় কে? ২২১
ভেজাল টাকা নষ্ট করে দিতেন ২২৩
মানুষকে নিজের অনিষ্টতা থেকে বাচাও ২২৩
ফিকহে আকবর কী? ২২৪
কবরের কষ্ট থেকে বাঁচার ব্যবস্থাপত্র ২২৪
ছাত্রদেরকে কষ্ট দেন নি ২২৫
কারো মনে কষ্ট দিও না ২২৫
কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়ার জন্য শপথ করলে তখন কি করবে? ২২৬
কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে সাওয়াব অর্জন করুন ২২৭
মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর আবেদন ও আল্লাহ পাকের ঘোষণা ২২৮
স্ত্রীর খারাপ আচরণে ধৈর্যধারণ করা ২২৮
কষ্ট দানকারীকে কষ্ট দেয়া ২২৯
ইহসান কি? ২৩০
ক্ষমা চেয়ে নিন ২৩০
বদমাশ তাওবা করেছে ২৩১
তথ্যসূত্র ২৩৪

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

এই কিতাবটি পাঠ করার ১৬টি নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِیَّۃُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِہٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামু কবীর লিত তাবারানী, ৬/৫৮১, হাদিস: ২৪৯৫)

মাদানী ফুল: ভালো নিয়ত যত বেশি হবে সাওয়াবের পরিমাণও তত বেশি হবে।

(১) প্রত্যেকবার হামদ ও (২) দরুদ এবং (৩) তায়াউয এবং (৪) তাসমিয়া দ্বারা শুরু করব (এই পৃষ্ঠার শুরুতে দেওয়া আরবী এবারতটি পড়ে নেয়ার দ্বারা এই চারটি নিয়তের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) যতটুকু সম্ভব অযু সহকারে ও (৬) কিবলামুখী হয়ে এটি অধ্যয়ন করব (৭) কুরআনী আয়াত ও (৮) হাদিসে মুবারকার যিয়ারত করব (৯) যেখানে মহান আল্লাহর নাম মুবারক আসবে সেখানে **"পাক"** আর (১০) যেখানে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক আসবে সেখানে "صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" পড়ব (১১) অন্যদেরকে এই কিতাব পাঠ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করব (১২) কিতাব ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে প্রকাশককে লিখিতভাবে জানিয়ে দিবো। (প্রকাশক বা লেখককে কিতাবের ভুলত্রুটিগুলো শুধুমাত্র মুখে জানিয়ে দেওয়ার দ্বারা তেমন কোন উপকার হয় না)

www.dawateislami.net

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

(Islamic Research Centre)

ইসলামী বিশ্বের মহান একটি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী মুসলমানদের নিকট নির্ভুলভাবে ইসলামী সাহিত্য পৌঁছানোর ও এটির মাধ্যমে মানুষের ও সমাজের সংশোধনের মহান উদ্দেশ্যে ১৪২১ হিজরী মোতাবেক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে জামেয়াতুল মদীনা গুলিস্তানে জওহর করাচীতে আল মদীনাতুল ইলমিয়া নামে একটি ইসলামিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। যেটার মূল ভিত্তি হলো আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাবাদি যুগের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপন করা। জুমাদাল উলা ১৪২৪ হি:/ জুলাই ২০০৩ সালে এটাকে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা পুরনো সবজি বাজার, ইউনিভার্সিটি রোড করাচীতে স্থানান্তর করা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও ইলমে দ্বীনের প্রসারের মহান আগ্রহের নিমিত্তে এই প্রতিষ্ঠানকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অতঃপর এর মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বৃদ্ধি পেতে রইল। এটির করাচী ব্যতীত একটি শাখা হলো মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, মদীনা টাউন ফয়সালাবাদ, পাঞ্জাবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উভয় শাখাতে ১২০জনের চেয়েও অধিক ওলামা লেখালেখির ও অনুবাদ এবং গবেষণা ইত্যাদির কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এবং ২০২১ সাল পর্যন্ত এটার ২৩টি বিভাগ গঠন হয়ে গেছে:

www.dawateislami.net

(১) ফয়যানে কুরআন বিভাগ (২) ফয়যানে হাদিস বিভাগ (৩) ফিকাহ বিভাগ (ফিকহে হানাফি ও শাফেয়ী) (৪) সিরাতে মুস্তফা বিভাগ (৫) ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত বিভাগ (৬) ফয়যানে সাহাবিয়াত ও সালেহীয়াত (৭) ফয়যানে আউলিয়া ও ওলামা বিভাগ (৮) কুতুবে আলা হযরত বিভাগ (৯) শিক্ষা বিভাগ (১০) দরসী কিতাব বিভাগ (১১) কিতাব সংশোধন বিভাগ (১২) সাপ্তাহিক রিসালা বিভাগ (১৩) বয়ানাতে দাওয়াতে ইসলামী বিভাগ (১৪) কিতাব অনুবাদ বিভাগ (১৫) ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ (১৬) মাসিক ফয়যানে মদীনা বিভাগ (১৭) দ্বীনি কার্যাদির বিষয়ে লেখনী ও রিসালা বিভাগ (১৮) দাওয়াতে ইসলামীর রাত ও দিন (১৯) বাচ্চাদের পৃথিবী বিভাগ (২০) দাওয়াতে ইসলামীর পুস্তিকা বিভাগ (২১) গ্রাফিক্স ডিজাইন বিভাগ (২২) গবেষক ও লেখকদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (২৩) প্রশাসনিক বিষয়ক বিভাগ।

আল মদীনাতুল ইলমিয়ার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য হলো: ۞ যোগ্যতা সম্পন্ন ওলামায়ে কেরামদেরকে গবেষণামূলক, লেখনীর ও সম্পাদনার একটি প্লাটফরম প্রস্তুত করা এবং তাদের পারদর্শিতা আরও বৃদ্ধি করা। ۞ সমসাময়িক চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে কুরআনের শিক্ষা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ۞ সাধারণ লোক ও বিশেষ ব্যক্তিদের সুবিধার্তে ইলমে হাদিস এবং বিশেষ করে শরহে হাদিস সম্বলিত কিতাবাদি রচনা করা। ۞ সিরাতে নববী, নববী যুগ, নববী বিধান, নববী চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বলিত লেখনী প্রচার করা। ۞ আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কেরাম এবং ওলামায়ে কেরাম ও

বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী এবং খেদমতের ব্যাপারে অবগত করা। ۞ বুযুর্গুদের কিতাবাদি ও পুস্তিকাসমূহ আধুনিক যুগের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপন করা। ۞ নেকীর দাওয়াতে স্পৃহা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সময়োপযোগী বিষয়বস্তু পৌঁছে দেওয়া। ۞ ধর্মীয় ও দুনিয়াবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে প্রমাণিক ও স্বাস্থ্যকর বিষয়বস্তু প্রদান করা এবং দরসে নিযামীর ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা ও টীকাসহ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ করা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনুগ্রহ ও স্নেহ, প্রশিক্ষণ ও দানকৃত উসুলের উপর আমল করার উদ্দেশ্য হল যে, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা পাওয়া, নতুন প্রজন্মকে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবগত করা, তাদেরকে আমলদার মুসলমান ও একটি আদর্শবান সমাজের সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, মাতা-পিতা ও শিক্ষক এবং বড়জনদের শিক্ষা প্রদানের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করা এবং ইসলামী আদর্শ এবং দ্বীন ও ঈমানের হেফাযতের জন্য আল মদীনাতুল ইলমিয়া তার সূচনা থেকে এই পর্যন্ত যেই যেই কাজ করেছে তার উপমা তা নিজেই । আল্লাহ পাক তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আল মদীনাতুল ইলমিয়া দাওয়াতে ইসলামীকে দ্বীনি কার্যাদি, প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বিভাগসমূহকে আরও বেশি বেশি উন্নতি দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তারিখ: ১৫ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৪২ হিঃ

২৭ মে ২০২১ খ্রিঃ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দরুদ শরীফ লেখকের ক্ষমা হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন। আমার একজন ইসলামী ভাই ছিল মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَافَعَلَ اللّٰہُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কী ধরণের আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন আমলের কারণে? তিনি বলতে লাগলেন আমি হাদিস শরীফ লিখতাম যখনই প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাম (মুবারক) আসত তখন আমি সাওয়াবের নিয়্যতে "صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" লিখতাম। ঐ আমলের বরকতে আমার ক্ষমা নসীব হয়েছে। (আল কাউলুল বদী', পৃষ্ঠা ৪৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

গমের কোশা

হযরত আল্লামা ইবনুল হাজ মাক্কী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন যে, এক বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তার সাথীদের কে নিয়ে গম ক্ষেতের পার্শ্ব দিয়া যাচ্ছিলেন তখন তাদের সাথে গমন কারী একজন লোক গম গাছের একটি শাখা স্পর্শ করলো। এবং তাড়াতড়ি হাত সরিয়ে নিয়ে ছিল। বুযুর্গ এই দৃশ্যটি দেখে ফেললেন এবং তাকে আদেশ দিলেন ক্ষেতের মালিকের কাছ থেকে তুমি এই বিষয়টি ক্ষমা চেয়ে নিবে ঐ ব্যক্তি

আবেদন করলেন: হযরত গমের এই শাখাটি আগের মত রয়েছে আমার হাত লাগানোর কারণে তাতে কোন কমতি আসে নাই। বুযুর্গ ইরশাদ করলেন: তোমাদের কী ধারণা যে, যদি এক হাজার বা তার চেয়ে বেশি লোক ইহার পার্শ্ব দিয়ে যায় এবং সকলেই তোমার মত হাত লাগায় তাহলে ইহার কোন ক্ষতি হবে না? তখন সেই লোকটি উত্তর দিল হ্যাঁ! তখন বুযুর্গ বললেন: তুমি যা করেছ তা সেই অত্যাচারের একটি অংশ। অতপর যতদিন ঐ ব্যক্তি ক্ষেতের মালিক থেকে ক্ষমা চায়নি ততদিন পর্যন্ত বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার সাথে কথাও বলেননি এবং তাকে তাঁর সংস্পর্শে থাকার অনুমতি ও দেয়নি (আল মাদখাল ১/২৮৬)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে তো দুনিয়াতে একা আসে আর একাই বিদায় নেয়। কিন্তু এখানে একা থাকে না বরং অন্যান্য লোকদের সাথে মিলে মিশে জীবন যাপন করে। আমাদের দ্বারা কখনো কারও শান্তি নসীব হয় কখনও কষ্ট এবং কখনো কষ্ট ও শান্তি কোনটাই হয় না। অর্থাৎ না কষ্ট না শান্তি। যদি আমাদের দ্বারা অন্যান্য মুসলামানদের নিকট শান্তি পৌছে তখন আমরা ভাল নিয়্যত করলে সাওয়াব পাব আর শরীয়তের কোন কারণ ছাড়া কষ্ট দিলে আমরা শাস্তির উপযুক্ত হব। এবং তৃতীয় অবস্থায় না সাওয়াব পাব না শাস্তির উপযুক্ত হব। আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা যেন মানুষের শান্তির কারণ হই। এবং অশান্তির কারণ না হই। এই দৃষ্টিকোন থেকে আমাদের জীবন প্রণালী বিভিন্ন রকমের হতে থাকে। অনেক ইসলামী ভাইদের সেই দিকে মনোযোগ থাকে যে, যাতে আমার দ্বারা কারও

www.dawateislami.net

কষ্ট পেতে না হয়। যদি তাঁদের দ্বারা কারও কষ্টও হয়ে যায় অতঃপর তারা এতে লজ্জাবোধ করে এবং তাওবা করে তাড়াতড়ি তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, যেখানে কিছু ইসলামী ভাই এই ব্যাপারে উদাসীন থাকে এবং সেই ব্যাপারে তাদের কোন অনুভূতি থাকে না যে তারা কাউকো কষ্ট দিয়েছে। এবং অনেক ইসলামী ভাই এই বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখে যে তাদের দ্বারা যেন কারো কষ্ট না হয় কিন্তু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির স্বল্পতা এবং অসর্তকতার কারণে অধিকাংশ সময় তারা বুঝতে পারে না যে, তাদের উটা-বসা এবং অবস্থানের কারণে অন্যরা কষ্টের মধ্যে পতিত হয়েছে। মানুষের হাতসমূহ শুধুমাত্র জীবিত মানুষদের কে কষ্ট দেয় না বরং মৃত্যু ব্যক্তি, ফেরেশতা, জ্বিন এবং প্রাণীসমূহও তাদের কারণে কষ্ট পেয়ে থাকে। এইভাবে প্রায় ৭৮টি বিষয় এই কিতাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আমরা কোন কোন কারণে অন্যদের কষ্টের কারণ হয়ে থাকি। তাছাড়া মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়ার কী কী শাস্তি রয়েছে? এবং কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য কী কী পুরস্কার রয়েছে? যাকে কেউ কষ্ট দিয়েছে আর সে উক্ত কষ্টের উপর ধৈর্যধারন করলে তাতে কী কী সুসংবাদ রয়েছে। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াছ আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই কিতাবের নাম রেখেছেন "কষ্ট দেবেন না" এবং দাওয়াতে ইসলামীর "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" এর মুফতিয়ানে কেরাম এটির শরয়ী নিরীক্ষণ করেছেন এই কিতাবটি শুধু নিজে পড়বেন না বরং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকে পড়ার জন্য উৎসাহিত করে সাওয়াব অর্জন করুন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে

নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করার তাওফিক দান করুক এবং এই মাদানী উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য নেক আমল রিসালার উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য নসীব করুক। আমীন- কিতাবাদি সংশোধন বিভাগ (আল মাদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)

ভাল কে এবং মন্দ কে?

একবার রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামদেরকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ভাল লোক আর মন্দ লোক সর্ম্পকে বলে দিব না? সবাই চুপ ছিল তিনি তিনবার এইভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন একজন সাহাবি আরয করলেন জি হ্যাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি আমাদেরকে ভাল আর মন্দ লোক সম্পর্কে জানিয়ে দিন, বললেন: তোমাদের মধ্যে ভাল মানুষ হলো যার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় এবং তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকা যায়, এবং তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি মন্দ যার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় না এবং তার মন্দ থেকে নিরাপদ থাকা যায় না। (তিরমিযি, কিতাবুল ফিতান, বাব (...৮৬) ৪/১১৬ হাদিস: নং ২২৮০)

প্রসিদ্ধ মুফাসিসর হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه হাদিস শরীফের এই অংশটি "যার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় এবং তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকা যায়" এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ প্রকৃতভাবে মানুষের অন্তরে তার পক্ষ থেকে প্রশান্তি আসবে যে এই ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দেয় না সম্ভব হলে কল্যাণ করে। "যার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় না এবং যার মন্দ থেকে মানুষ

www.dawateislami.net

নিরাপদ নয়” এটির ব্যাখ্যায় মুফতি সাহেব বলেন: অর্থাৎ প্রকৃতভাবে মানুষেরা তাকে ভয় করে যে, এই লোকটি ভয়ংকর তার কাছ থেকে বেঁচে থাকো, তাঁর দ্বারা কল্যাণ পৌঁছবে না বরং মন্দ (অর্থাৎ ক্ষতি পৌঁছবে)। (মিরআতুল মানজীহ ৬/৫৭৯)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই হাদিসের মধ্যে ইংগিত রয়েছে যে, সাথীদের সাথে ন্যায় বিচার করা আবশ্যক, এবং ন্যায় বিচার তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। (১) অবিচার না করা (২) অপমান না করা (৩) কষ্ট না দেয়া কেননা অবিচার না করার কারণে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। অপমান করা থেকে রক্ষা পাওয়া সব চেয়ে বড় অনুগ্রহ, এবং কষ্ট না দেয়া সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচার যদি এই তিনটি বিষয় ছেড়ে দেয়া না হয় তবে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে।

(ফয়জুল ক্বদীর, হরফুল হামজা ৩/১৩২ হাদিস: ২৮৫৭

একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত অপর মুসলমানের জন্য হারাম

আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম প্রত্যেককে মুসলমানের প্রাণ, সম্পদ ও ইজ্জত হেফাযতের দায়িত্ব দিয়ে থাকে অতএব হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: كُلُّ الۡمُسۡلِمِ عَلَى الۡمُسۡلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرۡضُهٗ অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত অপর মুসলমানের উপর হারাম। (মুসলিম, কিতাবুল বিররি, ওয়াসসেলাহ, বাবু তাহরীমী জুলমিল মুসলিম-ইলাআখের, পৃষ্ঠা ১৩৮৬ হাদিস: ২৫৬৪)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এই হাদিসের পাদটীকায় লিখেছেন: কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের সম্পদ অনুমতি ব্যতীত নিবে না কারো সম্মান নষ্ট করবে না এবং কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে এবং অত্যাচার করে হত্যা করবে না কারণ এসবকিছু অনেক বড় অপরাধ।

(মিরআতুল মানাজিহ ৬/৫৫৩)

মুফতি সাহেব আরেক জায়গায় লিখেছেন: মুসলমানকে না অন্তরে তুচ্ছ জানবে। না তাকে অবজ্ঞা মূলক শব্দসমূহ দ্বারা ডাকবে বা খারাপ উপাধি দ্বারা সম্বোধন করবে। না তাকে তামাশার পাত্র বানাবে বর্তমান আমাদের মধ্যে এই দোষটি বেশি দেখা যায়, পেশা, বংশ অথবা দরিদ্র ও টাকা পয়সা কম হওয়ার কারণে মুসলমান ভাইদেরকে তুচ্ছ মনে করে যে, সে পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্দি সিরহদী, ইসলাম এই সমস্ত পার্থক্য সমূহ দূর করে দিয়েছে। মধু পোকা বিভিন্ন ধরণের ফুল থেকে রস নিয়ে থাকে তখন ইহার নাম রাখা হয় মধু। বিভিন্ন ধরণের লাকড়ির আগুন জ্বালানো হয় তখন ইহার নাম রাখা হয় ছাই এইভাবে যখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আচল ধরেছেন তখন সকল মুসলমান এক হয়ে গেছে সে হাবশী হউক অথবা রুমী হউক।

(মিরআতুল মানাজীহ ৬/৫৫৬)

দামানে মোস্তফা সে জো লেপটা ইয়াগানা হো গেয়া
জিস কে হুযুর হো গেয়ে উস কা যমানা হো গেয়া

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল

শরীয়তের অনুমতি ছাড়া কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া কত বড় অপরাধ এটার অনুমান এই কথা দ্বারা করে নিতে পারবে যে, আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ ২৪তম খন্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠায় তাবরানী শরীফের রেফারেন্সে বলেন। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ أَذَى مُسْلِمًا فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى الله অর্থাৎ যে (শরীয়তের কোন কারণ ছাড়া) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল। (আল মু'জামুল আউসাত ২/৩৮৭ হাদিস: ৩৬০৭) আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্টদানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক ২২ পারা, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৭ তে বলেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۵۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও রাসূলকে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

বিন্দু পরিমাণ চিন্তা করুন যে কোন মুসলমান এই বিষয়টিকে পছন্দ করবে কিনা যে, সে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দিবে এবং জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যাবে। আমরা কাহরে কাহহার ও গযবে জব্বার থেকে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

www.dawateislami.net

খোদাইয়া! কেসি কা না দিল মে ধোকাউ - আমা তেরে আবদী আযাবো সে পাও

কি পরিমাণ খারাপ অপরাধ

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحۡمَۃُاللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কুকুর ও শূকরকেও অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া হালাল নয় সেখানে মুমিন নর-নারীকে কষ্ট দেয়া কি পরিমাণ মন্দ অপরাধ। (খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ২২, সূরা আলা আহযাব, আয়াত: ৫৮)

কিয়ামতের ভয় প্রদর্শনে অজ্ঞান হয়ে গেলো

সায়্যিদুনা মিসআর বিন কিদাম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ থেকে বর্ণিত: একদিন আমি ইমামে আযম رَحۡمَۃُاللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। বিনা খেয়ালে ইমামে আযম رَحۡمَۃُاللهِ عَلَيۡهِ এর পা মুবারক একটি ছেলের পায়ে লেগে ছিল। ছেলেটি আওয়াজ করে উঠল। এবং তার মুখ থেকে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে গেল: يَا شَيۡخُ اَلَا تَخَافُ الۡقِصَاصَ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ অর্থাৎ জনাব! আপনি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকের প্রতিশোধ গ্রহণ কে ভয় করেন না? এটা শোনা মাত্রই ইমাম আযম رَحۡمَۃُاللهِ عَلَيۡهِ এর কম্পন শুরু হয়ে গেল এবং বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। যখন কিছুক্ষণ পরে হুশ ফিরে আসল তখন আমি আরয করলাম যে, আপনি একটি ছেলের কথায় এত পরিমাণ ঘাবড়িয়ে গেলেন? তিনি বললেন: কি জানি তার আওয়াজ হয়তো অদৃশ্যের হেদায়েত হতে পারে। (আল মানাক্বিব লিল মুয়াফ্ফাক ২/১৪৮)

আতা হো খউফে খোদা খোদারা দো উলফতে মুস্তফা খোদারা
করো আমল সুন্নাতো পে হার দম, ইমামে আযম আবু হানিফা

(ওসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৫৭৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অন্যকে কষ্টদান কারীরা সাবধান!

শায়েখ তরিকত, আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه তাঁর রিসালা "আশকো কি বরসাত" এ উপরোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করার পর ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেন: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা। এই কল্পনাও করা যাবে না যে, ইমামে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জেনে বুঝে কারো উপর যুলুম করেছেন এবং তাঁর পায়ে খুচা দিয়েছেন। বিনা খেয়ালে সংগঠিত হওয়া কাজের উপরও তিনি আল্লাহর ভয়ের কারণে বেহুশ হয়ে গেলেন আর এখন আমরা জেনে বুঝে না জানি দৈনন্দিন কত প্রকার উপায়ে মানুষদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকি। কিন্তু আফসোস! আমাদের এই বিষয়ে কোন অনুভূতিও নেই যে, যদি আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয় তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে।

(আশকো কী বর সাত, পৃষ্ঠা ১৮)

অসৎ চরিত্রের দুইটি আলামত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হাযিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মানুষ দুশ্চরিত্র হওয়ার লক্ষণ হলো এই যে, সে তার ঘরের সদস্যদের নিকট এই অবস্থায় গেল যে তারা খুশিতে হাসছে আর তাকে দেখেই ভয়ে আলাদা আলাদা হয়ে যায় এবং একটি আলামত হল এই যে, বিড়াল তাকে দেখে পালিয়ে যাবে অথবা কুকুর ভয়ে লাফ দিয়ে দেয়াল পার হয়ে যাবে। (তানবীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা ১৯৯)

www.dawateislami.net

চরিত্রবানদের মর্যাদাসমূহ

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সৎচরিত্রের সর্বনিম্ন মর্যাদা হল এই যে, কাউকে প্রাণের দিক দিয়ে, অর্থের দিক দিয়ে এবং ইজ্জতের দিক দিয়ে কষ্ট না দেয়া সবোর্চ্চ স্তর হল- খারাপের প্রতিদান ভাল আচরণ দ্বারা দেয়া এটা অনেক উঁচু মাপের বিষয়, যাকে আল্লাহ পাক চান দান করেন।

(মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৪৬১)

বদী রা বদী সাহল বাশাদ জাযা - আগার মারদী আহসিন ইলা মান আসা

(অর্থাৎ খারাপের প্রতিদান খারাপ দ্বারা দেয়া সহজ যদি তুমি পুরুষ হও তাহলে খারাপ আচরণকারীর সাথে ভাল আচরণ কর।

(গীবতের ধ্বংসলীলা, ৩৪২ পৃষ্ঠা)

শাস্তির উপযুক্ত

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাহারে শরীয়ত ২য় খন্ডের ৪০৭ পৃষ্ঠায় লিখেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাজে অথবা কথায় কষ্ট দিবে যদিও চোখ অথবা হাতের ইশারায় হোক না কেন তাতেও সে শাস্তির উপযুক্ত হবে।[১] **(আদ দুররুল মুখতার, কিতাবুল হুদুদ, ৬/১০৬)**

---

১. শাস্তি: কোন গুনাহের উপর আদব শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে যেই শাস্তি দেয়া হয় তাকে তা'যীর বলা হয়। শরীয়তের পক্ষ থেকে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি বরং কাযী সাহেবের রায়ের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যেখানে যেরকম সুযোগ হয় সেভাবে আমল করবে, তা'যীবের অধিকার শুধুমাত্র ইসলামী বাদশাহদেরকে দেয়া হয়নি বরং স্বামী তার স্ত্রী কে, মুনিব তার গোলামকে, মা-বাবা তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষক ছাত্রদেরকে শাস্তি দিতে পারবে। **(বাহারে শরীয়ত ২/৪০৩- রেফারেন্স রয়েছে আদদুররুল মুখতায়, কিতাবুল হুদুদ, বাবুত তাযীর ৬/১০৬)** এটার বিস্তারিত মাসআলা জানায় জন্য বাহারে শরীয়ত "২য় খন্ড, ৯ অংশ এর ৪০৩ টি পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে নিন।

www.dawateislami.net

মন্দ মৃত্যুর চারটি কারণ

শরহুস সুদূর কিতাবে রয়েছে অনেক ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ الله السَّلَام বলেন: মন্দ মৃত্যুর চারটি কারণ: (১) নামাযের মধ্যে অলসতা (২) মদ্য পান করা (৩) পিতা-মাতার অবাধ্যতা (৪) মুসলমানকে কষ্ট দেয়া। (শরহুস সুদূর, ২৭ পৃষ্ঠা)

মুজে দে দে ঈমান পর ইস্তেকামাত
পিয়ে সায়্যিদি মুহতাশাম ইয়া ইলাহী!

(ওসায়িলে বখশিশ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

বাগান থেকে নেয়া শাখা আবার রেখে আসলেন:

হযরত সায়্যিদুনা সালেহ দাহহান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন যায়েদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার তার ঘরের সদস্যদের মধ্যে থেকে কারও সাথে কথা বলতে বলতে একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কুকুর তাড়ানোর জন্য বাগান থেকে একটি ঢাল নিয়ে ছিলেন এবং ঘরে ফিরার সময় মসজিদে রাখলেন। মসজিদের মধ্যে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন: এটার দিকে খেয়াল রাখবেন: এটি আমি একটি গোত্রের বাগানের পাশ দিয়ে যাবার সময় নিয়ে ছিলাম। মানুষেরা বললেন: হে আবু শায়'শা। এই ঢালের কি গুরুত্ব রয়েছে? তিনি বললেন: যদি বাগানের পাশ দিয়ে গমনকারী সবাই একটি করে ঢাল নিয়ে থাকে তাহলে বাগানের মধ্যে তার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, অতএব যখন সকাল হল তখন তিনি ঐ ঢালটি বাগানের মধ্যে রেখে আসলেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, জাবের বিন যায়েদ ৩/১০৩, পৃষ্ঠা ৩৩৩৫)

দুইটি ভাল অভ্যাস এবং দুইটি মন্দ অভ্যাস

বর্ণিত আছে যে: দুইটি অভ্যাস এমন রয়েছে যেগুলোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার কোন কাজে নেই (১) আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, (২) মুসলমানদের উপকার করা। আর দুইটি এমন অভ্যাস রয়েছে যেগুলোর চেয়ে মন্দ কোনা কাজ নেই। (১) আল্লাহ পাকের সাথে কাউকে শরীক করা ও মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া।

(আল মুনাব্বিহাত, পৃষ্ঠা ৩)

করো ইয়া খোদা মুমিনো কী মে খেদমত
না পৌঁছে কেসি কো ভী মুঝ সে আযিয়াত

ইবাদতের নিয়ে উপহাস করার পরিণতি

বাহরুল উলুম হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আব্দুল মান্নান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার দাদা মরহুম আব্দুর রহিম বিন দোস্ত মুহাম্মদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: দাদাজন একটি বাজারের মধ্যে কাজ করতেন একবার পারিশ্রমিক নেয়ার জন্য ঐ ব্যক্তির নিকট গিয়েছিলেন যার কাছে কাজ করতেন তখন তার ছেলে বললেন: আপনি গত সপ্তাহই তো খরচ নিয়েছেন আজ আবার এসেছেন। এত ইবাদত আর সাধনা করেন আপনি, তাঁর কাছ থেকে খুব বেশি করে সব টাকা-পয়সা কেন চান না? দাদাজান তাকে কোন উত্তর দিলেন না। দ্রুত ঘরে চলে আসলেন এবং দীর্ঘক্ষণ বলতে রইলেন, কি রকম মানুষ, একে কি মুসলমান বলা যাবে? আল্লাহ পাকের নাম নেয়া ও ইবাদত করা নিয়ে উপহাস করছে। এসব লোকদের কেমন চিন্তাধারা, নিশ্চয় তিনি এই

www.dawateislami.net

কথার কারণে অনেক কষ্ট পেয়েছেন এবং তিনি তার কাজ করা ছেড়ে দিলেন। বাহরুল উলুম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَیۡهِ আরো বলেন: আল্লাহ পাক কারো অবাধ্যতা পছন্দ করেন না, আমার সময়কার পর্যন্ত সেসব লোকেরা জীবিত ছিল, তাদের সমস্ত অহংকার শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন এভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল যে, মৃত্যুর সময় তাকে এক চামচ পানি দেয়ার মত কেউ ছিল না অথচ তার তিন-চারজন যুবক ছেলে ছিল। (বাহরুল উলুম, পৃষ্ঠা ২২৪)

মানুষকে কষ্ট প্রদানকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত যে, হুযুর صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বাণী: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট অথবা ধোকা দিল সে অভিশপ্ত।

(তিরমিযি, কিতাবুল বিরৃরি ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৭৮ হাদিস: ১৯৪৮)

মানুষকে কষ্টদানকারীর শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত যে, আমরা হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে হাঁটতেছিলাম। আমাদের গমন দুইটি কবরের পাশ দিয়ে হয়েছিল তখন নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেমে গেলেন তাই আমরাও নবীজীর সাথে থেমে গেলাম। নবী করীম صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারার রং মুবারক পরিবর্তন হতে লাগল এমন কি তাঁর জামা মুবারকের হাত কাঁপতে ছিল। আমরা আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণ কী? তিনি বললেন: তোমরা কি আওয়াজ শুনতেছ যা আমি শুনতেছি? আমরা

www.dawateislami.net

বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি কী শুনতেছেন? তিনি বললেন: এই দুই লোকের উপর তাদের কবরে কঠিন শাস্তি চলতেছে আর তাও ছোট গুনাহের কারণে (অর্থাৎ ঐ দুই ব্যক্তির দৃষ্টিতে ছোট ছিল অথবা তাদের জন্য এগুলো থেকে বেঁচে থাকাটা সহজ ছিল? আমরা আরয করলাম: এগুলো কোন ধরনের গুনাহ? তিনি ইরশাদ করলেন: তম্মধ্যে একজন ছিল, প্রস্রাব থেকে বেঁচে থাকত না আর দ্বিতীয়জন হল নিজের মুখ দ্বারা অন্যদেরকে কষ্ট দিত এবং চোগলখুরী করত। অতঃপর তিনি খেজুরের দুইটি শাখা খুঁজে নিলেন আর সেগুলো একটি করে দুইজনের কবরে গেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এগুলো কি তাদের কোন উপকারে আসবে? তিনি ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ, যতদিন পর্যন্ত এই ঢালগুলো তাজা থাকবে ততদিন পর্যন্ত শাস্তির মধ্যে হালকা করা হবে।

(সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুর রাকায়েক, বাবুল আজকার ২/৯৬ হাদিস: ৮২১)

আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মধ্যে যাদের কাছে কোন টাকা পয়সা এবং জিনিসপত্র নেই তারাই দরিদ্র, নিঃস্ব। তিনি ইরশাদ করলেন: আমার উম্মতের মধ্যে সে-ই দরিদ্র যে কিয়ামতের দিন, নামায, রোযা এবং যাকাত নিয়ে আসবে এবং তারাও আসবে যাদেরকে সে গালি দিয়েছিল, অপবাদ দিয়েছিল, তার সম্পদ খেয়েছিল, তার রক্ত প্রবাহিত করেছিল, তাকে প্রহার করেছিল, তখন তার নেকীসমূহ

www.dawateislami.net

থেকে কিছু এই অত্যাচারিতদেরকে দেয়া হবে আর কিছু অমুক অমুক মযলুমকে দেয়া হবে। অতঃপর তার দায়িত্বে যত হকসমূহ ছিল সেগুলো আদায় করার পূর্বে যদি তার নেকী সমূহ শেষ হয়ে যায়। তখন ওই মযলুমদের গুনাহসমুহ নিয়ে সেই যালেমের উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামের আগুণে নিক্ষেপ করা হবে।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, পৃষ্ঠা ১৩৯৪ হাদিস: ২৫৮১)

এলার্জী রোগ নিয়োজিত করে দেয়া হবে

মুসলমানদেরকে কষ্টদানকারীকে জাহান্নামের মত জায়গায় অনেক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে অতএব হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জাহান্নামীদের উপর এক ধরনের এলার্জী রোগ দেয়া হবে। যার কারণে তারা তাদের শরীর চুলকাতে থাকবে এমন কি শরীরের হাড্ডি পর্যন্ত প্রকাশ পাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে: হে অমুক! তোমার কী এসবের কারণে কষ্ট হচ্ছে? তখন সে বলবে হ্যাঁ, তখন আহবানকারী বলবে: এটি ওই কাজের প্রতিদান যা তুমি মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে।

(ইহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন কিতাবু আদাবিল উলফত আল বাবুন সালেছ ২/২৪২)

চামড়া তুলে নেয়া হবে

মুসলমানের সম্মান নষ্ট করে চেতনা ফিরে পাওয়া লোকেরা থেমে যাও কেননা এটার পরিণতি অনেক খারাপ হবে। অতএব হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযিদ বিন শাজারাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেভাবে সমুদ্রের কিনারা থাকে অনুরুপভাবে জাহান্নামেরও কিনারা থাকবে। যেখানে বড়

www.dawateislami.net

বড় উট যেমন সাপ এবং খচ্চরের মত বিচ্ছু থাকবে। জাহান্নামীরা যখন শাস্তি হালকা করার জন্য ফরিয়াদ করবে, তখন তাদেরকে আদেশ দেয়া হবে কিনারা দিয়ে বের হয়ে যাও। যেই মাত্র তারা বের হবে তখন সেই সাপ তাদের ঠোঁটে ও চেহারায় ধরে নিবে আর তাদের গায়ের চামড়া তুলে নিবে এবং ওই সমস্ত লোকেরা তা থেকে বাঁচার জন্য আগুনের দিকে পালাতে থাকবে। অতঃপর তাদের উপর এলার্জী রোগ দেয়া হবে। তারা এত পরিমাণ চুলকাবে যে, তাদের গায়ের সমস্ত মাংস ঝরে পড়বে এবং শুধুমাত্র হাড্ডি বাকি থাকবে। তাদেরকে আহবান করা হবে: হে অমুক? তোমাদের কি কষ্ট হচ্ছে? তখন তারা বলবে: হ্যাঁ, তখন তাদেরকে বলা হবে, এগুলো ওই কষ্টের প্রতিদান যা তোমরা মুমিনদেরকে দিয়েছিলে।

(আততারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবু ছিফাতিল জান্নাতি ওয়ান্নার, ৪/২৮০ হাদিস: ৫৬৪৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এখনও কি বিরত থাকবে না?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের শরীয়তের অনুমতি ছাড়া কষ্টদানকারী তার জীবনে, মৃত্যুর সময়, হাশরের হিসাবের সময় এবং সব চেয়ে বড় হল জাহান্নামের শাস্তির কারণে নিজেও কষ্টের মধ্যে পতিত হবে। এসব কিছু কি আমাদের চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়! এখনও কি আমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকব না। আসুন দেখে নিই যে, আমরা কোন কোন পদ্ধতিতে অন্যদের কষ্টের কারণ হয়ে থাকি? যেমন,

(১) মুসলমানদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা

কাউকে ভয় দেখানোর জন্য অথবা ভীত করার জন্য শুধুমাত্র হাত, পা, চুরি অথবা হাতির ব্যবহার করা হয় না বরং এই কাজ চোখ দ্বারাও করা হয়ে থাকে। অতএব, আমাদের সমাজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভয় দেখানো অনেক সাধারণ বিষয় হিসেবে ধরে নেয়া হয়। (বিশেষ করে বাচ্চাদেরকে) তবে এটা হল অজ্ঞতা, রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন- যে তার ভাইয়ের দিকে ভয় দেখানোর দৃষ্টিতে তাকাবে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে ভয় প্রদর্শন করবেন। (শুয়াবুল ঈমান, ফাছলুন ফি জিকরি---ইলা আখের ৬/৫০ হাদিস: ৭৪৬৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসলমান ভাই। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন অপরাধ ছাড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে ভয় দেখাবে। আর অপরাধীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভয় দেখানো প্রয়োজন। (আরো লিখেন) এর দ্বারা ইংগিতসূচক জানা যায় যে, মুসলিম ভাইয়ের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকানো সাওয়াব, আল্লাহ পাক তাকেও দয়ার নজরে দেখবেন।

(মিরআতুল মানাজিহ, ৫/৩৬৯)

চোখ দ্বারা কষ্ট দেয়া জায়িয নেই

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: মুসলমানদের জন্য জায়িয নয় যে অন্য মুসলমানদের দিকে চোখ দ্বারা এমনভাবে ইশারা করা যাতে সে কষ্ট পায়। (ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন ২/২৪৩) অন্য এক জায়গায়

www.dawateislami.net

বলেছেন: কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, কোন মুসলমানকে সে ভীত করবে। (আবু দাউদ কিতাবুল আদব, ৪/৩৯১, হাদিস: ৫০০৪)

আল মদদ ইয়া শাহে আবরার মদীনে ওয়ালে
ক্বলব ছে খউফে খোদা দূর হোয়া জাতা হে

(ওসায়িলে বখশিশ, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

(২) খোটা দিয়ে কষ্ট দেয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান সময়ের অবস্থা এমন যে, আমরা প্রথমত কোন অভাবগ্রস্থকে দয়া করার জন্য, তার কল্যাণ কামনা করার এবং সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত নই অতঃপর যদিও কারো উপর দয়া করা হয় তখন মনোভাব এতই দূর্বল হয়ে থাকে যে, ঐ অনুগ্রহের বিনিময়ে এই কামনা আমাদের থাকে যে, অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকটি তার উপকারের নিচে দায়বদ্ধ থাক। তার প্রতিটি সঠিক, ভুল কথার উপর হ্যাঁ হ্যাঁ মিলাতে হবে। তার কোন ভুল ধরতে পারবে না। যদি কখনো তার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায় অথবা তার সম্মানে বিয়াদবি করে তখন সে তার উপকারের খোটা দিয়ে নিজের অধিকার মনে করিয়ে দেয়। (তবে আল্লাহ পাক যাকে এই কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন)। খোটা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাক্য বলা হয়ে থাকে, যা অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর তীরের মত বিদ্ধ হয় এবং তার কলিজায় আঘাত করতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়। ✯ তুমি ফাটা ও পুরাতন কাপড় নিয়ে আমার কাছে এসেছিলে আমি দয়া করে তোমাকে চাকরি দিয়েছিলাম। ✯ তোমার কাছে দুই বেলা খাওয়ার সামর্থ ছিল না আমার দয়া হয়েছিল বিধায় আমি তোমাকে এক মাসের খাবার

www.dawateislami.net

পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ☆ মনে আছে যখন তোমার ব্যবসায় লোকসান হয়েছিল এবং তোমার পেটে হাতে পড়ে গিয়েছিল, আমি তোমাকে ঋণ স্বরূপ অনেক মোটা অংকের টাকা দিয়েছিলাম তখন তুমি পুনরায় ব্যবসা শুরু করেছিলে। ☆ বাড়িওয়ালা তোমাকে কয়েক মাসের বাড়ি ভাড়া না দেয়ার কারণে ঘর খালি করার নোটিশ দিয়েছিল। তখন আমি তোমাকে ঘর ভাড়া না দিলে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে। ☆ তোমার ছেলে অসুস্থ ছিল ঔষধ কেনার জন্য তোমার টাকা ছিল না, আমি তার চিকিৎসা করিয়েছিলাম। ☆ তোমার মাতার মদীনা শরীফ সফর করার অনেক আশা ছিল, আমি আমার টাকা দিয়ে তাকে ওমরা করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। ☆ যখন তোমাকে পুলিশ মিথ্যা মামলা দিয়েছিল তখন আমি তোমাকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম তা না হলে তোমাকে আজকেও জেল খানায় থাকতে হত। ☆ তুমি আজকে যত উন্নতি লাভ করেছ এটার পিছনে আমার হাত রয়েছে।

নেকী করে সমুদ্রে নিক্ষেপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোটা দানকারী এরকম কথা বলে অনেক খুশি হয়ে থাকে কিন্তু এটার পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারলে এবং শিক্ষা অর্জন করলে কখনো আর খোটা দিবে না বরং এটি তো "নেকী করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা" এই বাক্যের উপর আমলকারী হয়ে থাকে। তৃতীয় পারা সূরা বাকারা আয়াত ২৬৪ এ বলেন:

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ

(পারা ৩, সূরা বাক্বারা, আয়াত ২৬৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আপন দানকে নিষ্ফল করে দিওনা খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে।

www.dawateislami.net

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন- খোটা দেওয়ার মানে হলো এটা যে, দেওয়ার পরে অন্যদের সামনে প্রকাশ করা যে, আমি তোমার সাথে এরকম এরকম আচরণ করেছি এবং তাকে কষ্ট দেয়া, চিন্তিত করা। (খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ৩, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬২) তাফসীরে খাযিনে রয়েছে: খোটা দেয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই কোন ব্যক্তির উপর দয়া করে পরে এভাবে বলা যে, আমি তোমাকে অমুক অমুক জিনিস দিয়েছি এবং সমস্ত অনুগ্রহসমূহ নষ্ট করে সেসব অনুগ্রহ-সমূহের স্বাদকে তিক্ত করে দেয়া। (খাযিন, পারা: ৩, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬২, ১/২০৬ পৃষ্ঠা)

জান্নাতে যেতে পারবে না

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বাণী: খোটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্যতাকারী এবং শরাব পানকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। (নাসায়ী, কিতাবুল আশরেবাহ, ৮৯৫ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৫৬৮৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ এসব লোকেরা প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, মনে রাখবেন, সগিরা গুনাহ সব সময় করার কারণে সেটা কবিরা গুনাহ হয়ে যায়। মদ পান করা এমনিতেই অনেক বড় গুনাহ অতঃপর সর্বদা করলে আরো ডাবল গুনাহ হবে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/৫৩০)

খোটা দেয়া কখন মন্দ?

এক জায়গায় হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: মনে রাখবেন, মানুষ অন্য মানুষকে খোটা দেয়া যদি তাকে লাঞ্ছিত করার জন্য হয় তাহলে গুনাহ বা মন্দ কাজ। যদি আনুগত্য করার জন্য করে থাকে তাহলে ভাল, আল্লাহ পাক বা তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক জায়গায় তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন যাতে বান্দা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এটি তাঁর দয়া, مَنَّان (আল্লাহ পাকের একটি নাম) এর এক অর্থ হল খোটাদানকারী।

(মিরআতুল মানাজিহ, ৩/৩৩৩)

খোটা দেয়ার ভিত্তি

ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: খোটা দেয়ার ভিত্তি হল এই যে, সদকা দানকারী মনে করবে যে, আমি তার উপর অনুগ্রহ এবং দয়া করেছি যেখানে সত্য হল এই যে, ফকির তো অনুগ্রহকারী যে, সে তার কাছ থেকে আল্লাহ পাকের হক কবুল করেছেন যা তার জন্য পবিত্রতা দানকারী এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম সে যদি তা কবুল না করত তাহলে এটির কারণে সে আটকে থাকত।

(ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন, কিতাব আসরারিস যাকাত ১/২৯১)

ক্ষতিগ্রস্ত তিন ব্যক্তি

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: তিন ব্যক্তি হল এমন যাদের সাথে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন না কোন কথা বলবেন আর

www.dawateislami.net

না রহমতের দৃষ্টিতে দেখবে এবং না তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করলেন, তারা বিপদ ও হতাশার মধ্যে পড়ে যাবে। ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তারা কারা? তিনি বললেন: লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরিধানকারী, খোটাদানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রয়কারী। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৭১)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন: কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হল ভালোবাসার কথা, দেখার দ্বারা উদ্দেশ্য হল দয়ার নজরে দেখা এবং পাক-পবিত্র করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া অর্থাৎ অন্যান্য মুসলমানদের উপর এই তিনটি দয়া করা হবে কিন্তু এই তিন প্রকারের লোক এই তিন ধরনের দয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে, তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাকুন। মুফতি সাহেব আরো লিখেছেন: অর্থাৎ যারা ফ্যাশনের জন্য টাখনোর নিচে পায়জামা এবং লুঙ্গি পরিধান করে যেমন আজকাল মূর্খ চৌধুরীদের পদ্ধতি এবং যারা মানুষকে কিছু দান-খয়রাত করে তা নিয়ে খোটা দেয়। মানুষের মাঝে তার দুর্নাম করে যে, অমুক মানুষ আমার দয়া প্রাপ্ত এবং যারা মিথ্যা শপথ করে ধোঁকা দিয়ে মাল বেঁচা কেনা করে। (মিরআতুল মানাজীহ, ৪/২৪৪)

কল্যাণ থাকে না

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে সিরীন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি অন্যদেরকে বলতেছিলেন: “আমি তোমার কল্যাণ করেছি এটা করেছি ওটা করেছি” তখন তিনি ওই ব্যক্তিকে

www.dawateislami.net

বললেন: "চুপ হও, যখন নেকী হিসাব করা হয়, তখন তার মধ্যে কোন কল্যাণ বাকি থাকে না।

(আল জামেউ লি আহকামিল কুরআন, পারা: ৩, আয়াত: ২৬৪, ২/২৩৫, অংশ: ৩)

অনুগ্রহের বিনিময়ে দোয়াও চাইতেন না

যে কোন ব্যক্তির উপর দয়া করে এবং সেটার বিনিময়ে এই আশা করে যে, অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তি তার দয়ার কারণে তার সামনে জী! হ্যাঁ! করতে থাকবে, আমার দিকে এসো এবং তোষামোদ কর, আমার কাছে মূল্যহীন গোলাম হয়ে থাকবে, তবে এই ধরণের ধারণা পোষণকারীরা ভুলের মধ্যে রয়েছে। আমাদের বুযুর্গগণ যখন কোন লোকের উপর দয়া করতেন তখন সেটার বিনিময়ে দোয়াও চাইতেন না, যেন তার দোয়া তাদের অনুগ্রহের বিনিময় হয়ে না যায় আর যদি কেউ দোয়াও করে দেয় তখন তারাও তাকে দোয়া করে দিতেন। অতএব, ইমাম গাজ্জালী رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেছেন: উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا যখন ফকিরদেরকে কোন কিছু দিতেন তখন তা গ্রহণকারীকে বলতেন যে, এটার জন্য দোয়ার কলেমা সমূহ স্মরণ রাখবেন অতঃপর তারা যেভাবে দোয়া করতেন তাদেরকে সেভাবে দোয়া করতেন এবং বলতেন: দোয়ার বিনিময় এই জন্য দিতেছি যে, যাতে আমাদের সদকা সংরক্ষিত থাকে। মূল কথা হল নেককারগণ দোয়া করারও সুযোগ রাখতেন না কেননা সেটা বিনিময়ের মত এবং তারা দোয়ার বিনিময়ে দোয়া করে দিতেন। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং তাঁর ছেলে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এই রকম করতেন। (ইহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন ১/২৯২)

www.dawateislami.net

জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে দয়া করেছেন

একজন বুযুর্গ তাকে দেয়া একটি হাদিয়া তার দাতাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, মানুষেরা তাকে খারাপ মনে করল, তখন তিনি স্পষ্ট করে দিলেন যে, আমি তো তার উপর দয়া করেছি যে, যদি আমি তার উপহার কবুল করতাম তখন সে আমার উপর খোটা দিত তখন মালও ধ্বংস হত এবং সাওয়াবও ধ্বংস হত। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, পৃষ্ঠা ৮৪৩)

কোন জিনিস হাতে দিতেন না

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাহল সু'লুকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দানশীল লোকদের একজন তিনি কোন জিনিস কোন ব্যক্তির হাতে দিতেন না বরং তা যমিনে রেখে দিতেন এবং গ্রহণকারী তা যমিন থেকে গ্রহন নিয়ে নিতেন। এটার কারণ তিনি এটা বলতেন যে, দুনিয়ার এতটুকু মর্যাদা নেই যে, এটির কারণে একটি হাত অন্য হাতের উপর দৃষ্টিগোচর হয়। (আল মুস্তাতরাফ, ১/২৭৫)

থলে পাওয়া যেত কিন্তু দানকারীকে পাওয়া যেত না

হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওই সমস্ত মানুষদের পাশে যারা সিজদার মধ্যে থাকত দিনার এবং দিরহামের থলে নিয়ে যেতেন এবং তাদের কাছে এগুলো এমনভাবে রেখে আসতেন যে, তারা থলে পেত কিন্তু তাকে চিনতে পারত না। কেউ আরয করল: তিনি নিজে না গিয়ে অন্যদের দিয়ে কেন থলে পাঠান না? তিনি বললেন, আমি চাইনা যে, যখন তারা আমার

বাহককে দেখে অথবা আমার সাথে দেখা করে তখন অনুগ্রহ প্রকাশ হওয়ার কারণে আমি লজ্জাবোধ করি। (মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছেদীন, ৩৯ পৃষ্ঠা)

বানা দে মুঝকো ইলাহী খুলুছ কা পায়কর
ক্বরীব আয়ে না মেরে কভী রিয়া ইয়া রব!

(ওসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) তৃতীয় জনের উপস্থিতিতে কানে কানে কথা বলা

যখন তৃতীয় জন উপস্থিত থাকে তখন একে অপরের সাথে কানে কানে কথা বলা উচিত নয়, এতে ওই লোকের কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ অর্থাৎ দুইজন লোক তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে কানে কানে কথা বলবেন না কেননা এরদ্বারা মুমিনের কষ্ট হয় এবং আল্লাহ পাক মুমিনের কষ্টকে পছন্দ করেন না। (তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, ৪/৩৭৭, হাদিস: ২৮৩৪)

আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে: যখন তোমরা একসাথে তিনজন থাক তখন তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে কানে কানে কথা বলবে না, যতক্ষণ না বৈঠকের মধ্যে আরও অনেক লোক চলে আসে। এটি এই জন্য যে, এতে তৃতীয় ব্যক্তি কষ্ট পায়।

(বুখারী, কিতাবুর ইস্তিকাল, ৪/১৮৫ হাদিস: ৬২৯০)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: অর্থাৎ যদি তিনজন সঙ্গীর মধ্যে দুইজন গোপনে কানে কানে কথা বলে তখন তৃতীয়জনের

ধারণা হয় যে, তারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলতেছে অথবা আমার বিরুদ্ধে পরামর্শ করতেছে। যখন তিন জনের চেয়ে মানুষ অধিক হয় তখন বাকিদের এই ধারণা থাকে না যে তারা আমার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতেছে। মনে রাখবেন, এই নিষেধ তখন কার্যকর হবে যেখানে তৃতীয়জনের নিজের সম্পর্কে এই সন্দেহ হবে। যদি সন্দেহ না হয় তাহলে কোন অসুবিধা ছাড়া বৈধ। তাই এই হাদিস ওই হাদিসের বিপরীত নয় যে, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর ঘরে তাশরীফ আনতেন এবং ফাতেমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا ও উপস্থিত হতেন তখন প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ধন্যবাদ দিতেন এবং তার সাথে কিছু কানে কানে কথা বলতেন। **(মিরআতুল মানাজিহ ২৬/৫৫৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তৃতীয় জনেরও উচিত যে, দুই জনের কানে কানে কথা বলার অবস্থাকে ভাল ধারণা করে উত্তম ইবাদতের সাওয়াব অর্জন করা যে, তারা দুইজন তাদের ব্যক্তিগত কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতেছেন,

মুঝে গীবত ওয়া ছুগলী ও বদ গুমানী
কী আফত ছে তো বাচা ইয়া ইলাহী!

(ওসায়েলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) দাওয়াতকারীকে কষ্ট দেয়া

একে অন্যের ঘরে আসা-যাওয়া করা আমাদের সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে মুসলমান ভাইয়ের সাথে

সাক্ষাতের নিয়্যত করলে সাওয়াবের হকদারও হবে। কিন্তু কারো ঘরে যাবার আগে তাদেরকে খবর দিয়ে দিলে তখন অনেক ভাল হয়, কেননা হঠাৎ করে চলে গেলে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সে নিজেও অন্য কোন জায়গায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে অথবা অন্য কোন মেহমান আগে থেকে ঘরে উপস্থিত রয়েছে। অথবা অনেক সময় এমনও হয় যে, ঘরের সকল সদস্য চিন্তিত অথবা ঘর পরিষ্কারের কাজ করতেছে অথবা মেহমানের জন্য মেহমানদারী করার মত উপযুক্ত জিনিসপত্র ঘরের মধ্যে নেই।

কারো ঘরে গিয়ে আমরা কয়েক ধরনের কাজ করে থাকি তন্মধ্যে কিছু করা যায় আর কিছু করার মত নয় "করার মত কাজ" এর মধ্যে সালাম করা, অসুস্থ হলে সেবা করা, সুস্থ হলে উৎসাহ দান করা, চিন্তিত হলে চিন্তা দূর করা আর না করার কাজের মধ্যে রয়েছে, তার বাসস্থান, ঘরের আসবাবপত্র পোশাক ইত্যাদির দোষ বের করা, দাওয়াত দিলে খাবারের মধ্যে দোষ বের করা, বিভিন্ন ধরনের জিনিস ক্রয় করার জন্য আদেশ দিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলে দেয়া। এই ধরনের বাক্য বলে দাওয়াতকারীদের কষ্ট দিবেন না। ☆ আপনার ঘরের ফ্যান খুব আস্তে আস্তে চলে, এখানে তো বাতাস আসতেছে না ☆ আশ্চর্যের বিষয় আপনার এখানে ফ্রিজ নেই। ☆ দেয়ালের প্লাষ্টার উঠে যাচ্ছে, ☆ রং না হওয়ার কারণে আপনার ঘর ভূতুরে ঘরের মতো দেখাচ্ছে। ☆ রুম অনেক ছোট ☆ সোফা অনেক পুরাতন ☆ টিভির সাইজ অনেক ছোট কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না মাদানী চ্যানেল দেখার মজা হলো বড় পর্দায়। সেটা কেন নাও নি ☆ টয়লেট কখনো পরিষ্কার

করিয়েছেন? আমি ভিতরে গেলাম তো গন্ধে আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে ✯ আপনার ঘরে বাচ্চাদের অনেক আওয়াজ ✯ আপনি বড়ই কৃপণ লোক ঘরের মধ্যে লাইট লাগানো সত্ত্বেও আলোকিত হয়নি, এছাড়াও বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করার আদেশ দেয়ার কারণে দাওয়াতকারী কষ্ট পায় উদাহরণ স্বরুপ, ✯ খাবারের মধ্যে এত চর্বি! সাথে কিছু মিষ্টি বানাই রাখতেন, ✯ সাদা পানিই নিয়ে এসেছেন আমি তো লাচ্ছি খাই যান এক গ্লাস বানিয়ে নিয়ে আসেন। খাবার খাওয়ার সময় সালাদ খাওয়ার রুচি বাড়ায় যান সালাদ নিয়ে আসেন।

পছন্দ না হলে রেখে দিতেন

খাবারের কোন প্রকারের দোষ বের করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ এটা বলবেন না যে মজা হয়নি, কাঁচা রয়ে গেছে, স্বাদহীন রয়ে গেছে, কেননা খাবারের মধ্যে দোষ বের করা মাকরুহ এবং সুন্নাতের পরিপন্থী, মনে চাইলে খাবেন অন্যথায় হাত উঠিয়ে নিবেন। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কখনো খাবারকে মন্দ বলেননি। যদি তাঁর পছন্দ হতো খেয়ে নিতেন আর যদি পছন্দ না হত তখন রেখে দিতেন।

(বুখারী, কিতাবুল আত ঈমা, ৩/৫৩১ হাদিস: ৫৪০৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: খাবার রান্নার ব্যাপারে কোন দোষ না ধরা যে, লবণ কম হয়েছে বা বেশি হয়েছে যেমন অনেক মানুষের সাধারণ নিয়ম যে, দোষ বের করা ছাড়া খাবার খায় না। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/১৪)

আল্লাহ পাকের নিয়ামত সমূহের দোষ ধরা যাবে না

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান আলী বিন খালফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপরোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা বলেন, এই আমলটি সুন্দর আদবের অন্তর্ভুক্ত কেননা বান্দা যখন তাঁর অপছন্দনীয় খাবারের মধ্যে দোষ লাগায় তখন সে সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ পাকের রিযিকের মধ্যে লাথি মারে, অনেক সময় মানুষ যেই খাবারকে অপছন্দ করে সেটা অন্যরা পছন্দ করে। আল্লাহ পাকের নিয়ামতের মধ্যে দোষ লাগানো যাবে না। সেগুলোর শোকরিয়া আদায় করা আবশ্যক।

(শরহে ইবনে বাত্তাল, কিতাবুল আত.ইমা ৯/৪৭৮)

নিজের ঘরেও খাবারের দোষ বের করবেন না

ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: খাবারের মধ্যে দোষ বের করা নিজের ঘরেও উচিত নয়, এটা মাকরুহ এবং সুন্নাতের বিপরীত। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত অভ্যাস ছিল যে, পছন্দ হলে খেতেন অন্যথায় রেখে দিতেন এবং অন্যের ঘরে দোষ বের করা মানে তো মুসলমানদের অন্তরে কষ্ট দেয়া এবং পরিপূর্ণ লোভ এবং অমানবিকতার প্রমাণ। ঘি কম হয়েছে অথবা মজা কম হয়েছে, এটি হল দোষ বের করা এবং যদি কোন জিনিস তার জন্য ক্ষতিকারক হয় তখন তা না খাওয়ার অপারগতা প্রকাশ করাটা যেন দোষ প্রকাশের ভিত্তিতে না হয় উদাহরণস্বরূপ “এটার মধ্যে মরিচ বেশি হয়েছে আমি এত বেশি মরিচ খেতে অভ্যস্ত নই। তখন এটা দোষ বের করার মধ্যে পড়ে না এবং এতটুকুও (এই সময় যখন) কষ্ট পাওয়ার জায়গা না হয় এবং এটার

www.dawateislami.net

কারণে যেন দাওয়াত দানকারীর কষ্ট না হয়। উদাহরণস্বরূপ দুই প্রকারের তরকারি রয়েছে, এক প্রকারের মধ্যে বেশি মরিচ রয়েছে, তখন সে এটা খেতে অভ্যস্ত না হলে খাবে না আর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে দিবে, আর যদি এক প্রকারের তরকারি থাকে আর সে যদি এটা না খায় তাহলে দাওয়াতকারীকে অন্য খাবার খুঁজতে হবে। এতে সে লজ্জিত হবে এবং গরীব হলে তখন কষ্ট হবে তখন এই অবস্থায় মানবতা হল সে ধৈর্যধারণ করবে এবং খেয়ে নিবে এবং তার কষ্ট প্রকাশ করবে না। وَاللهُ اَعْلَمُ (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬৫২)

আমার বদনা বন্ধক রাখতে হত না

হযরত সায়্যিদুনা শফীক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন যে, আমি আমার একজন বন্ধুর সাথে হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলাম তিনি রুটি এবং লবণ দ্বারা আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং বললেন: যদি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে কষ্ট করতে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি তোমাদের জন্য আরো কষ্ট করতাম। আমার বন্ধু বলল: পুদিনা হলে আরো অনেক ভাল হত অতএব, তিনি বাহিরে গেলেন আর তার বদনা বন্ধক রেখে পুদিনা নিয়ে আসলেন। যখন আমরা খাচ্ছিলাম তখন আমার বন্ধু বলেছিলেন: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡ قَنَّعَنَا بِمَا رَزَقَنَا অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য যিনি আমাদেরকে দানকৃত রিযিক দ্বারা সন্তুষ্টি দান করেছেন, হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন, যদি তোমরা উপস্থিত খাবার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে যেতে তাহলে আমার বদনা বন্ধক দিতে হত না। (আল মুস্তাদরাক, কিতাবুল আত ইমা, ৫/১৬৯, হাদিস: ৭২২৮)

কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না

তোমার ইনকাম হারাম নাকি হালাল? এই খাবার অথবা পানীয় কোথায় থেকে এনেছেন? এই ধরনের প্রশ্ন না করা উচিত। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বাণী: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের নিকট যায়, তখন তার খাবার গ্রহন করবে এবং কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে না এবং তার পানি পান করবে এবং কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। (শুয়াবুল ঈমান ৫/৬৭, হাদিস: ৫৮০১)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যা লিখেছেন, ইচ্ছা করে তার কাছ থেকে এটা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, এই খাবার অথবা দুধ, পানি কোথায় থেকে এনেছেন? তোমার ইনকাম কেমন? হারাম না হালাল? কেননা এসবের মাধ্যমে অকারণে মুসলমান ভাইয়ের ব্যাপারে প্রতি খারাপ ধারণা করা হয়ে থাকে এবং এতে ঘরের সদস্যরা কষ্ট পেয়ে থাকে। মনে রাখবেন! ইনকাম সংমিশ্রণ হলে তা খাওয়া বৈধ।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৫/৮০)

কারো খাবার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন না

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পবিত্র শরীয়তে সংশোধনী অর্জন করার চেয়ে ক্ষতিকারক বিষয় দূর করা অগ্রগণ্য। উদাহরণ স্বরূপ মুসলমান ভাই তাকে দাওয়াত দিল আর সে অনুসন্ধান করতেছে এটা কোথায় থেকে এনেছেন? কিভাবে বানালেন? হালাল না হারাম? কোন নাপাক বস্তু তো এটির সাথে মিশে নাই? নিশ্চয় এসমস্ত কথাসমূহ ভীতিকারক এবং মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে এসবকিছু

www.dawateislami.net

অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাকে কষ্ট দেয়া, বিশেষত ওই দাওয়াতকারী ব্যক্তি যদি শরয়ীভাবে সম্মানিত এবং মর্যাদাবান হয় যেমন আলেমে দ্বীন অথবা সত্যিকার পীর অথবা মা-বাবা অথবা উস্তাদ অথবা সম্মানিত মুসলমান গোত্রের নেতা, তখন তো সে এসব অনুসন্ধান করে অশুভ আচরণ করল, একটা হল খারাপ ধারণা, দ্বিতীয়ত ভীতিকারক কথাবার্তা বলা তৃতীয়ত সম্মানিত মানুষকে আদব করল না এবং তিনি ইচ্ছা করে তাকে মুত্তাকী) মনে করেনি যে, গোপনে অনুসন্ধান করবো। কখনো নয়! যদি তার নিকট সংবাদ পৌঁছে বা না পৌঁছানোটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আজকাল অনেক মানুষ কথা ছড়িয়ে থাকে তখন ওই সময় একাকী অবস্থায় জিজ্ঞাসা করার চেয়ে বেশি কষ্ট রয়েছে। যেমন অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায়, না এই ধরনের খেয়াল করবে যে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে এ ধরনের আচরণ করবো। আফসোস! বন্ধুদেরকে কষ্ট দেয়া কখন জায়িয? এবং এই ধারণা করা যে, সম্ভবত সে কষ্ট পাবে না। আমরা বলি সম্ভবত কষ্ট পাবে। যদি এ ধরনের সম্ভাবনার আমল করে থাকে তাহলে তার সম্পদ এবং খাবারের বৈধতা এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে "সম্ভাবনার" উপর কেন আমল করেতেছেন। তা সত্ত্বেও? যদি কষ্টও না পায় এবং তিনি স্পষ্টভাবে সরাসরি বলেছিল তখন একজন মুসলমানের দোষ খুলে গেল যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়িয। উদ্দেশ্য হল এসব অবস্থায় পরহেজগারি এবং সতর্কতা অবলম্বনের দুইটি দিক রয়েছে হয়তো এইভাবে বেঁচে যাবে যে, তার অতিথির আলোচনা এবং কথা বলা সম্পর্কে অবগত না হয় অথবা প্রশ্ন এবং অনুসন্ধান করবে তখন সেসব বিষয়ে যেগুলোর কারণে সে কষ্ট না পায়, উদাহরণ স্বরূপ কেউ জুতা পরিধান করতেছে। অযু করে তাতে

পা রাখতে চায় তখন জিজ্ঞাসা করা যে, পা ভিজা এইভাবে পরিধান করে নাও আর এটার উপর ভিত্তি করে অথবা কোন ফাসিক, চক্ষু লজ্জাহীন অভিশপ্ত আলামত প্রকাশিত এই স্তরের খারাপ এবং নির্লজ্জতায় পৌঁছে গেল যে, তাকে কিছু না বলার কারণে অসুবিধা হবে জিজ্ঞাসা না করার কারণে হতাশা আসবে অন্যথায় তার থেকে কোন ফিতনা সৃষ্টি হবে। প্রকাশ না করার ক্ষেত্রে দোষ খুলে যায় তখন বিশ্লেষণের সময় তা নিরীক্ষণ করাতে কোন অসুবিধা নেই, আর অন্যথায় কখনো সতর্কতা এবং পরহেজগারীর নামে মুসলমানদেরকে ঘৃণা করা, কষ্ট দেয়া অথবা তাদেরকে লাঞ্চিত করা, অপমান করা, অথবা দোষ তালাশ করা গুণাহের কারণ যেন হয় না কেননা এসব বিষয় নাজায়িয। সন্দেহজনক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করাতে কোন অসুবিধা নেই, আশ্চর্যের বিষয় হলো বৈধ বিষয় থেকে বাঁচার জন্য কিছু অবৈধ কথা বার্তা বলে থাকে এটিও শয়তানের পক্ষ থেকে একটি ধোঁকা যে, তাকে সতর্ক করার মধ্যে দিয়ে অসতর্ক করে দিয়েছে, হে প্রিয় ভাইয়েরা: মানুষের সাথে হাশিমুখে কথা বলা, ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪/৫২৬)

হালালকে হালাল জানা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাজালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অনেক বড় মুত্তাকী এবং বুযুর্গ ছিলেন। একবার তিনি এবং তার সাথীগণ কয়েকদিন যাবত ক্ষুধার্ত ছিলেন। ইস্কান্দারিয়া এলাকার একজন ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি তাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেই খাবার তাঁর সাথীদেরকে খেতে নিষেধ করেছিলেন এবং ওই হযরতগণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত

অতিবাহিত করলেন। যখন সকাল হল তখন তিনি তাদেরকে বললেন সেই খাবারগুলো খেয়ে নাও। আজ রাতে আমাকে বলা হয়েছে হালালকে হালাল মনে করো, যতক্ষণ তোমাদের অন্তরে কোন ধারণা না আসে এবং তোমরা কোন পুরুষ বা মহিলাকে সেই ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। (ফয়জুল কদীর, ১/৩৭৩)

এটা হারাম

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা এক ব্যক্তি আমার সামনে খাবার রাখল এবং তা খাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করেছিল। আমি ঐ খাবারের মধ্যে অন্ধকার দেখতে পেলাম তখন বললাম, “এটা হারাম খাবার”, খাইনি। অতঃপর আমি হযরত সায়্যিদুনা মুরসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম তখন তিনি ইরশাদ করলেন, মুরিদদের অজ্ঞতার মধ্যে একটি হল এই যে, তাদের সামনে খাবার রাখা হয় আর তারা সেই খাবারে অন্ধকার দেখতে পায়। আর দেখে বলে “এটা হারাম”। হে মিসকিন! তোমাদের তাকওয়া তোমাদের মুসলমান ভাই সম্পর্কে খারাপ ধারণা করার সমান নয়, তোমরা কেন এটা বলনি যে, আল্লাহ পাক চান না যে, আমি এ খাবার খাই। (ফয়যুল ক্বদির, ১/৩৭৩)

মৃত উট

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু তালেব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার এক সাথীকে নফসের লোভের মধ্যে পতিত হওয়া সম্পর্কে এই ঘটনাটি শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, একজন বুযুর্গ আমাদের কাছে

এসেছেন আমি আমাদের এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটি বুনা করা উট ক্রয় করেছি এবং তার সঙ্গীসহ তাকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। যখন তারা খাবার খাওয়ার জন্য তাদের হাত বাড়ালো এবং এক গ্রাস মুখে দিল তখন তাড়াতাড়ি বাহিরে ফেলে দিল এবং তার পরে বলতে লাগল যে, তুমি সব খাও! আমার এমন কষ্ট লেগেছে যে, আমি খাবার বন্ধ করে দিলাম। আমি আরয করলাম: যদি আপনি না খান তাহলে আমিও খাব না। তখন তিনি বললেন, তুমি যেটা ভাল মনে কর সেটা কর অথবা আমি কখনো খাব না।

এরপর সে ওই জায়গা থেকে চলে গেল আর আমি সে খাওয়া ব্যতীত খাওয়াটা অপছন্দ করলাম। অতঃপর আমরা একে অপরকে বলতে লাগলাম যে, আমাদের উট বুনাকারী লোককে উটের হাকীকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা দরকার। সম্ভবত অপছন্দের কোন বিষয় রয়েছে। অতএব, আমি ঐ উট বুনাকারী লোককে ডাকলাম এবং তার থেকে বার বার জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন এবং বললেন: এই উটটি মৃত্যু ছিল এবং আমার নফস ওই মৃত্যু উটটি বিক্রয় করে টাকা আয় করার লোভের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। অতঃপর আমি সেটা বুনে ফেললাম এবং ঘটনাক্রমে তোমরা সেটা ক্রয় করে নিয়েছ। এটা শুনে আমি সেই উটটিকে টুকরা টুকরা করে কুকুরকে দিয়ে দিয়েছিলাম। অনেকদিন পর যখন আমার সাথে সেই বুযুর্গর সাক্ষাত হল তখন আমি আরয করলাম: কোন কারণে আপনি উটের গোশত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং কি কারণ সংযুক্ত ছিল? তখন তিনি বললেন: ২০ বৎসর পর্যন্ত আমার নফস কোন

www.dawateislami.net

খাবারের প্রতি লোভ করেনি, কিন্তু যখন তোমরা খাবার পেশ করেছ তখন আমার নফস সেই খাবার খাওয়ার জন্য এমন লোভে পতিত হয়েছিল যে, এর পূর্বে কখনো এ ধরণের লোভ করেনি। অতএব, আমি জানতে পারলাম যে, সেই খাবারের মধ্যে ভেজাল রয়েছে তাই আমি নফসের লোভের কারণে খানা ছেড়ে দিয়েছিলাম। (কুতুল কুলুব, ১/১৫৩)

খানে কি হিরস ছে তু ইয়া রব! নাজাত দে দেয়
আচ্ছা বানা দে মুঝ কো আচ্ছী সিফাত দে দেয়

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) মিলে মিশে খাবারের সময় কষ্ট দিবেন না

অনেক সময় আমাদের কোন জিনিস উদাহরণ স্বরূপ খেজুর, আম, মিষ্টি জাতীয় জিনিস অন্যদের সাথে মিলে মিশে খাওয়ার সুযোগ হয়। এই অবস্থায় কিছু ইসলামী ভাই লোভ-লালসার কারণে বড় বড় গ্রাস নিয়ে খায় আর অন্যজনের অংশও খেয়ে ফেলে, এটি বড় অপছন্দনীয় কাজ, অন্যদেরকে কষ্ট দানকারী বিষয়, হযরত সায়্যিদুনা জাবালাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বর্ণনা: যখন আমরা অভাবের মধ্যে ছিলাম তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ আমাদেরকে খেজুর দিতেন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যখন আমাদের পাশ দিয়ে যেতেন তখন বলতেন: রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এভাবে মিশেয়ে খেজুর খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তবে হ্যাঁ! কোন ব্যক্তি তার ভাই থেকে অনুমতি নিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

(বুখারী কিতাবুল মাজালিম, ২/১২৯, হাদিস: ২৪৫৫)

www.dawateislami.net

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী মুফতি শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের পাদটীকায় লিখেছেন: যখন কিছু মানুষ একসাথে বসে খাবার খাচ্ছে তখন এটা বড় দোষের এবং অপছন্দনীয় কাজ যে, যদি কোন বিশেষ জিনিস সবার খাবারের জন্য আসে তখন কোন ব্যক্তি বেশি পরিমাণ খেয়ে ফেলে, এটার একটি অবস্থা হল উদাহরণ স্বরূপ খেজুর সবাই একটি একটি করে খাচ্ছে আর কোন ব্যক্তি দুটি বা তার চেয়ে বেশি খাচ্ছে এটা খাবার গ্রহনকারীর লোভ, সংকীর্ণমনা নিচু মনের পরিচয়ের সাথে সাথে অন্য শরীকদের কষ্ট দেয়া। এই জন্য হাদিস শরীফে এই ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে এবং এখানে এই হাদিসের বিশেষ কারণ এটা ছিল যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এই খেজুর সব অংশীদারদের জন্য দিয়েছিল শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য এবং মালিকানা হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাঈর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর ছিল। অন্যজনের মালিকানায় তার মতের বিপরীত আচরণ করা বড় দোষের বিষয়। তিনি এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল যে, এগুলো সমস্ত লোকেরা প্রয়োজন অনুযায়ী এবং অংশ অনুযায়ী খাবে এই জন্য নয় যে, এক ব্যক্তি ডাবল খেয়ে নিবে। তবে হ্যাঁ! যদি খাবার নিজেদের মালিকানায় হয় তখন মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী খেতে পারবে।

(নুজহাতুল ক্বারী, ৩/৬৭৩)

অসাধারণ দস্তরখানা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল হাসান আন্তাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট অনেক মেহমান আসল। রাতে যখন খাবারের সময় আসল তখন রুটি কম ছিল। অতএব, রুটিগুলোকে টুকরা টুকরা করে দস্তরখানার

মধ্যে ছিটিয়ে দেয়া হল এবং সেখান থেকে বাতি উঠিয়ে নেয়া হল। সকল মেহমান অন্ধকারের মধ্যে দস্তরখানায় বসে গেল। যখন কিছুক্ষণ পরে সবগুলো খাওয়া হয়েছে মনে করে বাতি আনা হল তখন সমস্ত টুকরা আগের মত রয়ে গেল। নিজের উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য একটি লোকমাও কেউ খাননি কেননা প্রত্যেকের এই মাদানী চিন্তা ছিল যে, আমি খাব না যাতে অন্য ইসলামী ভাই পেট ভরে খেতে পারে। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তীকিন, ৯/৭৮৩) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে দেয়ার ফযিলত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা "মদীনে কী মাছলী" তে এই ঘটনাটি সংকলন করার পর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আল্লাহ! আল্লাহ! আমাদের পূর্ববর্তীদের অগ্রাধিকার দেয়ার স্পৃহা কি পরিমাণ আশ্চর্যজনক ছিল আর আফসোস! আমাদের লোভ এবং লালসার আগ্রহ যখন কোন দাওয়াতে যাই এবং খাবার শুরু করা হয় তখন "খাও খাও" করে খাবারের মধ্যে এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়ি যে, "খাওয়া এবং ছাবানো" বাদ দিয়ে শুধু গিলা আর পেটের মধ্যে ভাজ করা শুরু করে দিই। এমন না হয় যে, কোন ইসলামী ভাই খাওয়ার দিক দিয়ে সফল না হয় এবং আমি থেকে যাই। আমাদের লোভের অবস্থা এমন হয়ে থাকে যে, আমাদের এমনভাবে কাজ শুরু করতে হবে সম্ভব হলে অন্যদের মুখ থেকে এক লুকমা খাবারও তুলে নিয়ে গিলে ফেলব। যদি এমন হত! আমরাও অন্যের জন্য "ত্যাগ করা" শিখতাম। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন,

www.dawateislami.net

"যেই ব্যক্তি কোন জিনিসের কামনা করে অতঃপর ঐ কামনাকে বাদ দিয়ে তার নিজের উপর প্রাধান্য দিয়ে অন্যকে দিয়ে দিল তো আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন।" (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ৯/৭৭৯)

হামে ভুকা রেহনে কা আউরো কী খাতির
আতা করদে জজবা আতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) রোগীকে কষ্ট দিবেন না

রোগীর সেবা করা সাওয়াবের কাজ, কিন্তু অনেক সময় সেবাদানকারী রোগীর জন্য শান্তির জায়গায় আঘাতের কারণ হয়ে দাড়ায়। বিনা প্রয়োজনে রোগের বিস্তারিত বিবরণ জিজ্ঞাসা করা, চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে ধারণা না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেয়া এবং অন্যান্য অতিরিক্ত প্রশ্ন করা রোগীর জন্য কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, সব সময় সেবা করার সময় রোগীর অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন যদি এটা অনুভব হয় যে, আমাদের উপস্থিতি রোগীর জন্য কষ্টের কারণ হচ্ছে তখন তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَام অর্থাৎ সবচেয়ে উত্তম সেবা হল তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়া।

(শুয়াবুল ঈমান বাবুন ফি ইয়াদাতিল মারিজ ফাছলুন ফি আদাবিল ইয়াদাতি, ৬/৫৪২, হাদিস: ৯২২১)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: এসবকিছু ওই অবস্থায় যখন রোগীর পাশে বসার কারণে কষ্ট হয়। (মিরআতুল মানাজীহ, ২/৪৩৩) হযরত

www.dawateislami.net

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন, যখন এটা বুঝা যাবে যে, রোগী ঐ ব্যক্তির বসাটাকে অধিক প্রাধান্য দিচ্ছে উদাহরণ স্বরূপ তিনি তার বন্ধু অথবা কোন সম্মানিত ব্যক্তি অথবা তিনি তাতে তার সংশোধন মনে করে অনুরুপভাবে অন্য কোন উপকার রয়েছে তখন ওই অবস্থার রোগীর পাশে দীর্ঘ সময় বসাতে কোন অসুবিধা নেই।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, কিতাবুল জানায়েজ, ৪/৬০, হাদিস: ১৫৯১)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه চারটি শিক্ষনীয় সংক্ষিপ্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যেমন

(১) তাকে রোগীর সেবা করা শিখতে হবে

বর্ণিত আছে যে, কতিপয় লোক মরণ ব্যাধির সময় হযরত সায়্যিদুনা সারী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সেবার জন্য গিয়েছিল। এবং অনেকক্ষণ সেখানে বসে ছিল, তিনি পেটের রোগী ছিলেন, মানুষেরা তাকে বলল: আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন যাতে আমরা ফিরে যেতে পারি। হযরত সায়্যিদুনা সারী সাকতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন, হে আল্লাহ পাক! তাদেরকে রোগীর সেবা করার শিক্ষা দান করুন।

(২) দরজা বন্ধ করে দাও

এক ব্যক্তি রোগীর সেবা করার জন্য গিয়েছিল এবং অনেকক্ষণ বসে ছিল তখন রোগী বলল: লোকের ভীড়ের কারণে আমার কষ্ট হচ্ছে তখন ওই ব্যক্তি বলল, আমি উঠে দরজা বন্ধ করে দিব? রোগী বলল হ্যাঁ, কিন্তু বাহির থেকে।

www.dawateislami.net

(৩) তোমার কষ্ট হচ্ছে?

এক ব্যক্তি কোন এক রোগীর পাশে অনেকক্ষণ বসে ছিল অতঃপর বলল আপনার কি কষ্ট হচ্ছে? রোগী বলল: তোমার বসার কারণে।

(৪) রোগীর পাশে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকো না

কিছুলোক একজন রোগীকে দেখার জন্য গিয়েছিল এবং দীর্ঘক্ষণ বসে ছিল আর বলতে লাগল: আমাদেরকে অসিয়ত করুন, রোগী বলল, আমি তোমাদেরকে ওই বিষয়ে অসিয়ত করতেছি যে, যখন তোমরা কোন রোগীকে দেখতে যাও তখন তার পাশে বেশিক্ষণ বসে থেকো না। (মিরকাতুল মাফাতীহ কিতাবুল জানায়িয, ৪/৬০ হাদিস: ১৫৯১)

রোগীর সেবা করার সাতটি মাদানী ফুল

☆ রোগীর সেবা করা সুন্নাত, ☆ যদি জানা থাকে যে, রোগীর সেবা করাটা রোগী অপছন্দ করবে এই অবস্থায় সেবা করবে না ☆ রোগীর সেবা করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, রোগীর অসুস্থতা বেশি তখন তা রোগীর সামনে প্রকাশ করবে না এবং না মাথা হেলাবে যাতে রোগীর অবস্থা খারাপ হওয়া বুঝা যায় ☆ তার সামনে এমন কথা বলা উচিত যা দ্বারা তার অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করে ☆ তার মন খুশি হয় ☆ তার মাথার উপর হাত রাখবেন না যদি সে নিজের থেকে ইচ্ছা করে তখন রাখতে পারবে ☆ ফাসিকের সেবা করাও জায়িয কেননা রোগীর সেবা করা ইসলামে হোক বা ফাসিক ও মুসলমান।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫০৫)

www.dawateislami.net

তো সারে মরীজো কো আল্লাহ শিফা দে দেয়
আচ্ছা হে ফাকত ওহ জু বিমারে মদীনা হে

নির্বোধ লোকদের সেবা করা

হযরত সায়্যিদুনা শা'বী رَحْمَةُاللهِ عَلَيْهِ বলেন: বেওকুফ লোক কর্তৃক রোগীদের সেবা করা তার ঘরের সদস্যদের কাছে রোগের চেয়েও বেশি কষ্টকর হবে কেননা সে অসময়ে আসে এবং দীর্ঘক্ষণ বসে থাকে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, আমের বিন মারাহীল আশশা'ভী, ৪/৩৪৮, পৃষ্ঠা ৫৮১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭) অনুমতি ছাড়া কারো লেখা দেখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুমতি ছাড়া কারও এসএমএস পড়ে নেয়া, ওয়াটস এ্যাপের ভয়েস শুনে নেয়া অথবা দেখে নেয়া অথবা কোন লেখা অথবা ইমেইল অথবা অন্যের ডায়েরী পড়ে নেয়া অনেকের নিকট তা কোন ব্যাপার না, "আমার কাছ থেকে আড়াল করতেছ কেন?" আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই", "আমরা তো ঘনিষ্ট বন্ধু" এই ধরনের বাক্য বলে অন্তরকে শান্তনা দেয়। এটা তাদের ভুল ধারণাও হতে পারে। কেননা হতে পারে কেউ তাদের এই আচরণকে পছন্দ করেনি। যদিও মুখে কিছু বলেনি কিন্তু অন্তরের মধ্যে অনেক সময় হতাশা আসে। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার লিখা দেখল, সে যেন জাহান্নামে দেখল।

(আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাবুদ দোয়া, ২/১১১ হাদিস: ১৪৮৫)।

www.dawateislami.net

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মাওলানা মাহমুদ বিন আহমদ বদরুদ্দীন আইনী হানাফী- رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন: কতিপয় আলিমের মতামত হল এই হাদিসের মধ্যে ঐ লেখা উদ্দেশ্য যার মধ্যে কারো কোন রহস্য অথবা আমানত বিদ্যমান রয়েছে এবং রহস্যের মালিক তা অন্য কেউ জানতে পারাটা অপছন্দ করে না, ইলমে দ্বীন সম্বলিত কিতাব অথবা চিঠি উদ্দেশ্য নয় কেননা তা দেখতে নিষেধ করা এবং গোপন রাখা জায়িয নেই তবে একটি বর্ণনা মতে এই বর্ণনা দ্বারা প্রত্যেক প্রকারের লেখা উদ্দেশ্য কেননা জিনিসের মালিক এটার অধিক হকদার।

(শরহে আবু দাউদ লিল আইনী, ৫/৪০০ হাদিস: ১৪৫৫)

“সে যেন জাহান্নামে দেখল” এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে আছীর জাজরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এটা একটি দৃষ্টান্ত অর্থাৎ যেভাবে মানুষ আগুণ থেকে বেঁচে থাকে অনুরূপভাবে এই কাজ থেকেও বেঁচে থাকা উচিত, একটি বর্ণনা মতে এটার অর্থ হল এই যে, তিনি এমন বস্তু দেখেন যার কারণে তার উপর জাহান্নামের আগুন আবশ্যক হয়ে যায়, এই অর্থটিরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ কাজ সম্পাদন কারীদের চোখে শাস্তি দেয়া হবে, কেননা এরদ্বারা অপরাধ করা হয়েছে, যেভাবে যদি কেউ কারো অপছন্দনীয় হওয়ার পরও তার আলোচনা শুনে তখন শ্রবণকরীর কানে শাস্তি দেয়া হবে।

(আন নেহায়া ফি গরীবিল হাদীস ওয়াল আছার, ৪/১২৮)

আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কারো লিখা অনুমতি ছাড়া দেখা যাবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর লিখেছেন: বকরের মূলত কোন অধিকার নেই

www.dawateislami.net

না সে খালেদের লেখা আটকাবে বা দেখবে আর সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। হাদিসের মুবারকায় মধ্যে বলা হয়েছে, যে বিনা অনুমতিতে কারো লিখা দেখে সে মূলত জাহান্নামের আগুন দেখে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাবুদ দোয়া, ২/১১১, হাদিস: ১৪৮৫। ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৭১৩)

আখো মে সরে হাশর না ভর জায়ে কহী আগ
আখো পে মেরে ভাই-লাগা কুফলে মদীনা

(ওসায়িলে বখশীশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবেন না

কেউ কষ্ট দিলে তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তার কাছ থেকে উঠে যাওয়া, ভবিষ্যতে তার সাথে মিলিত হওয়া থেকে বিরত থাকা। এরদ্বারা সর্ম্পক শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যদি প্রতিবেশীই কষ্ট দেয়ার জন্য উটে পড়ে লেগে যায় তখন মানুষ কোথায় আশ্রয় নিবে। কেননা তার কষ্টের সম্মুখিন হতে হবে অথবা স্থান পরিবর্তন করতে হবে যা অনেক কঠিন। এই জন্য আমাদের উচিত যে, মুসলমান ও বিশেষকরে প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আল্লাহ পাক ও কিয়ামতের দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৪৭)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য কোন কাজ করবে না। আরও বলেন: (বলা হয়ে থাকে:)

www.dawateislami.net

প্রতিবেশী মিলেমিশে ও একমায়ের মতো হওয়া উচিত। আফসোস? মুসলমানেরা এই কথা ভুলে গেছে কুরআন শরীফে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব প্রতিবেশীর অনেক অধিকার রয়েছে, তা আদায় করার সামর্থ আল্লাহ পাকের নিকট থেকে খুঁজে নিন। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৩)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন: প্রতিবেশীর অভাব পূরণ করার জন্য তাকে সাহায্য করবে। তার বিপদ আপদ দূর করবে এবং তাকে বিশেষ অনুদান দিবে, যাতে শাস্তির হকদার না হও, আরো বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ক্বাযী আয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে ইসলামী শরীয়তকে আবশ্যক করে নিতে চায় তার জন্য প্রতিবেশী এবং মেহমানদের সম্মান করা এবং তাদের সাথে সৎ আচরণ করা আবশ্যক।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, কিতাবুল আতঈমা, বাবুয যিয়াফত, ৮/৬৯ হাদিস: ৪২৪৩)

সে ঈমানদার হবে না

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বাণী: আল্লাাহ পাকের শপথ: সে মুমিন নয় আল্লাহ পাকের শপথ সে মুমিন নয়, আল্লাহ পাকের শপথ! সে মুমিন হবে না সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সে কে? তিনি বললেন: যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১০৪, হাদিস: ৬০১৬)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: তিনি তিনবার বলাটা

হল দৃঢ়তা বোঝানোর জন্য “لَا يُؤْمِنُ” সে ঈমানদার হবে না, এরদ্বারা ঈমানের পরিপূর্ণতাকে না বোধক করা হয়েছে, অর্থাৎ সে পরিপূর্ণ মুমিন নয় “সে পরিপূর্ণ মুমিন নয়, সে পরিপূর্ণ মুমিন নয়। হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটার ব্যাখ্যা প্রথমে বলেননি বরং প্রশ্নকারীর প্রশ্ন করার পরে বলেছেন যাতে শ্রোতাদের অন্তরে তা বসে যায়। যে কথা অপেক্ষা করার এবং জিজ্ঞাসা করার পরে বলা হয় তা বেশি দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়, যদিও প্রত্যেক মুসলমানকে নিজ নিজ ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিবেশীকে বাচাঁনো বেশি প্রয়োজন কেননা সব সময় আমাদের তাদের সাথে কাজ করতে হয়। তারা আমাদের উত্তম আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৫৫)

তুমি আমাদের সাথে বসবে না

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি যুদ্ধে তাশরীফ নিয়েছিলেন এবং বললেন: আজ আমাদের সাথে সেসব লোকেরা বসবে না যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছে। এক ব্যক্তি বলল: আমি আমার প্রতিবেশীর দেয়ালের নিচে প্রশ্রাব করেছিলাম। হুযুর নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: আজ তুমি আমাদের সাথে বসবে না।

(আল মু'জামুল আউসাত ৬/৪৮১, হাদিস: ৯৪৭৯)

৪০টি ঘর প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে একজন লোক উপস্থিত হয়ে আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি অমুক গোত্রে বসবাস করতেছি কিন্তু তন্মধ্যে সে আমাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় যে

আমার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক এবং হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ দেরকে পাঠালেন: তারা মসজিদের দরজায় দাড়িয়ে আহবান করতে ছিলেন: নিশ্চয় চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত এবং যার ক্ষতির ব্যাপারে তার প্রতিবেশী ভীত সন্ত্রস্ত হয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(আল মু'জামুল কবীর, ১৯/৭৩ হাদিস: ১৪৩)

প্রতিবেশীর ছাগলকেও কষ্ট দিও না

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ইরশাদ বলেন, একদিন প্রতিবেশীর একটি ছাগল ঘরে ঢুকে গেল। যখন ওই ছাগল একটি রুটি নিল তখন আমি সেটার দিকে গেলাম এবং রুটি তার মুখ থেকে কেড়ে নিলাম, এটা দেখে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: তুমি তাকে কষ্ট দেয়াতে নিরাপত্তা দিবে না কেননা এটিও প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া থেকে কম নয়।

(মাকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২৩৯)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার বিভিন্ন অবস্থা

☆ তার দরজার সামনে ময়লা নিক্ষেপ করা। ☆ তার দরজার পাশে চিৎকার করা ☆ বাচ্চাদের (বিশেষকরে ঘুমানোর সময়) আওয়াজ করা। ☆ সময় অসময়ে হোক ইত্যাদিতে আঘাত করা ☆ দেয়ালের মধ্যে ছিদ্র করার জন্য ডিল মেশিন চালানো ☆ মসলা ইত্যাদি পিসার জন্য রাত্রি বেলায় আওয়াজ দানকারী ব্লেন্ডার মেশিন চালানো ☆ তার ঘরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখা। ☆ একই বিল্ডিংয়ে

www.dawateislami.net

থাকা অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় আওয়াজ করা ✯ বড় আওয়াজে টেপ রেকর্ড এবং ডেক স্যাইট ইত্যাদি বাজানো (উচিত যে নাতও না চালানো ও নিজের সীমানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা) ✯ নিজের ঘরের বিছানা ধোয়ার পর সেটার পানি প্রতিবেশীর ঘরের সামনে ছেড়ে দেয়া। ✯ তাদের বাচ্চাদেরকে বকা দেয়া, প্রহার করা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই সমস্ত কর্মকান্ড থেকে রক্ষা করুক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মাসআলা: জায়গা ক্রয় করে সেটাতে চামড়া শুকানো বা সেই জায়গাটিকে চামড়ার গুদাম বানিয়ে থাকে যার কারণে প্রতিবেশীর কষ্ট হয়। যদিও বা সাময়িকভাবে এই বিবাদ সহ্য করা হয় তবে এইভাবে চলতে থাকলে সেটা থেকে বাধা দিতে হবে। (বাহারে শরীয়ত, ২/৮১৪)

প্রতিবেশীর অধিকার

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বাণী: তোমরা কি জানো প্রতিবেশীর হক কী? যদি তারা তোমার কাছে সাহায্য চায় তখন তাদেরকে সাহায্য করা, কর্ম চাইলে তাদেরকে কাজ দেয়া যদি তারা অভাবে থাকে তখন তাদেরকে কিছু দান করা, অসুস্থ হলে তাদের সেবা করা মৃত্যু বরণ করলে তখন তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা, তাদের কোন খুশির কারণ অর্জিত হলে তখন তাদেরকে মুবারকবাদ দেয়া, বিপদগ্রস্ত হলে তখন শান্তনা দেয়া, অনুমতি ছাড়া তাদের ঘর থেকে উচু ঘর নিমার্ণ করে বাতাস বন্ধ করে না দেয়া, যদি তোমরা ফল ক্রয় কর তখন

www.dawateislami.net

উপহার স্বরূপ তাদেরকেও দেয়া, যদি এরকম না করা তাহলে গোপনীয়ভাবে নাও এবং তোমাদের বাচ্চারা যেন তা নিয়ে বাহিরে না যায় যাতে প্রতিবেশীর বাচ্চারা কষ্ট না পায়, তোমাদের ডেক্সির ধোয়া দ্বারা তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া কিন্তু এভাবে যে তাদেরকেও কিছু কিছু দাও। তোমরা কি জানো প্রতিবেশীর হক কি? ঐ সত্ত্বার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, প্রতিবেশীর হক সেই ব্যক্তিই আদায় করতে পারে যার উপর আল্লাহ পাক দয়া করে। (মিরকাত ৮/৬৯, হাদিস: ৪২৪৩)

প্রতিবেশীর জন্য বেশি করে ঝোল রান্না কর

হাদিস শরীফে প্রতিবেশীর কল্যাণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। অতএব হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: হে আবু যর! যখন ঝোল রান্না করবে তখন সেটাতে বেশি করে পানি দিও এবং নিজের প্রতিবেশীর কথা মনে রেখো। (মুসিলম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ১৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২৬২৫)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: এই হাদিস দ্বারা কয়েকটি মাসআলা জানা গেছে: একটি হল সাধারণ তরকারীও প্রতিবেশীদেরকে দেয়া যাবে কেননা নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে ঝোল বলেছেন: মাংসের হোক বা অন্য কোন জিনিসের দ্বিতীয়ত প্রত্যেক প্রতিবেশীকে উপহার দেয়া উচিত নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী যদিওবা নিকটবর্তীর হক বেশি তৃতীয়ত সর্বদা স্বাদের উপর আন্তরিকতা ও ভালবাসাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা যখন ঝোলের মধ্যে শুধুমাত্র পানি বাড়ানো হবে তখন

www.dawateislami.net

স্বাদ কমে যাবে কিন্তু এর কারণে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক বেড়ে যাবে এজন্য “এর পানি” বলেছেন অর্থাৎ শুধুমাত্র পানি বাড়াও যদিওবা ঘী ও মসলা না বাড়াও। (মিরআতুল মানাজীহ, ৩/১২১)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন: এই হাদিসের মধ্যে ফকির ও প্রতিবেশীদের উপর দয়া করার জন্য খাবারের মধ্যে ঝোল বাড়ানো মুস্তাহাবের বর্ণনা রয়েছে। ঝোলের মধ্যে গোশত বিশিষ্ট খাদ্য বিদ্যমান কেননা ঝোলের মধ্যে গোশত জোশ দেয়ার কারণে সেটার মধ্যেও গোশতের প্রভাব চলে আসে। এই হাদিসে পাকের মধ্যে রান্না করা গোশতকে বুনা করা গোশত থেকে উত্তম হওয়াটাও বুঝা যাচ্ছে কেননা রান্না করা অবস্থায় সকলের উপকার হবে। তখন ঘরের সদস্যরা এবং প্রতিবেশীরা সবাই খেতে পারবে অতঃপর এরদ্বারা “ছারীদ” উন্নত মানের খাবার তাছাড়া এই হাদিসের মধ্যে প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করা এবং নিজের খাবার থেকে কিছু প্রতিবেশীর জন্য আলাদা করে রাখাটাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। (ফয়জুল কদীর, হারফুল হামজা ১/৫১০, হাদিস: ৭৪১)

প্রতিবেশীর জন্যও গোশত ক্রয় করতেন

হযরত সায়্যিদুনা ফকিহ মাহদী বিন ইয়াহইয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমরা সব সময় সুফী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আরবি ফিশতালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর প্রতিবেশীদের নিকট তার প্রশংসা শুনতাম, তার প্রতিবেশীরা অনেক সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা তাকে স্মরণ করতেন। প্রতিবেশীগণ এটাও বলেছিলেন যে, তিনি যখন

www.dawateislami.net

ঘরের সদস্যদের জন্য গোশত ক্রয় করতেন তখন প্রতিবেশীদের জন্যও ক্রয় করতেন এবং বলতেন: আমি একা গোশত রান্না করে আমার প্রতিবেশীদেরকে বঞ্চিত করতে পারবো না।

(আল ইবরীয, মুকাদ্দামাতুল মুয়াল্লিফ আল ফাছলূল আওয়াল, ১/৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) কষ্টদানকারী কৌতুক করবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো দরজার বেল বাজিয়ে পালিয়ে যাওয়া শয়নকারীর খাট এক জায়গা থেকে নিয়ে অন্য জায়গার রেখে দেয়া, কাউকে কোন কক্ষে বা শৌচাগারে বন্ধ করে রাখা। বিভিন্ন রূপ ধারণ করে অথবা ভয়ানক আকৃতি ধারণ করে ভয় দেখানো, ওয়াশ রুমের পানি বন্ধ করে দেয়া, বন্ধুদের আড্ডার মধ্যে, আত্মীয়দের সমাবেশে কাউকে উপহাস করে তাকে ফকির মানুষ বলে অথবা কারো মাথার উপর হঠাৎ করে তাপ্পর মেরে অথবা বসার সময় চেয়ার সরিয়ে নেয়া এরপর সেটা নিয়ে হাসাহাসি করা এমনকি হাসাহাসি বরং অট্টহাসি দেয়াকে জীবিত হৃদয় বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই দিকে কারো খুব কমই ধ্যান যায় যে, যাকে নিয়ে কৌতুক করা হয়েছে তার অন্তরে কী চলতেছে, বরং যদি কেউ সাহস করে তার হতাশা প্রকাশ করে তখন তাকে মন্দ বলা হয় যে, আমাদের এতটুকু কথাও তোমাদের সহ্য হয়নি? মনে রাখবেন! কোন মুসলমানকে কৌতুক করে কষ্ট দেয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে অতএব হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفَهُ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ তোমার ভায়ের সাথে ঝগড়া করিও না এবং তাদের সাথে ঠাট্টা করিও না এবং তাদের সাথে এমন ওয়াদা করিওনা যা তুমি ভঙ্গ করবে।

(তিরমিযী কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ৩/৪০০, হাদিস: ২০০২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُاللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: পরস্পরের মধ্যে হাসিঠাট্টা যা দ্বারা প্রত্যেকের অন্তরে খুশি আসে সেটা কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে জায়িয যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে তবে কারো সাথে ঠাট্টা করা যার কারণে সে কষ্ট পায় এটি সর্ব অবস্থায় হারাম আর সেটাই এখানে উদ্দেশ্য কেননা মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম "না এমন ওয়াদা করবে যা তুমি ভঙ্গ করবে" এর ব্যাখ্যায় মুফতি সাহেব বলেন: এখানে ওয়াদা দ্বারা সেই ওয়াদা উদ্দেশ্য যা জায়িয অনেক ফকীহগণের মতে এরকম ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব। অধিকাংশের মতে মুস্তাহাব। যদি ওয়াদা করার সময় اِنْ شَآءَ الله বলেন তখন সকলের মতে এটা পূরণ করা মুস্তাহাব। (মিরাআতুল মানাজীহ, ৬/৫০১)

কৌতুক আর তামাশার মধ্যে পার্থক্য

মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُاللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: এমন কথা যার দ্বারা নিজের এবং শ্রবণকারীর অন্তর খুশি হয়ে যায় সেটাই হল কৌতুক আর যেটার দ্বারা অন্যজনে কষ্ট পায় যেমন কারো সাথে মজা করা হলে সেটা হবে সুখরিয়া বা তামাশা। কৌতুক ভাল জিনিস, তামাশা খারাপ বিষয়। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৪৯৩)

www.dawateislami.net

মানুষকে নিয়ে মজা করার পরিণতি

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয় মানুষের বিদ্রুপকারীর জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দিয়ে তাকে আহবান করা হবে আসুন কাছে আসুন যখন সে নিকটে আসবে তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। এভাবে অনেকবার করা হবে এমন কি যখন তার জন্য আবারও দরজা খুলে দেয়া হবে আর তাকে আহবান করা হবে আসো কাছে আসো তখন সে হতাশ এবং নিরাশ হয়ে কাছে আসবে না। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩১০ হাদিস: ৬৭৫৭)

কৌতুকের মাধ্যমেও ভয় দেখানো নিষেধ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আবী লাইলা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বর্ণনা যে, তারা প্রিয় নবী রাসূলল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সফরের মধ্যে ছিলেন। ওই সময় তাদের মধ্যে হতে একজন সাহাবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শুয়ে গেলেন তখন অন্য একজন সাহাবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার পাশে একটি রশি রেখে গেলেন, যে কারণে সেই ব্যক্তিটি ভয় পেয়ে গেলেন (অর্থাৎ সেই শয়নকারীর লোকের নিকট রশি ছিল অথবা যিনি চলে গেছেন তার নিকট ছিল তিনি সাপের মত করে তার নিকট রাখলেন এবং শয়নকারী ব্যক্তি সেটা সাপ মনে করে ভয় পেয়ে গেলেন এবং লোকেরা হাসতে লাগল। (মিরাআতুল মানাজীহ, ৫/২৭০) তখন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নেই যে সে অন্য মুসলমানকে ভয় দেখাবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৯১ হাদিস: ৫০০৪)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: যখন রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা শুনলেন তখন বললেন: এই বাণীর উদ্দেশ্য হল হাসি ও উপহাস করার মাধ্যমে কাউকে ভয় দেখানো জায়িয নেই কেননা কখনো সেই ভয় পাওয়া ব্যক্তি মরে যেতে পারে অথবা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। কৌতুক প্রিয় ব্যক্তি এমনভাবে কৌতুক করবে যেন সবার অন্তর খুশি হয়ে যায় এবং কেউ কষ্ট না পায়। এই হাদিস দ্বারা জানা গেল, এমনভাবে মন লাগিয়ে হাসা-হাসি করা যার কারণে অন্যজনে কষ্ট পায়। উদাহরণ স্বরূপ কাউকে বোকা বানানো অথবা তাকে তাপ্পর মারা ইত্যাদি হারাম। (মিরআতুল মানাজীহ, ৫/২৭০)

ভাইয়ো কা দিল দুখানা ছোড় দো - অর তামসাখর ভী উড়ানা ছোড় দো

এপ্রিল ফুল

এপ্রিল ফুল অন্যদের সাথে আমলীভাবে ঠাট্টা করা এবং অন্যকে বোকা বানানোর নাম। এটার বিশেষ দিন এপ্রিলের ১ম তারিখ, পশ্চিমা দেশ সমূহের মধ্যে ১ম এপ্রিলকে ঠাট্টার দিন বলা হয়ে থাকে এবং মিথ্যা কৌতুকের আশ্রয় নিয়ে মানুষদেরকে বোকা বানানো হয়। এই অহেতুক ও ফুল দেয়ার প্রচলন মুসলিম সমাজের মধ্যেও প্রচলন শুরু হয়ে গেছে এবং মুসলমানরা নিজের ভাইদেরকেও বোকা বানিয়ে খুশি উদযাপন করে থাকে এপ্রিল ফুলের মাধ্যমে মানুষদের ভয়ানক পেরেশানমূলক মিথ্যা সংবাদ দেয়া হয় অতঃপর যখন এটার সত্যটা প্রকাশিত হয় তখন তাকে “এপ্রিল ফুল” বলে হাসি-তামাশা করা হয়।

উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, টেলিফোনে বলা হয় যে, ✯ আপনার যুবক ছেলে অমুক জায়গায় এক্সিডেন্ট করে বেশি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাকে অমুক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ✯ আপনার অমুক আত্মীয়- ইন্তেকাল করেছেন। ✯ আপনার দোকানে আগুণ লেগেছে। ✯ আপনার দোকানের মধ্যে চুরি হয়েছে ✯ আপনার ফ্ল্যাট দখল হয়ে গেছে ✯ আপনার গাড়ি চুরি হয়ে গেছে ✯ আপনার ছেলেকে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য গুম করা হয়েছে ✯ আপনার দেয়া চেক বাতিল করা হয়েছে এবং পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য খুঁজতেছে।

প্রত্যেক বৎসর এপ্রিল ফুল সমন্ধে সংবাদ সবার দৃষ্টিগোচর হয়। আফসোস যে, মিথ্যা বলে নিজের ভাইদেরকে পেরেশান করে সেটার উপর হাসা-হাসি করাকে আনন্দ নাম দেয়া হয়। আল্লাহ পাক সঠিক বিবেক দান করুক। اٰمِین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মিথ্যা সংবাদ জান নিয়ে নিল

রিনালাখোরদ (পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর ৭০ বছর বয়সের একজন লোক সংবাদ পেল যে, তার ভাই আউকাডারে এক্সিডেন্টে ইন্তেকাল করেছেন আর তিনি আউকাডা হাসপাতালে আসতেছিলেন, যেই রাস্তায় বের হলেন অন্তরের মধ্যে কম্পন শুরু হওয়ার কারণে তার প্রাণ বের হয়ে গেল। পরবর্তীতে জানা গেল যে, কোন একজন ব্যক্তি এপ্রিল ফুলের কৌতুক করে ছিলেন। (উর্দু ফাওয়াযেড ১ম এপ্রিল, ২০০৮)

এপ্রিল ফুলের ধোকা

১ম এপ্রিল ২০১২ সালের কথা হিন্দুস্থানের একটি শহর নাগফুর (তাজফুর) একজন ব্যক্তি ভাড়া ঘরে থাকতেন। তিনি এবং তার ঘরের সদস্যরা ঘর থেকে বের হলেন তখন একজন প্রতিবেশী মোবাইলে খবর দিল যে, তোমাদের ঘরে আগুন লেগেছে। কিন্তু সেটাকে তারা এপ্রিল ফুল মনে করলেন এবং বললেন লাগতে দাও। আস্তে আস্তে আগুন পূরা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। আশে পাশের লোকেরা ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এপ্রিল ফুল তার প্রভাব দেখিয়ে ফেলেছিল। (দি সানডে ...... ওয়েব সাইট)

এপ্রিল ফুল কিভাবে শুরু হল

এপ্রিল ফুল কী? এই ব্যাপারে জানার জন্য অনেক কম লোকেরাই চেষ্টা করে। নিশ্চয় অন্যান্য অশ্লীল অনুষ্ঠানের মত এটাকেও খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। এপ্রিল ফুলের সূচনা সম্পর্কে এক গবেষণা হল এই যে, যখন খ্রিষ্টান বাহিনী স্পেন বিজয় করলেন তখন সে সময় স্পেনের যমিনে মুসলমানদের এত পরিমাণ রক্তপাত ঘটানো হয়েছিল যে, বিজয় বাহিনীর ঘোড়া যখন বিভিন্ন গলি দিয়ে যেত তখন গোড়ার হাঁটু মুসলমানদের রক্তে ডুবানো থাকত। যখন বিজয় লাভকারী বাহিনী নিশ্চিত হলেন এখন স্পেনের মধ্যে কোন মুসলমান জীবিত নেই। তখন তারা গ্রেফতারকৃত মুসলমান প্রশাসকদেরকে এই সুযোগ দিলেন যে, তারা যেন তাদের বংশধরদেরকে নিয়ে সেসব দেশে চলে যায় যেখান থেকে তাদের বাপ-দাদারা এসেছিল। বিজয় লাভকারী

www.dawateislami.net

বাহিনী তাদেরকে গারনাতা থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে একটি পাহাড়ী এলাকায় তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আসলেন। যখন খ্রিষ্টান বাহিনী মুসলমান প্রশাসকদেরকে দেশ থেকে বের করে দিলেন তখন সরকারী গুপ্তচর বাহিনী বিভিন্ন অলি-গলিতে ঘুরছিল, যে কোন মুসলমান দেখলে তাকে শহীদ করে দেয়া যায়। যেসব মুসলমান জীবিত ছিল তারা তাদের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে গেছেন। এবং নিজেদের পরিচয় গোপন করলেন। এখন প্রকাশ্যভাবে কোন মুসলমান দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না কিন্তু তখনও খ্রিষ্ট্রানদের বিশ্বাস ছিল যে, সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করা হয়নি। কিছু লুকিয়ে গিয়েছিল তারা পরিচয় গোপন করে জীবিত আছে এখন মুসলমানদেরকে বের করার জন্য চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন এবং এরপর একটি সিদ্ধান্ত নিল যে, সারা দেশে ঘোষণা দেয়া হল যেন এপ্রিলের এক তারিখ সমস্ত মুসলমান গারনাতার মধ্যে একত্রিত হয় যাতে তারা যে দেশে চায় সে দেশে যেতে পারে। এখন যেহেতু দেশের মধ্যে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেজন্য মুসলমানদের নিজেদের প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোন ভয়-ভীতির কারণ ছিল না। মার্চ মাসের পূরাটা সময় ঘোষণা করা হয়েছিল। লাল দালানের নিকট বড় বড় মাঠে তাবু টাঙ্গানো হয়েছিল। জাহাজ এসে বন্দরের মধ্যে একত্রিত হচ্ছে। মুসলমানদেরকে প্রত্যেক প্রকারের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল যে, তাদেরকে কোন কিছু করা হবে না যখন মুসলমানগণ নিশ্চিত হলেন যে, আজ আমাদের সাথে কোন কিছু করা হবে না। তখন তারা গারনাতার মধ্যে একত্রিত হওয়া শুরু করলো এইভাবে সরকার সমস্ত মানুষদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করলেন এবং তাদের সাথে ভদ্রতা পূর্ণ আচরণ করল। এপ্রিলের ১ম তারিখ ছিল। যখন সমস্ত

মুসলমানদেরকে সমুদ্র জাহাজের মধ্যে বসানো হল মুসলমানদের নিজের দেশ ছাড়তে কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু বিশ্বাস ছিল প্রাণ তো কোন রকমে বাঁচবে। অন্যদিকে সরকারী প্রশাসকগণ নিজেদের এলাকায় খুশি উদযাপন করতেছিল। জেনারেলগণ মুসলমানদেরকে বিদায় দিলেন এবং জাহাজ সেখান থেকে ছেড়ে দিলেন। ওই মুসলমানদের মধ্যে বৃদ্ধ, যুবক, নারী, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এবং অনেক রোগীও ছিল যখন জাহাজ গভীর সমুদ্রে পৌঁছল তখন পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদেরকে গভীর পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হল এবং এভাবে সমস্ত মুসলমানগণ পানিতে ডুবে গেল এরপরে স্পেনে অনেক খুশি উদযাপন করা হয়েছিল যে, আমরা কিভাবে আমাদের শত্রুদেরকে বোকা বানিয়ে ছিলাম।

প্রথম বাৎসরিক ফুল

কলেজের মধ্যে প্রথম দিন প্রবেশকারী ছেলেদেরকে বিভিন্নভাবে প্রথম বাৎসরিক ফুল বানানো হয়। কখনো তাদেরকে উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, কখনো ভুল ক্লাস রুমে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, কখনো তার পেছনে প্রথম এয়ার ফুলের কার্ড অথবা স্টীকার লাগিয়ে দেয়া হয়, কখনো তাদের কাপড়ে কলমের কালি লাগিয়ে রঙ্গিন করে দেয়া হয়। আল্লাহ পাক এই ধরনের আচরণকারীদেরকে সত্যিকার তাওবা করার তাওফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(১০) নাম বিকৃত করা

আসল নামে না ডেকে তার স্থলে অনুপযুক্ত নাম সমূহ যেমন - লম্বু, কাঠো, মুটো ইত্যাদি বলে ডাকার কারণে সেসব ব্যক্তিরা কষ্ট

www.dawateislami.net

পেতে পারে, আমার আক্বা, আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া ২৩তম খন্ড ২০৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: কোন মুসলমান এমনকি যিম্মিকেও শরীয়তের অনুমতি ছাড়া এসমস্ত শব্দ দ্বারা ডাকা, যার কারণে তারা মনেকষ্ট পায় এবং তাদের কষ্ট লাগে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নাজায়িয ও হারাম। যদিওবা কথাটি বাস্তবেই ঠিক। فَإِنَّ كُلَّ حَقٍّ صِدْقٌ وَلَيْسَ كُلُّ صِدْقٍ حَقًّا অর্থাৎ প্রত্যেক হক সত্য কিন্তু প্রত্যেক সত্য হক নয়। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/২০৪) তাই যার যেই নাম তাকে সেই নামে ডাকা উচিত। নিজের পক্ষ থেকে উল্টা পাল্টা নাম যেমন: লম্বো, টাকু, কালো ইত্যাদি নামে ডাকা যাবে না। সাধারণত ওই ধরনের নাম ধরে ডাকলে অন্তরে কষ্ট পেয়ে থাকে এবং এরদ্বারা রাগান্বিত হয়ে থাকে। কিন্তু যিনি ডাকেন তিনি মজা পাওয়ার জন্য সেই নামে বার বার ডাকতে থাকে। এই ধরনের যারা করেন তাদের সাবধান হওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِیْمَانِ ۚ

(পারা: ২৬, সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর একে অপরের মন্দ নাম রেখোনা। কতই মন্দ নাম-মুসলমান হয়ে ফাসিক্ব, বলোনা।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ ঐ নাম যা তিনি অপছন্দ করে। হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেছেন যে, যদি কোন মানুষ কোন মন্দ কাজ থেকে তাওবা

করে অতঃপর তাওবার পর তাকে সেই মন্দ কাজের কারণে লজ্জা দেয়া সেই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত এবং নিষেধ। কতিপয় আলিমগণ বলেছেন, কোন মুসলমানকে কুকুর অথবা গাধা অথবা শূয়র বলাও সেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কিছু আলিমগণ বলেছেন যে, এটি দ্বারা সেসব উপাধি উদ্দেশ্য যেগুলো দ্বারা মুসলমানদের দোষক্রুটি বের হয় এবং সে তা অপছন্দ করে। কিন্তু প্রশংসাসূচক উপাধি যা সত্য তা বলাটা নিষেধ নয়। যেমন হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর উপাধি আতিক (জাহান্নাম থেকে মুক্তি) এবং হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর উপাধি ফারুক (হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) এবং হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর উপাধি জুন নুরাঈন (দুই নুরের অধিকারী) এবং হযরত আলীর উপাধি আবু তুরাব (মাটির মালিক এবং হযরত খালেদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর উপাধি হলো সাইফুল্লাহ (আল্লাহ পাকের তরবারী) এবং যেই সমস্ত উপাধি নামের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি অপছন্দ না করে তাও নিষেধ নয়। যেমন আ'মশ (কম দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি) আ'রজ (লেংটা) কতই যে মন্দ মুসলমান হয়ে ফ্যাসিক বলা এর ব্যাখ্যায় সদরুল আফাযিল লিখেছেন, হে মুসলমানগণ! কোন মুসলমানকে হাসির পাত্র বানিয়ে অথবা তাকে দোষ লাগিয়ে অথবা তার নাম পরিবর্তন করে নিজেই নিজেকে ফাসিক বলো না।

(খাযায়িনুল ইরফান, পারাঃ ২৬, সূরা হুজুরাত, আয়াতের পাদটীকাঃ ১১)

ফেরেশতারা অভিশাপ করতে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা ওমাইর বিন সাদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন যে, সৎচরিত্রের অধিকারী রাসূলে আকদস صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

করেছেন, যে কোন ব্যক্তিকে তার নাম বাদ দিয়ে অন্য নামে ডাকল তখন ফেরেশাতারা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে। (জামউল জাওয়ামে ৭/২৩, হাদিস: ২০৬১২) অর্থাৎ কোন মন্দ উপাধি দ্বারা আহবান করো না যা তার ভাল না লাগে যে, হে আল্লাহর বান্দা ইত্যাদি দ্বারা।

(আততাইসীর বি শরহিল জামেউস সগীর হারফুল মীম, ২/৪১৬)

কাউকে বেকুফ অথবা পেঁচা বলার হুকুম

আমাদের আক্বা, আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি কোন আলিমকে অথবা অন্য কোন মানুষকে মারদুদ বলে অথবা এভাবে বলে যে সে বেকুফ কিছু জানে না এবং পেঁচা। তখন শরীয়তের পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে কি সমাধান দেয়া যাবে? আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: শরীয়তের অনুমতি ছাড়া কোন মুসলমানকে এই ধরনের শব্দ দ্বারা ডাকা অন্যায়ভাবে মানুষকে কষ্ট দেয়ার মত এবং মুসলমানকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া হারাম। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: مَن آذى مُسلِمًا فقدْ آذاني، ومَن آذاني فقدْ آذَى الله ইমাম তাবরানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আউসাতের মধ্যে হযরত আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে হাসান সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, যে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল আর যে আমাকেই কষ্ট দিল সে আল্লাহ পাককেই কষ্ট দিল। (আল মুজামুল আউসাত, ২/৩৮৬ হাদিস: ৩৬০৭) অতঃপর আলিমদের মর্যাদা ও শান তো অনেক উঁচু তাদের শানে বিয়াদবি কারীদেরকে হাদিসের মধ্যে মুনাফিক বলা হয়েছে। ثَلَثَةٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ذُو الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَذُو الْعِلْمِ وَإِمَامٌ مُقْسِطٌ (রাহওয়াহু

www.dawateislami.net

তাবরানী ফিল কাবিরি আন আবি উমামাতা) অর্থাৎ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: তিন ধরনের লোক রয়েছে যাদেরকে হালকা মনে করবে না কিন্তু মুনাফিকরা হালকা মনে করবে ☆ ইসলামের মধ্যে বয়স্ক লোক ☆ আলিম ☆ ইসলামের ন্যায় বিচারক বাদশাহ। (আল মু'জামুল কবীর, ৮/২০২ হাদিস: ৭৮১৯) এই ধরনের মানুষ শরীয়তের পক্ষ থেকে শাস্তি যোগ্য।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩/৬৪৪)

ভালবাসাপূর্ণ নাম দ্বারা আহ্বান করেছেন

অনেক সময় আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অথবা পবিত্র রমনীদের رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ নামকে সংক্ষেপ অথবা তাছগীর করে মুহাব্বতপূর্ণ ভাষায় ডাকতেন। এটির কিছু দৃষ্টান্ত দেখে নিন, ☆ হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ কে ইয়া উছাইম (মুসনাদে আহমদ ১০/১০১ হাদিস: ২৬১৯)। ☆ হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ কে ইয়া উনাইম (মুসলিম, পৃষ্ঠা ১২৬৪ হাদিস: ২৩০৯) এবং ইয়া জালউজ নাইন (দুইকান বিশিষ্ট) (তিরমিযী ৩/৩৩৯ হাদিস: ১০১৮৯) এবং ইয়া জুবাইর (জমউল জাওয়ামে ১৪/২০৯ হাদিস: ১০২০০) ☆ হযরত সায়্যিদুনা মিকদাম رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ কে ইয়া কুদাইম (আবু দাউদ ৩/১ ৮৩ হাদিস: ২৯৩৩) ☆ হযরত সায়্যিদুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا কে ইয়া আয়িশ (বুখারী ২/৫৫১ হাদিস: ৩৭৬৮) এবং শুক্বাইরা (গাড় নীল রঙ্গের অধিকারীনী) (জমউল জাওয়ামে ৩/১৩৫ হাদিস: ৭৮২৩) এবং হুমাইর (লাল রংয়ের অধিকারীনী) (আত তাবক্বাতুল কুবরা লিইবনে সাদ ৮/৬৪, পৃষ্ঠা ৪১২৮) এবং ইয়া উয়ায়েশ (জমউল জাওয়ামে ৫/৪৪৫হাদিস: ১৬৩৮) ☆ হযরত সায়্যিদাতুনা যয়নব বিনতে উম্মে সালমা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا কে ইয়া জুয়ায়নব (জামউল জাওয়ামে ৫/৪৮৯ হাদিস: ১৬৮৩৫) বলে ডাকতেন।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এইভাবে ডাকার কারণে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং পবিত্র বিবিগণ رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ এর অন্তর খুশি হত। কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই পদ্ধতির উপর আমরা আমাদেরকে অনোমান করতে পারব না। অতএব আমাদেরকে এই ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে, কখন আমরা মুহাব্বতপূর্ণ ভাষায় যেই নামে তাদেরকে ডাকতেছি তা তাদের অপছন্দ হয়ে পড়ে কিনা কিন্তু তারা আদব ও মানবতার কারণে কোন কিছু বলার সাহস রাখে না এবং অনেক সময় আমাদের এই বলার পদ্ধতিটা অন্তরে কষ্ট পাওয়ার কারণ হয়ে থাকে। তাই সতর্কতার রজ্জু হাত থেকে ছেড়ে না দেয়াই উত্তম।

যখন কাঠ বিড়ালী বড় হল

একজন মাদানী ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা যে, আল্লাহ পাক আমাকে একজন মেয়ে এবং ছেলে দেয়ার পর একজন মাদানী মুন্নী আসিয়া আত্তারীয়া দান করেছেন তখন আমার অন্তর খুশি হয়ে গেল। সেই মাদানী মুন্নী যখন হাসতেন তখন কাট বিড়ালীর মত লাগত। আমি মুহাব্বত করে তাকে কাঠ বিড়ালী ডাকা শুরু করে দিলাম আর তাকে কাঠ বিড়ালী করে ডাকলে ফিরে দেখত যে আমাকে কেউ ডাকছে। যখন তাকে দারুল মদীনায় ভর্তি করালাম তখন তার আসল নাম আসিয়াটা ডাকা শুরু করে দিলাম। এখন সে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে কিন্তু এখন কখনো তাকে পরীক্ষা স্বরুপ) কাঠ বিড়ালী বলা হলে সে খারাপ মনে করে এবং আসল নাম দ্বারা ডাকার প্রত্যাশা করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১১) রাস্তাকে সংকীর্ণ করে দেয়া

দোকানের জিনিস পত্র ফুটপাতে রেখে পথচারীর জন্য রাস্তা বন্ধ করে দেয়া ঘরের সামনে বেলকনি অথবা চারা গাছের কেয়ারী করে গলি সংকীর্ণ করে ফেলা, ডেক্সি পাকানোর জন্য গর্ত খনন করা, গলির মধ্যে অনিয়মভাবে পার্কিং করে অন্য গাড়ির মালিকদেরকে পেরেশানীর মধ্যে ফেলা একজন মুসলমানের আচরণ নয়। হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন মায়াজ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা: আমার সম্মানিত পিতা বলেছেন যে, আমরা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি জিহাদে গিয়েছিলাম তখন লোকেরা রাস্তা সংকীর্ণ করে ফেলল এবং রাস্তা বন্ধ করে দিল। এর উপর রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একজন লোক পাঠালেন যে, সে যেন ঘোষণা করে নিশ্চয়ই যারা স্থান সংকীর্ণ করে এবং রাস্তা বন্ধ করে দেয় তাদের জন্য কোন জিহাদ নেই।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, ৩/৫৮ হাদিস: ২৬২৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ রাস্তা বন্ধ করে দিল) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এইভাবে কিছুলোক রাস্তার উপর তাদের আসবাবপত্র রাখল যার কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। এবং রাস্তা অতিক্রমকারীর জন্য কষ্ট হচ্ছিল এবং কিছুলোক প্রয়োজনের চেয়ে অধিক জায়গা দখল করে বসল যার কারণে সাথীদের উপর জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গেল যে, সব সময় সফর এবং মুকীম অবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের তার সাথীর আরামের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। তাদের জন্য কোন জিহাদ নেই। এর ব্যাখ্যায় মুফতি

www.dawateislami.net

সাহেব বলেন, অর্থাৎ তারা জিহাদের পূর্ণ সাওয়াব পাবে না। অনেক মানুষ মসজিদের মধ্যে চলাচলের জায়গায় নামায পড়া শুরু করে দেয় যার কারণে আসা-যাওয়া করা লোকদের কষ্ট হয়। অনেকে কাতারের মধ্যে অনেক জায়গা দখল করে বসে থাকে তাদের এই হাদিস থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিত। মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ইবাদতের মূল। (মিরআতুল মানাজীহ ৫/৪৯৮)

বন্ধ নালা সমূহ চালু করার জন্য পাথর তুলে ফেলেছিলেন

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ একবার মক্কায়ে মুকাররমা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এ তাশরীফ এনেছিলেন তখন মক্কাবাসীরা তাকে অভিযোগ দিয়েছিলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আমাদের ঘরের নালা সমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি ওই সমস্ত লোকদেরকে সাথে নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কাছে গেলেন এবং বললেন: এই পাথরগুলো তুলে ফেল, তিনি তা তুলে ফেললেন। অতঃপর বললেন, এইগুলোও তুলে ফেল! তিনি সেগুলোও তুলে ফেললেন। তিনি বলতে রইলেন আর তিনি উঠাতে রইলেন এই পর্যন্ত যে, অনেক পাথর উঠানো হয়েছিল।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাজায়েল, বাবুন ফাজায়েলুছ ছাহাবা, ১২তম খন্ড, ৬/২৯৬, পৃষ্ঠা ৩৬০১২)

মুসলমা রাত সুয়ে ওমর ফারুক পাহারা দি
রিয়ায়া কে নিগাহবাঁ হযরত ফারুক আযম হে

(দেওয়ানে সালেক, ২৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সাধারণ মানুষের হকের অনুভূতি

সাধারণত মানুষের হকের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরী। আমাদের পূর্ববর্তীগণ সেই ব্যাপারে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমন, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একজন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে (ইলম অর্জন করার জন্য) কয়েক বৎসর ধরে আসা-যাওয়া করতে ছিলেন। এরপর তিনি তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে কথা বলা ছেড়ে দিলেন আর তিনি তাঁর থেকে এই পরিবর্তনের কারণ বার বার জিজ্ঞাসা করতে ছিলেন কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে তিনি বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি রাস্তার পাশ থেকে মাটি নিয়ে ঘরের দেয়াল লিপেছ এবং রাস্তায় পার্শ্ব থেকে একজন মানুষের দৈর্ঘ্য পরিমাণ মাটি নিয়েছ। অথচ সেটা সাধারণ মুসলমানদের যাতায়াতের পথ এই জন্য তুমি জ্ঞান অর্জন করার যোগ্য নও। (ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন, ৫/৯৬)

মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও

হযরত সায়্যিদুনা আবু বারযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন যে, আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিন যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি তখন নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: اِعْزِلِ الْأَذٰى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুয যাকাত, বাবুন ফাদলিছ ছাদকা ১/৩৬২, হাদিস: ১৯০৬)

শায়খুল হাদিস ওয়াত তাফসীর হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রতিটি কষ্টদায়ক বস্তু যেমন; কাটা, সীসা এবং হোছট খাওয়ার জিনিস যার কারণে পথচারীর কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া সাধারণ কাজ কিন্তু এই আমলটি আল্লাহ পাকের নিকট এমন পছন্দনীয় যে, এটার প্রতিদান স্বরুপ আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহপূর্বক জান্নাত দান করে থাকেন। বর্তমান যুগের মুসলমানরা এই উত্তম আমল ও প্রতিদান এবং সাওয়াব সম্পর্কে একেবারেই উদাসিন বরং আরো উল্টো রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু নিক্ষেপ করে থাকে। উদাহরণস্বরুপ সাধারণত লোক কলা খেয়ে সেটার খোসা রেলওয়ে স্টেশন প্লাটফরমে ফেলে দেয়। গাড়ি চলে আসলে মানুষ ব্যাকুল হয়ে ট্রেনে চড়ার জন্য দৌড়তে গিয়ে কলার খোসার উপর পা পিচলে পড়ে যায় এবং অনেক বেশি আঘাত প্রাপ্ত হয়। অনুরুপভাবে হাঁড় সমূহ এবং সীসার টুকরা সাধারণত লোকেরা রাস্তায় নিক্ষেপ করে। এসব কাজ থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত বরং যদি রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু নজরে পড়ে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া উচিত। اِنۡ شَآءَ الله যদি আমলটি কবুল হয়ে যায় তবে জান্নাত পাওয়া যাবে। وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ

সাধারণ রাস্তার দিকে টয়লেট এবং ড্রেন বানানো

বাহারে শরীয়তে রয়েছে: সাধারণ রাস্তার দিকে টয়লেট অথবা ড্রেন অথবা মিনার অথবা কড়িকাট অথবা দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করা জায়িয। শর্ত হলো এরদ্বারা সাধারণ মানুষের যেন কোন ক্ষতি না হয়

www.dawateislami.net

এবং পথচারীদের জন্য কোন প্রতিবন্ধক না হয়। যদি কারও কোন কষ্ট হয় অথবা কেউ আপত্তি করে তখন তা নাজায়িয।

(বাহারে শরীয়ত ৩/৮৭১, রদ্দুল মুখতার কিতাবুদ দিয়াত, ১/২৬৫)

রাস্তার মধ্যে বেচা-কেনা করার ব্যাপারে তিনটি মাসআলা

সদরুশ শরীয়ত বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন: যেই ব্যক্তি রাস্তার মধ্যে বেচা-কেনা করে। যদি রাস্তা প্রশস্ত হয় যে, তার বসার কারণে পথচারীর জন্য রাস্তা সংকীর্ণ না হয় তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই যদি তার বসার কারণে পথচারীর কষ্ট হয় তখন তার থেকে কোন কিছু ক্রয় না করা উচিত। ক্রয় করলে তা গুনাহের কাজে সহায়তা করার মত কেননা কেউ তার থেকে ক্রয় না করলে তাহলে সে বসবে কেন। (আল ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া কিতাবুল বুয়ুউ আল বাবুল ইশরুন ফিল বায়াআতিল মাকরুহাত ইলা আখের ৩/২১০) (বাহারে শরীয়ত ২/৭২৬)

মাসআলা: সাধারণ রাস্তায় বেচা-কেনা করার জন্য বসা জায়িয যখন সেটার কারণে কারো কোন কষ্ট হবে না। যদি এর কারণে কারো কষ্ট হয় তাহলে জায়িয হবে না।

(রদ্দুল মুখতার কিতাবুদ আখের ১০/২৬৭) (বাহারে শরীয়ত ৩/৮৭১)

মাসআলা: মহা সড়কের পাশে বসে বেচা-কেনা করার কারণে যদি কারো কোন ক্ষতি না হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি নেয় তখন জায়িয। যদি এর কারণে কারো ক্ষতি হয় তাহলে তা নাজায়িয।

(রদ্দুল মুখতার কিতাবুদ দিয়াত ১০/২৬৭) (বাহারে শরীয়ত ৩/৮৭৭)

www.dawateislami.net

রাস্তায় কাউকে কষ্ট দিবেন না

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামদেরকে عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ইরশাদ করলেন: রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাক তারা আরয করলেন " ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের এখানে বসা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমরা সেখানে কথাবার্তা বলে থাকি। তিনি ইরশাদ করলেন: যদি তোমাদের রাস্তায় বসতে হয় তাহলে রাস্তার হক আদায় কর! সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাস্তার হক কী? তিনি বললেন: দৃষ্টি অবনত রাখা কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া, ভাল কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা।

(বুখারী কিতাবুল ইস্তিজান, বাবুন বদয়িস সালাম ৪/১৬৫, হাদিস: ৬২২৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: রাস্তা দিয়ে মহিলা, শিশুরা চলাচল করে, তাছাড়া রাস্তা দিয়ে মানুষের মালের বাহন সমূহ গমন করে, সেজন্য সেখানে বসা বিপদ এবং কুদৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরো বললেন: রাস্তায় বসে এই পাঁচটি নেকী অথবা এর মধ্যে থেকে যতটুকু পারো আমল করো। দৃষ্টি অবনত করে রাখবে কেননা অপরিচিত মহিলার উপর যেন দৃষ্টি না পড়ে রাস্তা থেকে কাটা ইট পাথর সরিয়ে দাও যেন কোন পথচারীর পায়ে আঘাত না লাগে। যে সমস্ত পথচারী আপনাকে সালাম দিবে তাদের সালামের উত্তর দিবেন যদি তোমরা রাস্তায় কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখ তখন তা থেকে বাঁধা দাও এর পরিবর্তে তাদেরকে ভাল কাজ করার জন্য পরামর্শ দাও। এই অবস্থায় বসাটা তোমাদের জন্য ইবাদত। سُبۡحٰنَ اللّٰه ! এক প্রকার

www.dawateislami.net

রসায়নিক বস্তু পিতল এবং তামাকে স্বর্ণ পরিণত করে দেয়। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষা গুনাহকে সাওয়াবে পরিণত করে দেয়। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৩২২)

ক্ষেতের মালিকের অভিযোগ

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলেন: আমি ক্ষেত করেছিলাম, সিরিয়ার সৈন্য বাহিনীরা ওই দিক দিয়ে যাওয়ার সময় আমার ক্ষেত নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি তাকে সেটির ক্ষতিপূরণ স্বরুপ দশ হাজার দিরহাম দিলেন। (সিরাতে ইবনে জাওজী, ৯৭ পৃষ্ঠা)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই একটি ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখেন: ওই সমস্ত লোকদের শিক্ষা অর্জন করা উচিত, যে সমস্ত লোকেরা মানুষের দেয়াল ও সিড়ির কর্ণারে এবং ইত্যাদি জায়গায় পীক (পানের রঙ্গিন থুথু) এর পিছকারী দ্বারা কুশ্রী করে দেয়। অনুরুপভাবে মালিকের অনুমতি ছাড়া সাইনবোর্ড এবং গাড়ির বাম ইত্যাদি ভিতরে বাহিরে স্টীকার এবং পোস্টার যারা লাগায় মালিকের অনুমতি ছাড়া দেয়ালে চিকা মারে তাদেরও শিক্ষা অর্জন করা উচিত। এইভাবে করার কারণে মানুষের হক নষ্ট হয়। নিশ্চয় আল্লাহর হক সবচেয়ে বড় কিন্তু তাওবার দিক দিয়ে বান্দার হকের ব্যাপারটি আল্লাহর হকের চেয়ে কঠিন, দুনিয়ার মধ্যে যার হক নষ্ট করা হয়েছে যদি তার থেকে দুনিয়ায় ক্ষমা চেয়ে নেয়া না হয় তখন কিয়ামতের দিন সেই হকের মালিককে নেকীসমূহ দিয়ে দিতে হবে। আর যদি সেভাবেও হক আদায় করা শেষ না হয় তখন তার গুনাহসমূহ মাথায়

www.dawateislami.net

নিতে হবে। উদাহারণ স্বরুপ, যে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া কাউকে বকা দিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে অথবা অন্য কোন উপায়ে ভয় দেখাল অন্তরে কষ্ট দিল কাউকে মারল, কারো মাল আত্মসাৎ করে ফেলল, পিছকি, পোষ্টার অথবা চিকা দ্বারা কার ও দেয়াল নষ্ট করে দিল। কারো দোকান অথবা ঘরের সামনে জায়গা ঘিরে রেখে তাদেরকে অন্যায়ভাবে পেরেশানীতে ফেলল। কারো দালানের নিকটে বিনা প্রয়োজনে জোর করে নিজের দালান তৈরী করে তার আলো বাতাস বন্ধ করে দিল। কারো মোটর সাইকেল অথবা কার ইত্যাদি নিজের গাড়ি দ্বারা দাগ লাগিয়ে দিয়ে অথবা সেটাকে আঘাত করে চলে যেতে বাধ্য করা অথবা চলে না যাওয়া অবস্থায় নিজের অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিজেই বিশ্রী ভাষায় গালি-গালাজ করে তাকে অপরাধী বলে তার হক নষ্ট করা। কুরবানীর ঈদের সময় ঘরের মালিকের অসন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও তার ঘরের সামনে পশু বেঁধে অথবা জবেহ করে তার দেয়াল অথবা ঘর থেকে বের হওয়ার রাস্তায় গোবর, রক্ত এবং ময়লা ইত্যাদি দ্বারা দূষিত করে তার জন্য কষ্টের বস্তু বানানো। কারো ঘরে অথবা দোকানের পাশে অথবা তার ছাদ ও ফ্লাটের মধ্যে পেরেশানমূলক দূর্গন্ধ ময়লা নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্য হল মানুষের হক নষ্ট করা যদিওবা নামায, হজ্ব, ওমরা, দান-খয়রাত এবং বড় বড় নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তার ইবাদত সেসব লোকেরা নিয়ে যাবে যাদেরকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে অথবা শরীয়তের অনুমতি ছাড়া যে কোনভাবে তাকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। নেকী সমূহ দেয়ার পরেও যদি হক বাকি থাকে এই অবস্থায় তার গুনাহ সমূহ সেই নেককার নামাযীর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে আর এইভাবে অন্যের হক নষ্ট করার

কারণে হাজ্বী, নামাযী, রোযাদার ও তাহাজ্জুদ আদায়কারী হওয়া সত্ত্বেও তারা জাহান্নামে যাবে। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالٰی তবে হ্যাঁ আল্লাহ পাক যাকে চাইবেন শুধুমাত্র তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা সংশোধন করে দিবেন। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগ মাকতাবাতুল কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা "জুলুমের পরিণতি" দেখে নিবেন। ("আশকো কী বারসাত" এর সারসংক্ষেপ, ১৬ পৃষ্ঠা)

নফস ইয়ে কিয়া জুলুম হে যব দেখো তাযা জুরম হে
না তোয়াঁ কে সার পর এতনা বোঝ ভারী ওয়াহ ওয়াহ

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

রশি খুলে দিলেন

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১২ যিলহজ্ব ১৪৩০ হিজরী তার বড় শাহজাদা আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা আত্তারী আল মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى এর ঘরে ছিলেন। উট কুরবানী করার সময় নিকটবর্তী হল কেউ বাহিরের গলিতে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে কষ্ট হবে মনে করে রশি দ্বারা গলির রাস্তা কিছু দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ করে দেয়া হল আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাড়াতাড়ি মাদানী পেড এ কিছু কথা এইভাবে বললেন: রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের হকের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে রশি খুলে দেয়া হোক। এই কথাটি নিচে উপস্থিত ইসলামী ভাইদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হল আর এইভাবে তাড়াতাড়ি রাস্তা খুলে দেয়া হল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১২) উত্তরাধীকারীদেরকে কষ্ট দিবেন না

নিজের সমস্ত সম্পদ কোন একজনকে অথবা কয়েকজনকে দিয়ে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া বাকিদেরকে বঞ্চিত করে দেয়া নিষেধ। অতএব হযরত সায়্যিদুনা সাদ বিন আবী ওয়াক্বাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা: মক্কা বিজয়ের সময় আমার এমন রোগ হল যার কারণে আমি মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখার জন্য তাশরীফ এনেছেন তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে এবং আমার একজন মেয়ে ছাড়া আর কোন উত্তরাধিকার নেই। আমি কি সমস্ত মালের অসিয়ত করব? প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: না! আমি আরয করলাম মালের দুই তৃতীয়াংশ তিনি বললেন: না! আমি আরয করলাম অর্ধেক করব? তিনি বললেন না, আমি আরয করলাম। তৃতীয়াংশ করব! তিনি বললেন! তৃতীয়াংশ কর এবং তৃতীয়াংশও অতিরিক্ত তুমি তোমার ওয়ারিশদেরকে ধনী করে ছেড়ে যাও। তখন ইহা তা থেকেও ভাল হবে। যদি তুমি তাদেরকে দরিদ্র রেখে যাও তখন তারা মানুষের ঘরে ঘরে খুঁজতে যাবে। তোমরা কেউ খরচ এমন করো না যার দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি চাও কিন্তু তোমাদেরকে এটার উপর সাওয়াব দেয়া হবে এমন কি সেই লোকমার উপরও তোমাদেরকে সাওয়াব দেয়া হবে এমনকি সেই গ্রাসও যা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে আহার করাও।

(মিশকাত কিতাবুল ফারায়েজত, ১/৫৬৬ হাদিস: ৩০৭১)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন: এই হাদিস দ্বারা জানা গেল যে, মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি মৃত্যুর সময় সম্পদের তৃতীয়াংশ অসিয়ত করতে পারবে তার থেকে বেশি করতে পারবে না এবং যদি অতিরিক্ত করেও থাকে তা হবে না। এটাও জানা গেল যে, তৃতীয়াংশের চেয়েও কম করা উত্তম। হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তৃতীয়াংশকে অতিরিক্ত বলেছেন। এটাও জানা যাচ্ছে যে, নিজ আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভাল আচরণ করা অন্যান্য লোকদের সাথে উত্তম আচরণ করার চেয়ে উত্তম কেননা অসিয়তের মধ্যে নিজের আত্মীয় ব্যতীত অন্যান্যদের সাথে সদাচারণের বিষয় রয়েছে আর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে উত্তম আচরণ কথা রয়েছে। (হাদিসে পাকের শেষের বাক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:) অর্থাৎ তোমরা কেন অসিয়ত কর? সাওয়াব অর্জন করার জন্য এবং মিরাছ যা ওয়ারিশরা পাবে যদি এটির মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যত করে নাও যে, নিজ আত্মীয় স্বজনদেরকে নিজের সম্পদ দান করা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মাধ্যম তখন তোমরাও সাওয়াব পাবে বরং আরো অধিক পাবে। তাই অসিয়ত তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম কর। (মিরআতুল মানাজীহ, ৪/৩৮২)

বাহারে শরীয়তে রয়েছে: শরীয়ত মৃত্যুবরণ কারীদেরকে ওয়ারিশদের উপস্থিতিতে তার সমস্ত মাল অসিয়ত করার অনুমতি দেয়নি। যা দ্বারা ওয়ারিশদের ক্ষতি হয় এবং তাদের হক নষ্ট হয়ে থাকে। (বাহারে শরীয়ত ৩/৯৩০)

ষাট বৎসর ইবাদত করা সত্ত্বেও দোযখের ফয়সালা

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: পুরুষ এবং নারীরা ষাট বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ পাকের আনুগত্য এবং অনুসরণ করে থাকেন। অতঃপর তার মৃত্যুর সময় কাছে আসে অতঃপর অসিয়তের ক্ষেত্রে ক্ষতি পৌঁছিয়ে থাকে তো তার জন্য দোযখের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়।

(বাবুন মা জায়া ফিদ দারার ফিল ওয়াছিয়্যত ৪/৪১, হাদিস: ২১২৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: এখানে ষাট বৎসর দ্বারা উদ্দেশ্য হল দীর্ঘ সময় হতে এটার চেয়ে বেশি আর কম সময়। মৃত্যু কাছে আসার দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৃত্যুর নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া নতুবা নির্ধারিত মৃত্যুর সময় আসা বলাটা মুশকিল, অসিয়ত করা অথবা অসিয়তের মধ্যে ক্ষতি পৌঁছানোটা কেমন? (মুফতি সাহেব আরো লিখেছেন) অসিয়তের মধ্যে ক্ষতি পৌঁছানো দ্বারা ওয়ারিশদের ক্ষতি করার নিয়্যতে অসিয়ত করা যে, তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করে বের করা যায়। তখন ওয়ারিশদের সম্পদ কমে যায়, দ্বিতীয়টা হল এই অনুপযুক্ত এবং খারাপ লোকদেরকে অসিয়ত করে নিজের তৃতীয়াংশ সম্পদ কোন খারাপ লোকদেরকে দিয়ে দেয় যেন ওই লোক ওয়ারিশদের সাথে থেকে তাদেরকে সংকীর্ণ করে দেয়। তৃতীয় অবস্থা হল এই প্রথমে অসিয়ত করে ছিল অতঃপর মৃত্যুর সময় অসিয়ত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন অথবা এর মধ্যে কিছু রদ বদল করল যেন অসিয়ত প্রাপ্তদের ক্ষতি হয়। তাদের জন্য দোযখের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়।

এর ব্যাখ্যায় মুফতি সাহেব লিখেছে: অর্থাৎ সে দোযখের হকদার হয়ে যাবে। বাকি থাকল দোযখে যাওয়া এটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার নির্ভরশীল এক্ষেত্রে না হকদার সাব্যস্ত হওয়া আর না প্রবেশ করার।

(মিরআতুল মানাজীহ ৪/৩৮৪)

মুজরিমো কে ওয়াস্তে দোযখ ভী শু'লা বার হে
হার গুনাহ ক্বাছদান কিয়া হে উস্কা ভী ইক্বরার হে

(ওসায়েল বখশীশ, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ۞۞۞ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৩) সন্তানদের সাথে এক সমান আচরণ না করা

যতজন জীবিত সন্তান থাকবে তাদের মাঝখানে ন্যায় বিচার করা উচিত। কাউকে কিছু দেয়া আর কাউকে বঞ্চিত করা এটা না শুধুমাত্র কষ্টের কারণ হয়ে থাকে বরং এটির কারণে ঘৃণা প্রতিহিংসা ও গীবত অপবাদ ইত্যাদি গুনাহের দরজা সমূহ খুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদানকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে সন্তানদের সাথে সমানভাবে ভাল আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাকিদ দিয়েছেন। অতএব, হযরত সায়্যিদুনা নোমান বিন বশীর رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর বর্ণনা যে, আমার পিতা আমাকে নিয়ে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি এ কথার উপর সাক্ষী হয়ে যান যে, আমি আমার ছেলে নোমানকে আমার অমুক অমুক সম্পদ দিয়ে দিয়েছি। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আপনার সমস্ত ছেলেদেরকে এতটুকু পরিমাণ দিয়েছেন যতটুক

www.dawateislami.net

নোমানকে দিয়েছেন? আমার পিতা আরয করলেন: না, তিনি ইরশাদ করলেন, অতঃপর আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে এটার সাক্ষী বানাও তিনি আরো জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কি একথা পছন্দ যে, তোমার সমস্ত সন্তানেরা তোমার সাথে সমানভাবে ভাল ব্যবহার করুক। আমার পিতা আরয করলেন: কেন নয়, তিনি ইরশাদ করলেন: তাহলে তুমি এরকম করো না। (মুসলিম, কিতাবুল হিবা, ৮৭৯ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৬২৩)

হযরত সায়্যিদুনা আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, অনেক জ্ঞানীদের এই হাদিসের উপর আমল ছিল এবং তারা (উপহার দেয়ার সময়) সন্তানদের মাঝখানে সমতা পছন্দ করেন এমনকি একজন বুযুর্গ বলেছেন: সন্তানদের মাঝখানে সমতা করা এমনকি চুম্বন দেয়ার ক্ষেত্রেও সমতা বজায় রাখতে হবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম, বাবুন মা জায়া ফিল নাহল ..... ইলা আখের ৩/৮২, হাদিস: ১৩৭২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এরদ্বারা জানা গেল যে, সন্তানদেরকে সমানভাবে উপহার দিতে হবে। কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দিবে না যে, কাউকে কিছু দিবে না আর কাউকে কিছু দিবে কতিপয় আলেমগণ বলেছেন যে, জীবিত থাকা অবস্থায় ছেলে-মেয়েদেরকে সমান ভাবে দিতে হবে। ছেলেকে দুইগুণ অংশ দেয়া সেটা শুধুমাত্র মিরাছ তথা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের ক্ষেত্রে সেটা উপঢৌকনের ক্ষেত্রে নয়। অনেকে বলেছেন জীবিত অবস্থায় ছেলেকে দ্বিগুণ এবং মেয়েকে একগুণ দিবে, (দুররে মুখতার শামী ইত্যাদি) অনেক বুযুর্গরা মেয়ে সন্তানদেরকে দ্বিগুণ দিতেন এবং বলতেন মেয়েরা মা-বাবার ঘরে মেহমান স্বরুপ, ছেলে স্থায়ী। (মিরআতুল মানাজীহ, ৪/৩৫৩)

www.dawateislami.net

আমি যুলুমের সাক্ষী হব না

কিছু কিছু বর্ণনায় রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা বশীর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার ছেলে নোমানকে একজন গোলাম হাদিয়া দিয়েছিলেন তখন তার স্ত্রী হযরত সায়্যিদুনা ওমরাহ বিনতে রাওয়ানা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেছেন যে, আমি এটার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত রাজি হব না যতক্ষণ আপনি এটার উপর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাক্ষী বানাবেন। যখন তিনি ওই উদ্দেশ্যে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আপনার সমস্ত ছেলেদেরকে সেভাবে দিয়েছেন? তিনি আরয করলেন, না! তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের সন্তানদের মধ্যে ন্যায় বিচার করো, তাছাড়া একটি রেওয়াতের মধ্যে এই শব্দ সমূহ রয়েছে: আমি যুলুমের সাক্ষী হব না। এই কথার উপর ভিত্তি করে হযরত সায়্যিদুনা বশীর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার হাদিয়া ফিরিয়ে নিলেন।

(মিশকাত, কিতাবুল বুয়ূউ বা: ১৭, ১/৫৫৬ হাদিস: ৩০১৯)।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন, এই হাদিসের আলোকে আলিমগন বলেছেন যে, পিতা তার জীবদ্দশায় ছেলে-মেয়ে সমস্ত সন্তানদের মধ্যে সমান আচরণ করবে। ছেলের জন্য দ্বিগুণ অংশ সেটা মৃত্যুর পরে এমনকি ভালবাসা মুহাব্বত এমনকি চুম্বন করার ক্ষেত্রেও সমান আচরণ করতে হবে। (মিরকাত) যদিও প্রকৃতভাবে ছোট সন্তানদের প্রতি অধিক স্নেহ হয়ে থাকে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে বেশি মুহাব্বত করতেন যেহেতু তিনি সবচেয়ে বেশি ছোট ছিলেন।

www.dawateislami.net

(মুফতি সাহেব আরও বলেন) মনে রাখবেন! মুত্তাকী ছেলেকে ফাসিক ছেলের চেয়ে অধিক দেয়া অথবা গরীব, অক্ষম, হাত বিহীন, পা বিহীন সন্তানদেরেকে অন্যান্য সন্তানদের চেয়ে বেশি দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই তা জায়িয। (মিরআতুল মানাজিহ, ৪/৩৫৪)

ইয়া রব বাছা লে তো মুঝে নারে জাহীম ছে
আউলাদ পর ভী বলকে জাহান্নাম হারাম হো

(ওসায়েলে বখশীশ, ৩১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) সন্তানদেরকে কষ্ট দিবেন না

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন, তোমরা নিজ বাচ্চাদেরকে চাপ সৃষ্টি করে কষ্ট দিও না। গলগন্ড রোগ হওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা কুস্ত অবলম্বন করো।

(বুখারী কিতাবুত তিব, বাবুল হুজামত মিনাদ দায়া ৪/২১, হাদিস: ৫৬৯৬)

প্রসিদ্ধি মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: কখনো বাচ্চাদের কন্ঠ নালীর মধ্যে গলগন্ড রোগ হয়ে থাকে এটির চিকিৎসার জন্য স্ত্রীলোকেরা তাদের আঙ্গুলের মধ্যে ঔষুধ লাগিয়ে কন্ঠনালীর মধ্যে হাত ডুকিয়ে চাপ দিতে থাকে যার কারণে বাচ্চাদের অনেক কষ্ট হয় রক্ত বের হয়ে যায়। আমিও বাল্যকালে এই বিপদের শিকার হয়েছিলাম। হুযুর নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা থেকে নিষেধ করেছেন। কুস্তের পন্থা অবলম্বন করো এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুফতি সাহেব

www.dawateislami.net

লিখেন: অর্থাৎ কুস্তে বাহরী পানির সাথে মিশিয়ে রোগীর নাকের মধ্যে ফোটা ফোটা করে পানি দাও যাতে মস্তিস্কের এবং কণ্ঠনালীর মধ্যে পৌঁছে। এই চিকিৎসায় ডাক্তারগণ হতভাগ কেননা গলার টিলা সমূহ থাকে যাকে গলা উঠা বলা হয় গরমের কারণে হয়ে থাকে এবং কুস্তে বাহরীও গরম তাই গরমকে গরম দিয়ে দূর করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ গলাটিলা সমূহ এই ধরনের রক্ত দ্বারা সৃষ্টি হয় যার উপর অতিরিক্ত কফ হয় এবং কুস্তে বাহরী কফ দূর করার ক্ষেত্রে অনেক কার্যকর ঔষুধ তাই এরদ্বারা চিকিৎসা করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/২১৯)

ছেলেদের খতনার ব্যাপারেও খেয়াল রাখবেন

সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন, বাচ্চা হওয়ার সময় এমন হল যে, খতনার মধ্যে যেই চামড়া তুলে নেয়া হয় সেটা তার মধ্যে নেই। তখন খতনা করার প্রয়োজন ছিল না এবং যদি কিছু চামড়া আছে যা টানা যাবে কিন্তু তার জন্য বেশি কষ্ট হবে এবং লিঙ্গের অগ্রভাব স্পষ্ট তখন নাপিতকে দেখানো হবে যদি সে বলে দেয় যে দরকার নেই তখন না করে ছেড়ে দেয়া যাবে। বাচ্চাকে অনর্থক কষ্ট দেয়া যাবে না।

(আল ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহীয়াত, ৫/৩৫৭) (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৮৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) দাওয়াতে ওয়ালীমা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে গরীবদের প্রতি খেয়াল না করা

ওয়ালীমার দাওয়াতে বড় লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া এবং গরীবদের দিকে না তাকানো এর দ্বারা তাদের অন্তরে কষ্ট পাওয়ার কারণ হয়। অতএব আলা হযরত, ইমাম আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: সাবধান! কখনো এরকম করবেন না যে, যারা খাইতে পারে, পান করতে পারে তাদেরকে দাওয়াত দিবেন আর অভাবীদেরকে দাওয়াত দিবেন না কারণ তারাই হলো অধিক হকদার এবং তাদের এটার প্রয়োজন রয়েছে তাই তাদেরকে দাওয়াত না দেয়াটা তাদের অন্তরে কষ্ট দেয়ার মত। মুসলমানদের অন্তরে কষ্ট দেয়া, مَعَاذَ الله! সেটা মহান বিপদ কেননা সেটা সমস্ত আমলকে মাটি করে দিবে। এমন খাবারকে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার বলেছেন, যাদের পেট ভরা তাদেরকে দাওয়াত দিবেন যেটা তাদের কোন দরকার নেই আর ক্ষুধার্তদের বাদ দিয়ে দিবেন যারা আপনার দাওয়াতে আসতে চায়।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৩/১৫৮)

মন্দ খাবার

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার ঐ ওয়ালীমার দাওয়াতের খাবার যারা তাতে আসতে চায় তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এবং যারা আসতে চায়না তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। (মুসলিম, কিতাবুল নিকাহ, পৃষ্ঠা ৭৫ হাদিস: ১১০)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: ওয়ালীমার দাওয়াতের খাবার কে অধিকাংশ লোকদের অবস্থার প্রেক্ষিতে সবচেয়ে মন্দ খাবার বলেছেন যে ওয়ালীমার দাওয়াতের মধ্যে সম্পদ শালীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় কিন্তু অভাবীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়না। তিনি আরো বলেন: ওয়ালীমার খাবার সাধারণত মন্দ নয়। কেননা ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা এবং মানুষদেরকে দাওয়াত দেয়ার হুকুম রয়েছে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলার কারণ হল শেষে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা (অর্থাৎ সম্পদশালীদেরকে দাওয়াত দেয়া এবং অভাবীদেরকে দাওয়াত না দেয়া)। **(ফাইজুল কাদির,হরফুশ শীন ৪/২০৯ হাদিস: ৪৮৭২)**

কাপড়কে খাবার খাওয়াচ্ছি

অনেক জায়গায় নিয়ম অনুযায়ী পাহারাদারকে দন্ডায়মান করা হয় যারা আগত মেহমানদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু তাদের দৃষ্টি ও সাধারণত গরীব সাদাসিধা এবং পুরাতন কাপড় পরিহিত লোকদের প্রতি থাকে। অতএব তারা তাদের থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং ওয়ালীমার দাওয়াতের কার্ড তালাশ করে থাকেন। যদি তারা কোন কারণে কার্ড ফেলে চলে আসে তকণ তাদের ইজ্জত রক্ষ করা কঠিন হয়ে যায়। এই কথাটি একটি কল্পনা মূলক কিন্তু শিক্ষনীয় ঘটনা দ্বারা বুঝে নিন। অতএব এক ব্যাক্তি কোন দাওয়াতে নরমাল এবং পুরাতন কাপড় পড়ে চলে আসলেন তখন দাওয়াতের এন্তেজাম কারীরা তাকে ভিতরে ঢুকাতে দেয়নি এবং তিনি ফিরে চলে আসলেন এবং পরে আবার সুন্দর পোষাক পরে খুব শান শওকত সহকারে দাওয়াতে গেলেন। দাওয়াদ দান কারীরা তাকে চিনে নাই এবং সম্মানের সহিত

www.dawateislami.net

পেন্ডলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। যখন খাবার শুরু হল তখন সমস্ত লোক তাদের পছন্দ অনুযায়ী খাওয়া শুরু করেদিল কিন্তু ঐ ব্যক্তি বাসনের মধ্যে খাবার নিল এবং নিজের কাপড়ের পকেটে নিতে লাগল। নিমন্ত্রণ কারীরা তার দিকে দৌড়ে আসল এবং জিজ্ঞাসা করল: জনাব! আপনি ইহা কি করছেন? খাবার খান! ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল যে মূলত দাওয়াত আমাকে দেয়া হয়নি বরং এই কাপড় সমূহকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে কেননা আমি প্রথমে নরমাল কাপড় পড়ে এসেছিলাম কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। যখন এই পোষাক পরিধান করে আসলাম তখন খুব সম্মান সহকারে আপ্যায়ন করা হল। তাই এই কাপড়দেরকে খাবার খাওয়াচ্ছি। নিমন্ত্রন কারীরা এটা শুনে লজ্জিত হলেন এবং তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) গুদাম জাত করবেন না

প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ অর্থাৎ যে মুসলমানদের খাবার গুদাম জাত করে আল্লাহ পাক তাকে কুষ্ঠ এবং অভাবের মধ্যে রাখবে।

(ইবনে মাজা, কিতাবুত তিজারত বাবুল হেকায়েত ওয়াল জুলব ৩/১৪ হাদিস: ২১৫৫)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন। তার রোজী বা জীবিকা বলার দ্বারা ইশরাতান বলেছেন যে, গুদামজাত করা সাধারণত

নিষেধ, কিন্তু মুসলমানদের উপর গুদামজাত করা অত্যান্ত খারাপ যে, মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া অন্যদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে নিকৃষ্ট।

(মিরআতুল মানাজীহ ৪/২৯০)

গুদামজাত কী?

আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীন ওয়া মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, খাদ্য গুদামজাত করে বিক্রয় করা জায়েজ আছে কিনা? তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه উত্তর দিলেন: খাদ্য কে এই দৃষ্টিতে গুদামজাত করা যে দাম বৃদ্ধি পেলে বিক্রি করবে শর্ত হল ঐ জায়গা থেকে অথবা নিকটবর্তী জায়গা থেকে ক্রয় করেছেন এবং তা না বেচাটা মানুষদের জন্য ক্ষতির কারণ তখন তা মাকরুহ এবং নিষেধ, আর যদি খাদ্য দূর থেকে ক্রয় করে এবং দাম বৃদ্ধি পাওয়ার আশায় থাকে বিক্রয় না করে অথবা তার না বেচাটা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ না হয় তখন তাতে কোন অসুবিধা নেই। (ফাতায়ায়ে রেজভীয়া ১৭/১৮৯)

আরেক জায়গায় আলা হযরত লিখেছেন। হারাম হল এই যে, বস্তীর জন্য আগত খাদ্য নিজেই ক্রয় করে নেয় এবং আটকে রাখে যে যত দাম দিয়ে বিক্রয় করতে ইচ্ছা করে বিক্রয় করে যার কারণে এলাকাবাসীর উপর সংকীর্ণ হয়। এবং মাকরুহ হল ইহা যে তিনি ক্রয় করার কারণে সংকীর্ণতা আসেনা তবে সে আশা করেছিল যাতে মানুষ অভাবের মধ্যে পড়ে পড়ে এবং আমার বেশি লাভ হয়। এবং যখন এই দু অবস্থা থেকে পবিত্র হবে যেমনটি প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে তখন কখনো মাকরুহ ও হবে না। (ফাতায়ায়ে রেজভীয়া ১৭/১৯২)।

গুদামজাত করণ কি শুধুমাত্র খাদ্যের মধ্যে হয়ে থাকে

ছদরুশ শরীয়াহ বদরুত তরীকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেছেন। গুদামজাত করা অর্থাৎ খাদ্য আটকে রাখা নিষেধ এবং বড় গোনাহ এবং ইহা পদ্ধতি হল এই যে, দাম বাড়ার সময় কিনে নিবে এবং তা বিক্রয় করবেনা। বরং আটকে রেখে দিবে মানুষ যখন খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ে তখন দামে বিক্রয় করবে। যদি এই অবস্থা না হয় বরং মৌসুমের সময় খাদ্য কিনে নেয় এবং নিজের কাছে রেখে দেয় কিছু দিন পর যখন দাম বাড়ে তখন বিক্রয় করে ইহা গুদামজাত নয় এবং তাতে নিষেধাজ্ঞা ও নেই। খাদ্য ছাড়া অন্যান্য জিনিসের মধ্যে গুদামজাত নেই। (বাহারে শরীয়ত ২/৭২৫)

মুসলমানদের কষ্টের উপর সন্তুষ্ট ব্যক্তি

হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা: যে আমি ছরকারে দোআলম, শাফেয়ে রোজ সুমার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি, খাদ্য আটকিয়ে রাখা লোক খুবই খারাপ যে, যদি আল্লাহ তায়ালা বাজার দর সস্তা করে তখন সে চিন্তিত হয় এবং বাজার দর বাড়িয়ে দেয় তখন সে খুশি হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৫২৫ হাদিস: ১১২১৫)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদিসের পাদটীকায় লিখেছেন: ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলমানদের কষ্টের উপর খুশি হওয়া এবং তাদের খুশীর উপর অসন্তুষ্ট হওয়া অভিশপ্ত লোকদের কাজ, খুশী এবং পেরেশানী

www.dawateislami.net

উভয় অবস্থায় মুসলমানদের সাথে থাকা উচিত। খাদ্যের অবৈধ বেপরীদের সাধারণ অবস্থা হল এই যে, জিনিসপত্রের দাম কমেছে শুনলে তাদের অন্তর বসে যায়। দাম বাড়ার জন্য অবৈধ কাজ করতে থাকে। বিপরীত ওয়াজীফা পড়ে। মানুষদের দ্বারা অভাবের জন্য দোয়া করায়। আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় সময়মত বৃষ্টি হলে তখন তাদের ঘরে শোকের ছাটা বিছানো হয়। (মিরআতুল মানাজীহ ৪/২৯০)

খাদ্যের দাম বাড়ার জন্য অপেক্ষা কারীর মর্ম

একজন বুজুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার দেশের মধ্যে স্থলে বসবাস করতেন। তিনি গম বর্তী একটি নৌকা বছরা শহরের দিকে পাঠালেন এবং তার তত্ত্বাবধায়কে চিঠি লিখেছেন। যেই দিন এই খাদ্য বছরা পৌছবে ঐ দিনই তা বিক্রয় করে দিবে এবং পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। ঘটনাক্রমে সে সেখানে বাজার দর কম ছিল তখন ব্যবসায়ীরা তার উকিলকে পরামর্শ দিল যে, যদি আপনি এগুলি জুমার দিন পর্যন্ত রাখেন তখন ইহার মধ্যে দ্বিগুন লাভ হবে। অতএব তিনি জুমার দিন পর্যন্ত বেচা কেনা করেননি। অতঃপর যখন পরে বিক্রয় করল তাতে কয়েক গুন লাভ হল। উকিল এই ঘটনা চিঠির মাধ্যমে লিখে মালিকের কাছে পৌছাইয়া দিল। তখন ঐ বুজুর্গ উকিল কে চিঠি লিখালো যে হে অমুক আমি আমার দ্বীনের নিরাপত্তার স্বার্থে অল্প লাভে সন্তুষ্ট হয়ে যাই কিন্তু তুমি ইহার বিপরীত করেছ। আমার ইহা পছন্দ নয় যে, আমার কয়েক গুন লাভ হোক। কিন্তু ইহার বিনিময়ে আমার দ্বীনের কোন বস্তু চলে যাবে। তুমি আমার উপর একটি অপরাধ চাপিয়ে দিয়েছো। তাই যখন তোমার কাছে আমার এই চিঠি

পৌছবে তখন সমস্ত সম্পদ নিয়ে বছরার সমস্ত ফকিরদেরকে দান করে দিবে। আশা করি আমি ফল সঞ্চয় করার গোনাহ থেকে সমান ভাবে মুক্তি পাই যাতে আমার না কোন ক্ষতি হয় এবং না কোন উপকার হয়।

(ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন কিতাব আদাবিল কামব আল বাবুস সালেহ ২/৯৩)

যত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছেন ততটাকা দিয়ে বিক্রয় করে দাও

ইমাম আজম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কখনো কোন ক্রেতার উদাসীনতা এবং অজ্ঞতার কারণে ফায়েদা অর্জন করেনি বরং তিনি তাদের কল্যাণের জন্য উত্তম দিক নির্দেশনা দিতেন। তিনি তার বন্ধুগণ অথবা গরীব ক্রেতা থেকে লাভ করতেননা বরং তার লাভ থেকে ও তাদের কে কিছু কিছু দিয়ে দিতেন। একজন বৃদ্ধা মহিলা তার কাছে আসলো এবং তাকে বলল: (আমার বেশি সামর্থ্য নেই সেইজন্য এই কাপড় আপনি যত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছেন ততটাকা দিয়ে আমার কাছে বিক্রয় করবেন। তিনি বললেন: তুমি চার দেরহাম দিয়ে নিয়ে নাও। ঐ মহিলা বললেন: আমি একজন বৃদ্ধা মহিলা আমার সাথে কেন কৌতুক করতেছেন (কেননা এটা অনেক কম মূল্য)? তিনি বললেন: আমি দুইটি ক্রয় করেছি এবং তম্মোধ্যে একটি কাপড় উভয় কাপড়ের মূল্যের চেয়ে চার দেরহামের কমে বিক্রয় করেছি। এখন ইহা দ্বিতীয় কাপড় যা আমার কেনা মূল্য হল চার দেরহাম। তুমি চার দেরহামের বিনিময়ে নাও। (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৫৯)

www.dawateislami.net

পাঁচ দিনার ফিরিয়ে দিলেন

হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক সম্মানিত বুজুর্গ ছিলেন। তিনি ব্যবসা করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট কয়েক ধরনের কাপড় ছিল কতগুলির দাম ছিল দশ দিনার আর কতগুলির দাম পাঁচ দিনার। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনুপস্থিতিতে তার একজন শিষ্য পাঁচ দিনার মূল্যের কাপড় দশ দিনার দিয়ে একজন গ্রাম্য লোকের কাছে বিক্রয় করে দিল। যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাশরীফ আনলেন এবং ইহা জানতে পারলেন তখন সারা দিন ঐ গ্রাম্য লোকটিকে খুজতে ছিলেন। অবশেষে তাকে পেলেন তখন বললেন: এই কাপড়টি পাঁচ দিনার এর চেয়ে বেশি মূল্যের নয়। গ্রাম্য লোকটি বলল: হতে পারে যে আমি ইহা খুশীমনে দশ দিনার দিয়ে ক্রয় করেছি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যেই জিনিস আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করিনা সেটা অন্য কোন মুসলমান ভাই এর জন্য ও পছন্দ করিনা। সেই জন্য হযরত তুমি চুক্তি শেষ করে দাও অথবা পাঁচ দিনার ফেরত নিয়ে নাও অথবা আমার সাথে আসো এবং দশ দিনারের কাপড় তোমাকে আমি দিব। গ্রাম্য লোকটি পাঁচ দিনার ফেরত নিয়ে নিল এবং অন্য কোন মানুষকে জিজ্ঞাসা করল: ইহা কোন ব্যক্তি মানুষেরা বলল: তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির তখন তিনি বললেন - سُبْحَانَ الله ! তিনি এমন বুজুর্গ লোক যখন বৃষ্টি হয়না তখন খোলা মাঠে গিয়ে তার নাম নিয়ে দোয়া করলে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

(কিমিয়ায়ে সাদাত, দ্বিতীয় রুকন লেনদেন সম্পর্কে বর্ণনা আমলে সুম ১/৩৩৩)

www.dawateislami.net

অনুমতি ছাড়া কারো কোন জিনিস ব্যবহার করবেন না

কারও কলম রুমাল, জুতা, চিরুনী, লেপ, চাদর, তেল, সুরমা এবং মোবাইল ইত্যাদি অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা আমাদের সমাজে ব্যাপক। দেখতে যা সাধারণ মনে হলে ও যদি অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করে ফেলি তখন কিয়ামতের দিন ইহার কারণে পাকড়াও করা হলে আমাদের অবস্থা কেমন হবে? অতএব হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ তানভীহুল মুগতাররীন এর মধ্যে সংকলন করেছেন। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেছেন: একজন ইসরাইলী লোক তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ থেকে তাওবা করল। এবং সত্তর বৎসর লাগাতার এমন ভাবে ইবাদত করল যে দিনে রোজা রাখল এবং রাত্রে জাগ্রত থেকে ইবাদত করেছে। না তিনি কোন ভাল খাবার খেয়ে ছিলেন না কারও ছায়ায় আরম করেছিলেন। তার ইন্তেকালের পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরকম আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: আল্লাহ তায়ালা আমার থেকে হিসাব নিয়েছেন অতঃপর সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন কিন্তু একটি লাকড়ি যা দ্বারা আমি তার মালিকের অনুমতি ছাড়া দাত খিলাল করেছিলাম (এবং এই কাজটি বান্দার হকের মধ্যে ছিল) এবং সেটা ক্ষমা করা বাকী রয়ে গেছে ইহার কারণে আমি এখন বেহেশতে প্রবেশ করতে পারিনি।

(তানবীহুল মুগতাররিন আল বাবুল আউয়াল কাছরাতুল খাউফ মিনাল্লাহ ... ইলা আখের, পৃষ্ঠা ৫১)

www.dawateislami.net

লাঠি ও অনুমতি ছাড়া নিবেন না

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন। মুসলমানদের জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাই এর কোন সম্পদ অন্যায় ভাবে নিবে কারণ আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সম্পদ অন্য মুসলমানদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। এবং ইহা কেও হারাম করে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি তার ভাই এর লাঠি ও তার সন্তুষ্টি ছাড়া নিবেনা।

(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ কিতাবুল বুয়ুউ, বাবুল গাছবি,ইলা আখের ৪/৩০৪, পৃষ্ঠা ৬৮৫৯-৬৮৬০)

অন্তর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের জিনিস হালাল নয়

রাসূলে বেমিছাল বিবি আমেনার লাল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِيْ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْه অর্থাৎ কোন মুসলমান ভাই এর মাল তার অন্তর খুশী হওয়া ছাড়া অন্য জনের জন্য হালাল নয়। **(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদুল বছরীয়িন ৭/৩৮৬ হাদিস: ২০৭২০)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এই হাদিসটি অনেক হুকুম আহকামের উৎসাহ সম্পদের ক্ষতি পূরণ স্বরুপ চুরি করা, কারো মাল লুট করে নেয়া। কারো মাল জোর পূর্বক নিলাম করে দেয়া ঐসবগুলি হারাম। মনে রাখবেন যে দেউলিয়াদের সম্পদ মূলত কর্জদারদের সম্পদ এই জন্য বিচারক দেউলিয়ার অনুমতি ছাড়া নিলাম করে দেয়। উদ্দেশ্য হল অনেক পদ্ধতি ইহার ব্যতিক্রম لَا تَظْلِمُوْا এর অর্থ হল অন্যের উপর জুলুম করিওনা অথবা নিজের উপর জুলুম করিওনা। **(মিরআতুল মানাজীহ ৪/৩১৮)**

www.dawateislami.net

মত গোনাহো পে হো বে বাক তো, ভূল মত ইয়ে হাকীকত কে হে খাক তো,
থাম লে দামানে শাহে লাউলাক তো, সাচ্চী তাওবাসে হো জায়ে-গা পাক তো।

(ওয়ায়েলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৬৫৬)

গাছের কিছু পাতা

একজন ইসলামী ভাই এর বর্ণনা যে আমি জিলহজ্ব মাস ১৪২৯ হিজরীতে আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার বড় শাহজাদা হাজী আবু উসাইদ উবাইদ রেজা আত্তারী আল মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর ঘরে তাশরীফ রত ছিলেন। তাঁর دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দৃষ্টি তার কম বয়স্ক নাতিদের উপর পড়ল যে তারা তাদের ঘরের সাথে লাগানো প্রতিবেশীর গাছের কিছু ছিড়ে নিয়েছিলেন। তখন তিনি অস্থির অবস্থায় মাদানী শিশুদের অনুভূতি দিলেন যে, হে ছোট বাচ্ছারা এটি প্রতিবেশীর গাছ এবং আপনারা অন্যদের গাছ থেকে পাতা ছিড়লেন এমন কাজ করিওনা অতঃপর তিনি বললেন রেজা (আবু উসাউদ হাজী উবাইদ রেজা) কে বলতেছি তুমি ঐ বরাবর ঘরের মালিকের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিবে।

কোন ব্যক্তির দেয়ালের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা কেমন?

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যেই জিনিস ব্যবহারের কারণে কমেনা সেটা মালিকের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে যেমন কারো বাতির আলোতে পড়া লেখা করা কোন ব্যক্তির দেয়ালের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া, বিশ্রাম নেয়া। (মিরআতুল মানাজিহ, ৮/১৭৭)

ওয়াকফের জিনিসের ব্যবহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওয়াকফের জিনিসও শরীয়তের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা জায়েজ নেই। ইহার মধ্যে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু আফসোস! ওয়াকফের বস্তু সমূহকে ফ্রি পাওয়া সম্পদ মনে করে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করে। আমাদের পূর্ববর্তী গণ এই ব্যাপারে কতটুকু সতর্ক ছিলেন এই ঘটনার দ্বারা বুঝেনাও। অতএব;

নিজের বাতি জালিয়ে দিলেন

একজন খলিফার হেফাজতে আগত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হল বায়তুল মাল অর্থাৎ সঞ্চয় কৃত সম্পদ এই জন্য তার আমানত দারীর মূল পরিমাপক তাকেই স্থির করা হয়েছে। অবস্থা সমূহ এবং ঘটনাবলী বর্ণনা করে থাকে যে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আজীজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আমানত দ্বারী সবসময় এই মান দন্ডের উপর পুরোপুরি ভাবে চলেছিল। তিনি রাতের বেলায় খেলাফতের কাজ বায়তুল মালের বাতির আলোতে করতেন এবং যখন নিজের কোন কাজ করতে হত তখন ঐবাতি নিভে দিয়ে নিজের বাতি জ্বালাতেন এবং কাজ করতেন। অনুরুপ একটি শিক্ষনীয় ঘটনা দেখে নিন। অতএব হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আজীজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট রাতের বেলায় দূর থেকে একজন দূত আসলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তখন আরাম করার জন্য শোয়ে গেলেন কিন্তু তাকে ভিতরে আসার জন্য অনুমতি দিয়েছিল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার এলাকার অবস্থা সমূহ বিস্তারিত ভাবে জিজ্ঞাসা করতে ছিলেন যে, সেখানে মুসলমান এবং জিম্মিদের অবস্থা কেমন?

www.dawateislami.net

জিনিসের বাজার দর কেমন? মুহাজির এবং আনসার গণের সন্তানদের কী অবস্থা? মুসাফির এবং ফকিরদের অবস্থা কী রকম? হকদ্বার কে তার হক দেয়া হচ্ছে? কারো কি কোন অভিযোগ নেই? গভর্ণর তো কারও উপর কোন অন্যায় আচরণ করেনি? অনুরুপ ভাবে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক একটি বিষয় সম্পর্কে পুংখানো পুংখানো ভাবে জিজ্ঞাসা করতে ছিলেন এবং দূত তার জ্ঞান অনুযায়ী উত্তর দিতে ছিলেন। যখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রশ্ন করা শেষ হল তখন দূত তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার শরীর কেমন আছে? এবং পরিবার পরিজন সম্পর্কে ও জিজ্ঞাসা করলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আজীজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাড়াতাড়ি ফুক দিয়ে বাতি নিভাইয়া দিলেন এবং অন্য বাতি আনার জন্য আদেশ দিলেন অতএব একটি নরমাল সাধারণ বাতি আনা হল। যার আলো একেবারে কম। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন হ্যাঁ, এখন তুমি যা চাও জিজ্ঞাসা কর। তিনি তাঁর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পরিবার বর্গ এবং তার সাথে সম্পৃক্ত লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তর দিতে ছিলেন। বাতি নিভিয়ে দেয়াতে দূত খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়ে ছিলো। অতএব তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি এই ধরনের একটি অভিনব কাজ কেন করলেন? তিনি বললেন, সেটাকি? তিনি আরজ করলেন: যখন আমি আপনার এবং আপনার পরিবার বর্গের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি বাতি নিভিয়ে দিলেন কেন? তিনি বললেন হে আল্লাহর বান্দা! যেই বাতি আমি নিভিয়ে দিয়েছি সেটা মুসলমানদের সম্পদের আলোকিত ছিল। তাই যতক্ষণ আমি তোমার থেকে মুসলমানদের অবস্থা প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করতে ছিলাম ততক্ষন তা আলোকিত

www.dawateislami.net

ছিল। অনুরুপ ভাবে এইগুলি মুসলমানদের কাজ এবং তাদের প্রয়োজনে আমার কাছে আলোকিত ছিল। কিন্তু যখন তুমি আমার সত্ত্বা সম্পর্ক এবং পরিবার বর্গ সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু করে দিলে তখন আমি মুসলমানদের সম্পদ আলোকিত বাতি নিভিয়ে দিলাম এবং আমার নিজের বাতি জ্বালাইয়া দিয়ে ছিলাম। (সিরাতে ইবনে আব্দুল হেকম, পৃষ্ঠা ১৩৩)

এসে রহা করো কে করে লোক আরজু
এসে চলন চলো কে জামানা মিছাল দে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিলাওয়াত করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দিবেননা

ইসলামী শরীয়তের মধ্যে বান্দার হকের প্রতি এমন ভাবে খেয়াল রাখা হয়েছে যে কোরআনুল করীমের মত বরকতময় কিতাব তিলাওয়াত কারীকেও এত আওয়াজে তিলাওয়াত করার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে। যার কারণে সে নিজে কষ্ট পায় অন্য কেউ নয়। অতএব হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়ারা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর বয়ান যে, রাতের বেলায় নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেরাত এই ভাবে ছিল যে কখনো বড় আওয়াজে পড়তেন আবার কখনো ছোট আওয়াজে পড়তেন।

(আবু দাউদ কিতাবুত তাতাওয়ু ২/৫৪ হাদিস: ১৩২৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসি্র হাকীমূল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযে কখনো বড় আওয়াজে কেরাত পড়তেন। এবং কখনো ছোট আওয়াজে কেরাত পড়তেন অর্থাৎ একাকী ভাবে তাহাজ্জুদ পড়লে তখন বড় আওয়াজে কেরাতে পড়তেন আর যদি সেখানে কোন ঘুমন্ত

www.dawateislami.net

ব্যাক্তি থাকত তখন আস্তে আাস্তে কেরাত পড়তেন ঐ ঘুমন্ত লোকের কষ্ট না হয়। (মিরআতুল মানাজীহ ২/২৪২)

তিলাওয়াতে বড় আওয়াজে করা উত্তম তবে কখন?

আলা হযরত মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা আওয়াজ করে ভাল না আস্তে আস্তে করা ভাল? তিনি উত্তর দিলেন! কুরআনুল করীমের তিলাওয়াত বড় আওয়াজে করা উত্তম কিন্তু না এত আওয়াজে যার কারণে নিজের কষ্ট হয় অথবা কোন নামাযী অথবা জিকির কারীর কাজে অসুবিধা হয় অথবা কোন বৈধ ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের মধ্যে অসুবিধা হয় অথবা কোন রোগীর কষ্ট হয় অথবা বাজার অথবা মহাসড়কের হউক অথবা মানুষেরা নিজ নিজ কাজের মধ্যে ব্যস্ত রয়েছে এবং কোন শ্রোতা উপস্থিত নেই এই সমস্ত অবস্থায় কোরআন শরীফ আস্তে পড়ার হুকুম রয়েছে। আল্লাহ তাআলা অধিক জ্ঞাত। (ফাতায়ায়ে রযভীয়া ২৩/৩৮৩)

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আওয়াজে করা কেমন?

ছদরুশ শরীয়াহ বদরুত তরীকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: প্রয়োজনের চেয়ে এত বড় আওয়াজে তিলাওয়াত করা যার কারণে নিজের ও অপরের কষ্ট হয়। তা মাকরুহ।

(রদ্দুল মুখতার, কিতাবুছ ছালাত, ফাছলুন ফিল কেরআত ২/৩০৪) (বাহারে শরীয়ত ১/৫৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৯) মুক্তাদীদেরকে কষ্ট দিবেন না

নামাযের ইমামদেরকেও মুক্তাদীদের কষ্টের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য বলা হয়েছে। অতএব ফাতায়ায়ে রযভীয়া ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪ এর মধ্যে রয়েছে। হুজুর আকদস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে ফজরের নামাযে একটি বাচ্ছার কান্নার আওয়াজ শুনে এই রহমত পূর্ণ খেয়াল পূর্বক যে তার মা জামাআতের মধ্যে উপস্থিত আছে কেরাত দীর্ঘ হওয়ার কারণে বাচ্চা কান্না করবে অন্য দিকে মায়ের অন্তর অস্থির হবে শুধুমাত্র সূরা ফালাক এবং সূরা নাস দ্বারা নামায পড়িয়ে দিয়েছিলেন। صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ (ফাতায়ায়ে রযভীয়া ৬/৩২৪)

বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনে নামায সংক্ষেপ করে দিতেন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে ছরকারে মদীনা মুনাওয়ারা সরদারে মক্কা মুকাররমা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, আমি যখন নামায শুরু করি তখন তা লম্বা করতে চাই যখন নামায বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনি তখন নামায সংক্ষেপ করে নিই। কেননা বাচ্চার কান্নার কারণে তার মায়ের পেরেশানি আমি জানতে পারি। (বুখারী কিতাবুল আজান, ১/২৫৩ হাদিস:৭০৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: যেহেতু হুযুর নবী করীম রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিছনে স্ত্রীলোকেরাও নামায পড়তেন যারা নিজেদের সন্তানদের কে ঘরে রেখে আসতেন যখন ঘরের থেকে বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ আসত তখন প্রিয় নবী রাসূলে পাক

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের মাদের প্রতি খেয়াল রেখে নামায সংক্ষেপ করতেন। (মিরআতুল মানাজীহ, ২/২০৩)

কেরাত দীর্ঘ করবেন না

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লিখেছেন: ইসলামী শরীয়ত মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার কাজকে খুব দৃঢ়ভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। মুসলমানদের কষ্ট হলে অনেক সময় সুন্নাতের উপর আমল করা হারাম হয়ে যায়। উদাহারণ স্বরুপ ফজর এবং যোহরের নামাযে তাওয়ালে মুফাচ্ছল (সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত সূরা সমূহ কে তাওয়ালে মুফাচ্ছল বলা হয়) পূর্ন দুই সূরা প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহার পর একবার করে পড়া সুন্নাত। আর একটি বর্ণনা মতে ফজর এবং যোহরের মধ্যে সূরা ফাতিহা ছাড়া সমষ্টি গত ভাবে চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ এবং দ্বিতীয় বর্ণনা মতে ৬০ আয়াত থেকে শুরু করে ১০০ আয়াত পর্যন্ত পড়া যায়। (ফাতাওয়ায়ে রযভীয়া ৬/৩২৪) নিশ্চয় কোন রোগী অথবা এমন মানুষ নামাযের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে যার তাড়া রয়েছে এবং দেরী হলে পরে অসুবিধা হবে এখন এই অবস্থায় কষ্ট পাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ করে কেরাত পড়া হারাম। আমাদের আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ফাতাওয়ায়ে রযভীয়া ৬ষ্ঠ খন্ডের ৩২৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন: এতটুকু পর্যন্ত যে যদি এক হাজার মানুষের জামাআত হয় এবং ফজরের নামায এবং খুব বেশি সময় আছে এবং জামায়াতের মধ্যে ৯৯৯ জন মানুষ আন্তরিক ভাবে চাইতেছে যে ইমাম বড় বড় সূরা পড়ুক কিন্তু একজন অসুস্থ ব্যক্তি অথবা দূর্বল বৃদ্ধ অথবা কোন কাজের মানুষ যার উপর কেয়াম দীর্ঘ করলে কষ্ট হবে এবং ভারী হবে তখন ইমামের জন্য

হারাম হবে কেরাত দীর্ঘ করা বরং হাজারের মধ্যে এক জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে নামায পড়িয়ে দিবে। যে ভাবে হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু ঐ মহিলা এবং তার বাচ্চার প্রতি খেয়াল করে ফজরের নামায সূরা ফালাক এবং সূরা নাস দ্বারা পড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র উপর কেরাত লম্বা করার কারণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে ছিলেন। এমন কি প্রিয় নবীর চেহারা মোবারক জালালিয়তের কারণে লাল বর্ণ ধারণ করেছিল এবং বলেছিল ; আপনি কি মানুষদেরকে ফেতনার মধ্যে নিক্ষেপ কারী! আপনি কি মানুষদেরকে ফেতনার মধ্যে নিক্ষেপ কারী! আপনি কি মানুষদেরকে ফেতনার মধ্যে নিক্ষেপ কারী! হে মুয়াজ।

(ফাতাওয়ায়ে রযভীয়া ২/৩২৫) (জিকির ওয়ালী নাত খাওয়ানী, পৃষ্ঠা ১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২০) শিক্ষককে কষ্ট দেয়া

দ্বীনি শিক্ষক রুহানী পিতার সমান মর্যাদা রাখে তাই শিক্ষর্থীদের উচিত যে তাদের নিজের বেলায় প্রকৃত পিতার চেয়েও আরো বেশি আন্তরিক মনে করে এবং তাদের কে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে। তাফসীরে কবীরের মধ্যে রয়েছে। শিক্ষক ছাত্রদের জন্য নিজের বাবা মায়ের চেয়ে ও আন্তরিক হয়ে থাকে। কেননা পিতা মাতা তাকে পৃথিবীর আগুন এবং বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে যেখানে শিক্ষক তাকে জাহান্নামের আগুন এবং আখিরাতের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে। (তাফসীরে কবীর ১/৪০১)

www.dawateislami.net

এলমের বরকত থেকে বিরত থাকবে

আলা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযভীয়া ২৩ তম খন্ডের ৬৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: আলেমগন বলেছেন যার কারণে তার শিক্ষক কোন ধরনের কষ্ট পেয়েছে সে এলমের বরকত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

শিক্ষকের হক সমূহ

আল্লামা হযরত মুজাদ্দেদে দ্বীন ওয়া মিল্লাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিভিন্ন গ্রহণ যোগ্য কিতাবের রেফ্যারেন্সে শিক্ষকের হক সমূহ বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম হল এই আলেমের যেভাবে জাহেলের উপর হক রয়েছে অনুরুপ ভাবে ছাত্রের উপর শিক্ষকের হক রয়েছে। আর সেগুলি হল এই - ১. তার সাথে প্রথমে কথা বলা শুরু করবেনা। ২. তার স্থানে তার অনুপস্তিতিতে ও বসবেনা। ৩. চলার সময় তার আগে হাটবেনা। ৪. নিজের কোন বস্তু দিয়ে শিক্ষকের খেদমত করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করবেনা অর্থাৎ যা কিছু তার দরকার হয় আনন্দে চিত্তে উপস্থিত করবে এবং উহা কবুল করার উপর নিজের উপর অনুগ্রহ এবং নিজের সৌভাগ্য মনে করবে ৫. তার হককে নিজের মা বাবা এবং সমস্ত মুসলমানদের উপর অগ্রগণ্য রাখবে ৬. এবং যদি তার থেকে একটি অক্ষর পড়ে থাকেন তাকে ও সম্মান এবং ভদ্রতা দেখাবে ৭. যদি সে ঘরের ভিতরে থাকে তখন বাহির থেকে দরজা বন্ধ করবেনা বরং তুমি নিজেই সে বাহির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ৮. নিজের পক্ষ থেকে তাকে কোন কষ্ট দিবেনা যার কারণে শিক্ষকের

www.dawateislami.net

কোন প্রকারের কষ্ট হয়। ঐ সমস্ত ছাত্ররা এলমের বরকত থেকে বঞ্চিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে রযভীয়া ২৪/৪১২)

শিক্ষককে ধোকা দেয়া অত্যন্ত খারাপ কাজ

নিজের শিক্ষককের নিজের পক্ষ থেকে ইবারত বানিয়ে ধোকা দান কারী শিক্ষার্থী সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিল উত্তরে ইমাম আহলে সুন্নাত মাওলা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ভুল জানা সত্ত্বেও ইহার উপর অটল থাকা এবং বড়ত্ব দেখানো একটি কবীরা গোনাহ। আলেমদের শব্দ সমূহের মধ্যে কিছু শব্দ নিজের থেকে সংযুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া দ্বিতীয় কবীরা গোনাহ, আলেমগন এবং নিজ শিক্ষকদেরকে ধোকা দেয়া বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে তৃতীয় কবিরা গোনাহ এই সবগুলি ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

(পারা:১, সূরা বাক্বারা: ৪২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং সত্যের সাথে বাতিলকে মিশ্রিত করো না আর দেখে-জেনে সত্যকে গোপন করো না।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾

(পারা: ১, সূরা বাক্বারা: ৭৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্যই, তাদের আপন হাতে (কিতাব) রচনার কারণে। আর দুর্ভোগ তাদের জন্যই, তাদের এ (অবৈধ) উপার্জনের দরুন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾

(পারা ১, সূরা বাক্বারা: ৭৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ বুঝার পর সেটাকে জেনেশুনে বিকৃত করতো।

(ফাতাওয়ায়ে রযভীয়া ২৩/৬৮২)

আদব উস্তাদে দ্বীনি কা মোজে আতা করদো
দিল ওয়া জাঁ সে কারো উন কী ইতাআত ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়ায়েলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৩৩১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২১) বুজুর্গদেরকে কষ্ট দেয়া

আবুল হাসান আলাভীর বর্ণনা: আমি একবার ঘরের মধ্যে ছিলাম এবং বললাম অমুক হালাল পাখিটি বুনার জন্য চুলার মধ্যে লটকিয়ে দাও। আমি সময়মতো এসে খেয়ে নেব। অতঃপর আমি হযরত সায়্যিদুনা জাফর খুলদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর খেদমতে সাক্ষাত করার জন্য উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন আজ রাত এখানে থেকে যান। আমার অন্তর যেহেতু পাখী খাওয়ার জন্য ফেসে গেছে তাই আমি কোন একটি বাহানা করে ঘরে পৌছে গিয়েছিলাম। গরম বুনা পাখীটি দস্তর খানার মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছিল, সাথে সাথে একটি কুকুর ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে গেল এবং ঝাপটা মেরে বুনা পাখীটি নিয়ে ফালিয়ে গেল। ঐ পাখীর বেঁচে যাওয়া জুল সেবিকা আনতেছিল যে তার কাপড়ের আচল ঝটকা লাগার কারণে জুল সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর যখন সকাল বেলা আমি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জাফর খুলদী

www.dawateislami.net

رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাকে দেখতেই বলতে লাগলেন: যেই ব্যক্তি মাশাইখদের অন্তরের প্রতি খেয়াল রাখে না তাদের অন্তরে কষ্ট পাওয়ার জন্য কুকুর লাগিয়ে দেয়া হয়।

(আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, পৃষ্ঠা ৩৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল বুজুর্গদের কথা মেনে চলা এবং তারা যে আদেশ দেয় তা পালন করার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে। আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে চালাকি করা এবং বাহানা করা কোন কাজে আসবে না।

বিলায়াতের মানদন্ড

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা কারক হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বর্ণনা: পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর এলাকার এক ব্যক্তি মুফতি আজম হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল এবং অনেক সম্মান করেছিলেন। যখন হযরত আরাম করার জন্য শোয়ে গেলেন তখন ঐ ব্যক্তি সারারাত ঘুমাননি বরং জাগ্রত ছিলেন। হযরত সেখানে ও তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেন নি। ফজরের আযানের পর যখন আমি নিয়ম অনুযায়ী উপস্থিত হয়ে জাগ্রত করে দিলাম তখন তিনি উঠলেন এবং নিজের অভ্যাস অনুযায়ী আকাশ ফর্সা হওয়ার পর জামাআত সহকারে ফজরের নামায পড়লেন। নাস্তা খাওয়ার পর আমরা সেখান থেকে বিদায় নিলাম, শোনা গেল যে, ঐ ব্যক্তি বলতে লাগল যে, অনেক প্রসিদ্ধ ছিল যে অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন। আমি তার মধ্যে বুজুর্গির কোন কিছু দেখি নাই, তিনি

তাহাজ্জুদের নামায পড়েন নি। ঐ লোকটি আক্ষেপের শিকার হলেন এবং তার ঘরে আগুন লেগে গিয়েছে। সমস্ত ঘর এবং সমস্ত সম্পদ, আসবাবপত্র সব কিছু জ্বলে গিয়েছিল, হাজার হাজার নোট ঘরের মধ্যে ছিল সব জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। শুধু মাত্র শরীরের কাপড় টি বেঁচে ছিল। এই ক্ষতির কারণে তিনি অর্ধেক পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আশেপাশের আলেমগণ তাকে সর্তক করলেন যে তুমি কোন একজন আরেফ এবং কামেল লোকের সাথে বিয়াদবি করেছো ইহা এই কাজের শাস্তি। এখন তার পাশে আসল কিন্তু কী করবে? অন্তরে তাওবা করল, নম্রতা এবং কান্নাকাটি শুরু করেছিল। ঘটনাক্রমে এক বৎসর পর হযরত মুফতিয়ে আজম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই এলাকায় আবার তাশরীফ আনলেন তখন ঐ লোকটি উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং হযরত কে আবার তার ঘরে নিয়ে গেলেন এবং মুরীদ হলেন এখন সে একজন স্বচ্ছল মানুষ, এই ধরণের আরও অনেক ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে।

(জাহানে মুফতি আজম হি...পৃ:৩৩২)

কথা না মানার পরিণতি

হয়রত মাওলা হাফীজুর রহমান সাহেব মরহুম এর বর্ণনা: একবার আমি আমার নিকটতম একজন আত্মীয় এর সাথে মুফতিয়ে আজন হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য উপস্থিত হলাম। সাক্ষাত করার পর হযরত মেহমানদ্বারী করার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন তখন আমরা থেমে গেলাম, এই সময়ে শাহ জাহানপুর থেকে কিছু মুহাব্বতকারী লোক উপস্থিত হলেন, হযরতের হাতে চুমা দিলেন এবং বসে গেলেন এবং

www.dawateislami.net

তাড়াতড়ি রাওয়ানা শুরু করে দিলেন। হযরত তাদেরকে বিশেষ ভাবে থামার জন্য বলেছিলেন কিন্তু তারা থামেনি বরং জংশনের দিকে যাওয়া শুরু করে দিলো। তারা ট্রেন পাইনি এর পর বসে ষ্টেশনের দিকে গেলেন সেখানেও কোন বাস পায়নি। বাস ষ্টেশনের ম্যানেজার বলল আজ শাহজাহান পুরে কোন বাস যাবে না সকাল বেলা যাবে। অন্তরে কষ্ট পেয়ে হযরতের দরবারের দিকে রওয়ানা হলেন হযরত ঐ লোকগুলি যাওয়ার পর মাওলানা হাফীজুর রহমানকে বলেছিলেন যে এই সব লোক কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসবে তাদের না কোন ট্রেন মিলবে না কোন বাস মিলবে। কিছুক্ষণ পরে অনেক পেরেশান হয়ে হযরতের দরবারে আসলেন, তাদেরকে দেখে মাওলানা হাফীজুর রহমান হাসতে লাগলেন, হুজুর মুফতিয়ে আজম হিন্দ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও মুচকি হাসলেন এবং সমস্ত লোকদের সাথে বসে খাবার খেলেন।

(জাহান মুফতি আজম হিন্দ পৃষ্ঠা৯১২)

তাড়াপনা উস তরহে বুলবুল কে বাল ওয়া কারণ হলে
আদব হে লাজেমী-শাহোকে আস্তেনে কা।

(২২) তাওবা করার পর গোনাহের উপর লজ্জা দেয়া

গোনাহের অভ্যাস অনেক খারাপ এবং তা থেকে তাওবা করা অনেক ভাল কাজ অতঃপর যে গোনাহের রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে তাকে ঐ গুণাহ সমূহের উপর লজ্জা দেয়া অনেক বড় খারাপ কাজে, "কাল পর্যন্ত তুমি চুরি করতে ছিলে আর আজ অনেক সৎ মানুষ হয়ে গেছ" কালকে নিজেই নামায পড়নি আর আজকে ঈমাম হয়ে গেছ" এই ধরণে বাক্য বলে আঘাত করা অনেক বেশি অন্তরে আঘাত করা।

www.dawateislami.net

নিজেও ঐ গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে

দরবারে আলী ওয়াক্কার মদীনার তাজদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে তার ভাইকে কোন গুণাহের উপর লজ্জা দিবে সে এতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ না সে নিজেই ঐ গুনাহ করবে। (তিরমিযী, কিতাবু ছিফা তিল কিয়ামত ১১৮ ৪। ২২৬ হাদীস নং ২৫ ১৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ গুনাহ যা থেকে সে তাওবা করেছে অথবা এমন পুরাতন গুনাহ যা মানুষ ভুলে গেছে অথবা গোপনীয় গুনাহ যা সর্ম্পকে মানুষ জানে না এবং লজ্জা দেয়াটা তাওবা করার জন্য নয় শুধুমাত্র রাগের কারণে অথবা জেলখানায় প্রবেশ করার জন্য যে “আর ততক্ষণ পর্যন্ত মরবেন যতক্ষণ না নিজে করবে” এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুফতি সাহেব লিখেছেন। অর্থ্যাৎ তার মৃত্যুের পূর্বে ঐ গুনাহ নিজে করবে এবং তাতে দুর্নাম হবে। মজলুমের বিনিময় আল্লাহ তায়ালা জালেম থেকে নিজেই নিয়ে থাকেন। মুফতি সাহেব আরো লিখেছেন: এখানে গুনাহগার তাওবা করেছেন। এই ধরণের গুনাহ ও উল্লেখ করা উচিত নয় যেই গুনাহ বান্দা করেছে। ইহা থেকে লজ্জা দেয়া যদি তাওবা করানোর জন্য হয় তখন সেটা হবে তাবলীগ এবং ইহার উপর যাওয়ার দেয়া হবে।

(মিরআতুল মানাজীহ ২৬/৪৭৩)

(২৩) বিদ্রুপ ভাবে কথা বলা;

হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত যে হযরত সায়্যিদুনা জুবাইর বিন আওয়াম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এবং এক আনসারী ব্যক্তির

www.dawateislami.net

মাঝখানে গ্রীষ্মকালে একটি নালা নিয়ে ঝগড়া হল। এই কথাটা রাসূলের দরবারে পেশ করা হল তখন হুজুর সাহেবে লাউলাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন: হে জুবায়ের। আপনি পানি দিয়ে দেয়ার পর আপনার প্রতিবেশীর দিকে ছিড়ে দিবেন আনসারী বলল: তিনি আপনারও ফুফাতো ভাই। এই কথার উপর হুজুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল অতঃপর বললেন: হে জুবাইর পানি দাও অতঃপর পানি আটকিয়ে রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত মেন্ড ফিরে যায় অতঃপর আপনার প্রতিবেশীর দিকে ছেড়ে দাও। (এই হাদীস বর্ণনা করার পর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শিহাবুদ্দীন জুহুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন[১]) অর্থ্যাৎ এখন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জুবাইর কে তার সমস্ত হক নেয়ার জন্য স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়েছেন যখন আনসারী তাকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন অথচ হুজুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুইজনকে এমন পরমার্শ দিয়েছিলেন যাতে উভয়ের জন্য জায়গা ছিল।

(বুখারী, কিতাবুত তাফসীর কবু ফালা ওয়া রাব্বিকা-ইলা আখের ৩/২০৫ হাদীস নং ৪৫ ৮৫)

প্রসিদ্ধ মুফাসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের বিভিন্ব অংশের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিম্নে তা বর্ণনা করা হল- এই দুনো জনের ক্ষেত সমান সফল ছিল যা ঐ নালা থেকে সেচ দেয়া যেত। ঝগড়া হল আগে পানি দেয়া নিয়ে আনসারী বলল প্রথমে আমি পানি দিব, জুবাইর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলল প্রথমে আমি পানি দিব কেননা তার ক্ষেত উপরে ছিল যে দিক থেকে পানি আসত এবং আনসারীর ক্ষেত নিচে ছিল যে দিকে পানি যায় এবং

---

১. وَهَذَا الْكَلَامُ لِلزُّهْرِيِّ ذَكَرَهُ إِدْرَاجًا (উমদাতুল ক্বারী- কিতাবুল তাফসীর ১২/৫৩৮ হাদীস ৪৫ ৮৫)

www.dawateislami.net

উপরের ক্ষেতে আগে পানি দেয়া হয়। (ইহার উপর আনসারী বলল। এবং তিনি আপনার ফুফাতো ভাই এর ব্যাখ্যায় মূফতি সাহেব লিখেছেন) অর্থাৎ আপনি এই বিচারের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার প্রতি পক্ষ পাতিত্ব করেছেন। ব্যাখ্যা কারকগণ বলেছেন যে, এই লোকটি আনসার গোত্রের ছিল কিন্তু মুমিন ছিল না অথবা ইয়াহুদী ছিল অথবা মুনাফিক ছিল কিন্তু এটার উপর প্রধান্য ছিল যে, মুসলমান ছিল কিন্তু নতুন মুসলমান নবীর আদাব সর্ম্পকে জানত না (মিরকাত) আশিয়্যায় বলা হয়েছে: এই লোকটি মুনাফেকই ছিল। যেভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাহ আনসার গোত্রের লোকছিল। কিন্তু মুনাফিক ছিল তাকে এই জন্য হত্য করা হয় নি যে, মুনাফিককে হত্য করা যায় না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

হুজুর আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ আনসারীর কথায় বেশি কষ্ট হয়েছিল যার কারণে তার চেহারা মোবারক লাল হয়ে গিয়েছিল। মুনাফিক এবং দরবারে রেসালত সর্ম্পকে অনবহিত লোকদের থেকে অনেক সময় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কথা শুনে কষ্ট পেতেন কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করতেন, ("হে জুবাইর পানি দাও অতঃপর পানি আটকিয়ে রাখ যতক্ষণ ক্ষেতের কিনারা পর্যন্ত ডুবে যায় অতঃপর আপনার প্রতিবেশির দিকে ছেড়ে দাও। এর ব্যাখ্যায় মূফতি সাহেব লিখেছেন) প্রথমে তো তিনি বলেছিলেন যে, হে জুবাইর তোমার ক্ষেত ভিজিয়ে পানি ঐ আনসারির ক্ষেতের দিকে ছেড়ে দাও এখন পূরা হক জুবাইর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে দিয়ে দিলেন যে প্রথমে তোমার ক্ষেতে পানি দাও অতঃপর এত দেরী পর্যন্ত পানি আটকিয়ে রাখ আশপার্শ্বের কিনারা পর্যন্ত পৌছে যায় এবং ক্ষেত পুরাপুরি ভাবে ভিজে যায় তার পর আনসারীকে দাও,

অর্থাৎ প্রথমে আনসারীকে প্রধান্য দেয়া হয়েছিল এবং হযরত জুবাইর رَضِیَ اللہُ عَنْهُ কে সৎ চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল কিন্তু যখন আনসারী তা পুরো উপকার লাভ করেনি বরং উল্টা অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন প্রত্যেককে পূর্ণ হক দিয়ে দেয়া হয়েছে প্রথমে ছিল অনুগ্রহ এখন হল ন্যায়বিচার। (মিরআতুল মানকীহ ৪/৩৪০)

মুখদ্বারা কষ্ট দেয়ার পরিণতি:

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে এক ব্যক্তি আরজ করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অমুক স্ত্রীলোকে নামায রোজা এবং দান সদকা বেশি বেশি করেন কিন্তু তিনি প্রতিবেশিদেরকে গালি দেন। নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: তিনি আগুনের মধ্যে: লোকটি আবার বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অমুক স্ত্রীলোক নামায, রোজা এবং দান সদকা কম করে থাকেন তবে তিনি কিছু পনির মানুষকে দান সদকা করেন এবং প্রতিবেশির সাথে ভাল আচরণ করেন। মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন তিনি বেহেশতী। (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবি হুরায়রা ৩/৪৪১ হাদীস নং ৯৬৮১)

প্রসিদ্ধ মূফাসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের টিকায় লিখেছেন: মুখের আলোচনা এইজন্য করা হয়েছে যে, অধিকাংশ মানুষ মুখ দিয়ে অন্যদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকেন। ঝগড়া করা, তর্ক করা, গীবত করা, চোগলখুরী করা ইত্যাদি মুখের আঘাত তরবারীর আঘাতের চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক হয়ে থাকে যে এটা মলম দ্বারা ভাল হয়ে যায় কিন্তু মুখের আঘাত ভালো হয়

না, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَام وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَان কোন একজন শায়ের এই লাইনের অর্থ এইভাবে করেছেন: "তিনি আগুনের মধ্যে রয়েছে এর ব্যাখ্যায় মুফতি সাহেব বলেছেন: অর্থ্যাৎ এটা হল জাহান্নামীদের কাজ। যদি এই ইবাদত কারিণী মহিলা নিজের খারাপ ভাষার জন্য তাওবা না করে তাহলে সে প্রথমত জাহান্নামে যাবে। নফলের কারণে মানুষের হক মাফ হয় না অতঃপর সাজা ভোগ করে বেহেশত যাবে তাই এই হাদীস টি ঐ নিয়মের বিপরীত নয় যে সমস্ত সাহাবা ন্যায়পরায়ণ কেউ ফাসেক নয়। কিছু সাহাবা থেকে গুনাহ সংগঠিত হয়েছে কিন্তু তা স্থায়ী ছিল না বরং তারা তাওবা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

মুফতি সাহেব আরো বলেন: এই পবিত্র হাদীস দ্বারা আমাদের কান খুলে যাওয়া উচিত আমাদের মধ্যে অনেকে মূল বাদ দিয়ে শাখা নিয়ে চেষ্টা করে ফরজের দিকে দৃষ্টিপাত করে না বরং নফল নিয়ে জোরাজুরি করে। লেনদেন খারাপ ওয়াজীফা এবং চিল্লার গুরুত্বারোপ করা, ঔষধের সাথে সাথে নিষেধ মূলক বস্তু থেকে দূরে থাকতে হবে

(মিরআতুল মানাজীহ ৬/৫৭৭)

মাদারেজুন্নবুয়াতের মধ্যে রয়েছে যে, যখন ইকরামা বিন আবি জাহেল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঈমান এনেছেন তখন হুজুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان দেরকে তাকীদ দিয়ে বললেন যে, ইকরামার সামনে কেউ আবু জাহেলকে মন্দ বলবেন না ইহার কারণে সৃষ্টিগত ভাবে ইকরামার কষ্ট হবে। (মিরআতুল মানাজীহ ৮/৩৪)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২৪) রাস্তার মাঝখানে, অথবা কিনারায় প্রস্রাব এবং পায়খানা করা

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া ইহা মানুষের একটি চাহিদা যে কোন জায়গায় যে কোন সময়ে ইহার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু মানুষের চলাচলের স্থানে প্রস্রাব, পায়খানা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা ইহার কারণে মানুষেরা কষ্ট পাবে অতএব হাকীম তিরমিযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছেন যে হুজুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারণ রাস্তায় প্রস্রাব পায়খানা করা থেকে নিষেধ করেছেন। সাধারণ রাস্তার শর্ত এই জন্য লাগানো হজয়েছে যে সেখানে এই কাজ করার কারণে মুসলমানদের ক্ষতি এবং কষ্ট হয়। তিনি আরো বলেন: যে সাধারণ রাস্তায় নদীর কিনারায়, ফলদ্বার গাছের নীচে প্রস্রাব, পায়খানা করে তার উপর আল্লাহ তাআলা, সমস্ত ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হয়, এই ধরণের কাজ সম্পাদন কারী মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়ার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অভিশাপের হকদ্বার হয়, কেননা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী যে কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল যে মূলত আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কস্ট দিল সে আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দিল। (আল মানহিয়াত লিল হাকীম আত তিরমযী পৃষ্ঠা৪৬)

খোদা ইয়া না তাকলীফ কা মাই বায়েছ বনো
তেরী জান্নাতো কা মাই ওয়ারেছ বনো

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২৫) মসজিদের মধ্যে কষ্ট দিবেন না

মসজিদ ইসলামী সমাজের মধ্যে অনেক গুরুত্ব রাখে ইহার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য্যর প্রতি নিজের ঘরের চেয়েও বেশি যত্ন নেয়া হয়। মুসলমানদের ইবাদত করার জায়গাকে দূর্গন্ধ এবং প্রত্যেক ঐ ধরণের বস্তু যা থেকে বেচে থাকা প্রয়োজন, যার দ্বারা অন্য মুসলমানেরা কষ্টের শিকার হয়ে থাকে মসজিদের মধ্যে গমনকারীদের কাপড় দগন্ধ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।

জুমার নামাযের গোসল কিভাবে শুরু হয়

হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত কিছু ইরাকী লোক আসল এবং বলল। হে ইবনে আব্বাস। আপনি কি জুমার দিন গোসল করা ওয়াজীব মনে করেন? তিনি বললেন না কিনতু ইহা বেশি পবিত্র এবং গোসলকারীদের জন্য উত্তম, এবং যারা গোসল করে নাই তাদের জন্য গোসল করার প্রয়োজন নেই আমি আপনাকে বলতেছি গোসল কিভাবে শুরু হল মানুষ কষ্টের মধ্যে ছিল যে, তারা পশম পরিধান করত এবং নিজেদের পীঠে করে শ্রমিকের কাজ করতেন তাদের মসজিদ ছোট ছিল যার ছাদ নীচে ছিল যা শুধু মাত্র ঘরের ছিল। হুজুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন গরমে তাশরীফ আনলেন এবং লোকেরা পশম পরিহিত অবস্থায় ঘামানো ছিল এবং তাদের থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল যার কারণে একে অপরের থেকে কষ্ট পেয়েছিল যখন রাসূলল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুর্গন্ধ পেলেন তখন বললেন। হে লোকেরা: যখন এই দিন হবে তখন গোসল করে নিবে এবং প্রত্যেকের

www.dawateislami.net

উচিত নিজের উত্তম তেল এবং খুশবু মিশ্রিত করে মসজিদে আসে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا. বলেছেন: অতঃপর আল্লাহ তাআলা সম্পদ দানকরলেন এবং মানুষ পশম ব্যতীত অন্যান্য ভাল ভাল পোশাক পরিধান করেছেন এবং কাজ কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন তাদের মসজিদ প্রশস্ত হয়ে গেল এবং ঘামের কারণে একে অপর থেকে যে কষ্ট পেত সেটা ও চলে গেল,

(আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত ১/১৬০ হাদীস নং ২৬৩)

খ্যাতমান মূফাসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের অংশ "প্রত্যেক নিজ নিজ উত্তম তেল এবং সুগন্ধি মিশ্রিত করবে" এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন। তেল মাথায় এবং শরীরে এবং সুগন্ধি কাপড়ের মধ্যে মিশাবে ইহার দ্বার জানা গেল যে, মুসলমানদের সমাবেশে ভাল কাপড় পড়ে যাওয়া উচিত, ফিকহ, ওরশ, তাবলীগের জলসা সর্বক্ষেত্রে ঐ কথা মনে রাখা উচিত সমাবেশের মধ্যে ফুলের মালা দেয়ার দলীল এই হাদীস।

ইয়ে তাসলীম, ওমদাহ হে খুশবোয়ে জান্নাত
মোজে কাশ মিল জায়ে উন কা পাসীনা

(ওসায়েল বখশীশ, পৃষ্ঠা ৩৭১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৬) ঘাড় টপকাবেন না

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষদেরকে কে সম্বোধন করে কিছু বলতেছিলেন এরই মাঝে এক ব্যক্তি মানুষের গর্দান টপকিয়ে টপকিয়ে

www.dawateislami.net

আসল এবং তাঁর নিকটে এসে বসে গেল যখন নবী করীম রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পড়া শেষ করলেন তখন বললেন। হে অমুক! তোমাকে আমাদের সাথে জামাআতে নামায পড়তে কে নিষেধ করেছে? সে বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি চেয়েছিলাম যে, এই জায়গায় বসার জন্য যা আপনার দৃষ্টির সামনে হবে। তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, আমি তোমাকে মানুষের গর্দান টপকাতে এবং কষ্ট দিতে দেখেছি। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে যেন মূলত আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল। (আল মু'জামুল আউসাত ২/৩৮৬, হাদিস: ৩৬০৭)

হাদিসে মুবারকায় রয়েছে, যে জুমার দিন মানুষের গর্দান টপকিয়ে গেল সে যেন জাহান্নামের দিকে সেতু নিমার্ণ করল (তিরমযী কিতাবুল জুমুয়া বাবুন মা জায়া ফি কারাহিয়াতে-ইলাআখের, ২/৪৮ হাদিস: ৫১৩) অর্থাৎ যেভাবে সে মানুষের গর্দান টপকিয়ে গেল সেভাবে কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের সেতু বানানো হবে। এবং সেটার উপর দিয়ে বড় মানুষ চলাচল করবে। (হাশিয়ায়ে কহরে শরীয়ত ১/৭৬২)

জাহান্নামের সেতু

রাসূল আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বর্ণনা, যে জুমার দিন মানুষের গর্দান টপকিয়ে যাবে তাকে দোযখের দিকে সেতু বানানো হবে। (তিরমিযী কিতাবুল জুমুরা ২/৪৮, হাদিস: ৫১৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন, এইভাবে গর্দান

www.dawateislami.net

টপকানো অনেক বড় গুনাহ এবং দোযখে যাওয়ার মাধ্যম কেননা এর দ্বারা মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা করা হয় এবং কষ্টও দেয়া হয় যদি আগের কাতারে জায়গা থাকে এবং মানুষেরা অলসতা করে পেছনে বসে থাকে তখন সেই জায়গাটি পূরণ করার জন্য সামনে যাওয়া যাবে, কেননা এখানে অপরাধ হচ্ছে উপবিষ্ট লোকদের তার নয়।

(মিরআতুল মানাজীহ ২/৩৩৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৭) মাথা ধারালো বিশিষ্ট বস্তু নিয়ে সর্তকভাবে চলাচল করবেন

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে তীর নিয়ে আসল যার মাথা খোলা ছিল তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন সে যেন তীরের মাথা ধরে রাখে এবং কোন মুসলমানের গায়ে যেন না লাগে।

(মুসলিম কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ১৪০৯ হাদিস: ২৬১৪)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী আবুল হাসান হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন খালফ আল মারুফ ইবনে বাত্তাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিষয় সম্বলিত আরেকটি হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: এই পবিত্র হাদিসটি মুসলমানদের সম্মান প্রতি তাকিদ দেয় যে, তীরের কারণে যেন সে ভীত না হয় অথবা কষ্ট না পায়। মসজিদে মুসলমানদের আসা যাওয়ার ধারাবাহিকতা সব সময় অব্যাহত থাকে, যা নামাযের সময় বেশি হয়ে থাকে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বিষয়ে আশংকা হয়েছিল যে, তীরের

www.dawateislami.net

কারণে কারও কষ্ট হতে পারে। এই হাদিস শরীফটি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৎ চরিত্রের এবং মুসলমানদের উপর দয়ার নিদর্শন। (শরহে ইবনে বাত্তাল, কিতাবুল সালাত, ২/১০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৮) মুখের দুর্গন্ধ অন্যকে কষ্ট দিয়ে থাকে

ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া ৭ম খন্ড ৩৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে, মুখে দুর্গন্ধ থাকা অবস্থায় (ঘরের মধ্যে পড়া নামায মাকরুহ) এবং এই অবস্থায় মসজিদে যাওয়া হারাম। যতক্ষণ না মুখ পরিষ্কার করা হয় এবং অন্যজনের নামাযে কষ্ট দেয়া হারাম এবং এরদ্বারা ফেরেশতারাও কষ্ট পায়। হাদিসে মুবারকায় রয়েছেঃ যে সমস্ত বস্তু দ্বারা মানুষেরা কষ্ট অনুভব করে তা দ্বারা ফেরেশতারাও কষ্ট পেয়ে থাকে।

(মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৫৬৪)

দূর্গন্ধময় মলম লাগিয়ে মসজিদে যেতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে

আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যার শরীরে দূর্গন্ধ যা দ্বারা নামাযীরা কষ্ট পায় উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, مَعَاذَ الله দূর্গন্ধ মুখ (অর্থাৎ যার মুখ দিয়ে দূর্গন্ধ আসার রোগ রয়েছে) অথবা দূর্গন্ধ বগল (যার বগল থেকে দূর্গন্ধ আসার রোগ রয়েছে) অথবা যার চুলকানি ইত্যাদির কারণে গন্ধ রয়েছে (অথবা কোন দূর্গন্ধময় মলম অথবা লোশন লাগিয়েছে) এ ধরণের মানুষদেরকে মসজিদে আসতে না দেয়া উচিত। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/৭২)

কাঁচা পিয়াঁজ খাওয়ার কারণেও মুখ দূর্গন্ধ হয়ে যায়

কাঁচা মুলা, কাচাঁ পিয়াঁজ, কাচা রসুন এবং প্রত্যেক ওই বস্তু যার গন্ধ পছন্দনীয় নয় সেটা খেয়ে মসজিদে ততক্ষণ পর্যন্ত যাওয়া জায়িয নেই যতক্ষণ হাতে, মুখে দূর্গন্ধ অবিশষ্ট থাকবে, এর কারণে ফেরেশতারা কষ্ট পায়, হাদিস শরীফে রয়েছে, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন অথবা রসুন মিশ্রিত তরকারী খেল সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে কখনো না আসে। (মুসলিম কিতাবুল মসজিদ ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৫৬৪) এবং বললেন: যদি খেতে হয় তাহলে রান্না করে সেটার দূর্গন্ধ দূর করে নাও।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আতঈমা বাবুন ফি আকলিছ ছাওমি, ৩/৫০৬ হাদিস: ৩৮২৭)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হয়রত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের পাদটীকায় লিখেন: অর্থ্যাৎ পিঁয়াজ-রসুন খাওয়া হারাম নয় বরং খেয়ে দুর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে মসজিদে যাওয়া হারাম, সেখানে নামাযী থাকুক বা না থাকুক কেননা ফেরেশতা সব সময় থাকে, “যদি খেতে হয় তাহলে রান্না করে সেটার দুর্গন্ধ দূর করে নাও” এর ব্যাখ্যায় মুফতি সাহেব লিখেন: যেন সেটার গন্ধ চলে যায় কেননা দূর্গন্ধই হল একমাত্র নিষেধাজ্ঞার কারণ প্রথমেই বলেছি যে, এই বিধান প্রতিটি মসজিদের জন্য বরং এটি প্রতিটি ধর্মীয় সমাবেশেও এটার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। (মিরআতুল মানাজীহ, ১/৪৫২)

মসজিদে কাঁচা গোশত নিয়ে যাবেন না

সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হয়রত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মসজিদে কাঁচা রসুন,

www.dawateislami.net

পিয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়া জায়িয নেই কেননা এরদ্বারা ফেরেশতাদের কষ্ট অনূভব হয়। এই বিধানটি এমন প্রত্যেক বস্তুর জন্য যার মধ্যে দূর্গন্ধ থাকবে, রসুন মিশ্রিত তরকারী, মূলা, কাঁচা মাংস, কেরোসিন, ওই দিয়াশলাই যেটা জ্বালানোর সময় দূর্গন্ধ বের হয়, বায়ু বের করা ইত্যাদি। যার মুখের দূর্গন্ধের রোগ আছে অথবা দূর্গন্ধময় আঘাত হয়েছে অথবা দূর্গন্ধময় ঔষধ লাগিয়েছে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত দূর্গন্ধ শেষ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৪৮)

কাচাঁ পিয়াজযুক্ত আচার ও দধির আচার থেকে সর্তক থাকবেন

কাচাঁ পিয়াজ বিশিষ্ট চনা, দধির আচার এবং কাঁচা পিয়াজের আচার তাছাড়া রসুন বিশিষ্ট চাটনি ইত্যাদি নামাযের সময়ে খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। অনেক সময় কাবাব চমুচা ইত্যাদি থেকে কাঁচা পিয়াজ ও কাঁচা রসুনের গন্ধ পাওয়া যায় তাই নামাযের আগে এসবও খাবেন না, এই ধরনের গন্ধ বিশিষ্ট বস্তু নিয়ে মসজিদে আসার অনুমতি নেই।

দূর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে মুসলমানদের সমাবেশে যাওয়া নিষেধ

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: মুসলমানদের সমাবেশ, কুরআনের পাঠদানের সমাবেশে, আলেমে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কামেলীনদের দরবারেও দূর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে যাবেন না। তিনি আরও বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত মুখে

www.dawateislami.net

দূর্গন্ধ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘরেই থাকবে মুসলমানদের সমাবেশ ও মাহফিলে যাবে না, হুক্কা পানকারী, তামাক পানকারী, পান খেয়ে যারা কুলি করে না তাদের এটা থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিত। ফকিহগণ বলেন: যাদের মুখের দূর্গন্ধ রয়েছে তাদের জন্য মসজিদে আসা মাফ।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/২৫)

মাংস ও মাছ বিক্রেতা

গোশত ও মাছ বিক্রেতার পোশাক অনেক দূর্গন্ধ হয়ে থাকে তাই তাদের উচিত যে, কাজ শেষ করে ভাল করে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে যাওয়া, গোসল করা এবং খুশবো লাগানো শর্ত নয় তবে পরামর্শ স্বরূপ বলা হয়েছে: কেউ যদি এমনভাবে করে গোসল করে যে, দূর্গন্ধ সম্পূর্ণরুপে দূর হয়ে যায় তবে তাতেও হয়ে যাবে।

(মসজিদ সুগন্ধময় রাখুন, ১৫ পৃষ্ঠা)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ পাক! আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিময় ঘাম মুবারকের ওয়াস্তা! আমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রত্যেক প্রকারের দূর্গন্ধ থেকে পবিত্র করে সুগন্ধিময় বানিয়ে দাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ওয়াহ এ আতরে খোদা সায মেহেকনা তেরা
খুবরো মালতে হে কাপড়ো মে পসীনা তেরা।

(যওকে নাত, ১৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২৯) ফেরেশতাদেরকে কষ্ট দিবেন না

হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى بِهٖ بَنُو ادم অর্থাৎ ফেরেশতা এমন প্রত্যেক বস্তু দ্বারা কষ্ট পায় যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পেয়ে থাকে। (মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৫৬৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন অর্থাৎ যদি মসজিদ মানুষ থেকে খালিও হয় তারপরও সেখানে দূর্গন্ধ নিয়ে যাবে না কেননা সেখানে রহমতের ফেরেশতারা থাকে এবং তারা দূর্গন্ধের কারণে কষ্ট পায়, মনে রাখবেন! মসজিদের ফেরেশতারা হলো রহমতের ফেরেশতা, তাদের স্বভাব খুবই বিনয়ি ও তাদের সম্মান বেশি, তাই হাদিসের উপর এই আপত্তি করা যাবে না যে, প্রত্যেক মানুষের সাথে সব সময় ফেরেশতা থাকে তখন উচিত হবে এসমস্ত বস্তু কখনো খাবে না কেননা আল্লাহ পাক মানুষের সঙ্গী ফেরেশেতাদের প্রকৃতি অন্যভাবে বানিয়েছেন, আলেমগণ বলেন যে, মুসলমানদের কোন সমাবেশে দূর্গন্ধময় মুখ অথবা কাপড় নিয়ে যাবে না যেন লোকেরা কষ্ট না পায়। (মিরআতুল মানাজীহ, ১/৪৩৮)

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: কিরামান কাতিবীন (অর্থাৎ আমলনামা লিপিবদ্ধকারী দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা) এদের উপর এই কাজের চেয়ে কঠিন আর কিছু মনে হয় না, যেই ব্যক্তির উপর তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে এই অবস্থায় নামায পড়তে দেখা যে, তার দাঁতের মাঝখানে কোন জিনিস রয়েছে। (মু'জামুল কবীর ৪/১৭৭, হাদিস: ৪০৬১)

ফেরেশতাদেরকে কষ্ট দেয়া

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযবীয়ার ১ম খন্ডের ৮৩৯ পৃষ্ঠায় বলেন: অসংখ্য হাদিসে মুবারকায় বর্ণিত হয়েছে যে, যখন বান্দা নামাযের জন্য দন্ডায়মান হয় তখন ফেরেশতা নিজের মুখ ওই নামাযীর মুখের সাথে লাগায়, সে যা কিছু পাঠ করে তা তার মুখ থেকে বের হয়ে ফেরেশতার মুখে যায় ওই সময় খাবারের কোন বস্তু যদি ঐ নামাযীর দাঁতের মধ্যে থাকে ফেরেশতাগণ তাতে বেশি কষ্ট পায় যা অন্য কোন বস্তুর কারণে পায় না।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া ১/৮৩৯)

মিসওয়াক করে নিবেন

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যদি কেউ রাত্রি বেলা ঘুম থেকে উঠে নামায পড়তে চায় তখন সে যেন মিসওয়াক করে নেয়। কেননা যখন কেউ নামাযের মধ্যে কেরাত পড়ে তখন ফেরেশতা নিজের মুখ সেই নামাযীর মুখের উপর রাখেন এবং তার মুখ থেকে যা কিছু বের হয় তা ফেরেশতার মুখে প্রবেশ করে।

(শুয়াবুল ঈমান বাবুন কি তাজীমিল কুরআন, ২/৩৮১, হাদিস: ২১১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩০) কারো জায়গা বা সিট দখল করা:

অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, কেউ মাহফিলের মধ্যে থেকে উঠে কোন জিনিস নেয়ার জন্য কিছু সময়ের জন্য গেল তখন অন্য কেউ তাড়াতাড়ি ওই জায়গায় বসে যায় অথচ সেই জায়গাটি উঠে

www.dawateislami.net

যাওয়া লোকের ছিল কিন্তু সে বেচারা শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনুরুপ ট্রেন, অথবা বাসের মধ্যে কেউ তার সিট বুক করল কিন্তু দ্বিতীয়জন এসে তাতে বসে গেলেও যখন তাকে সিট খালি করে দিতে বলা হলে তখন সে বিভিন্ন টালবাহানা করতে থাকে যার কারণে সিট বুককারী অনেক পেরেশানীর শিকার হয়। অনেক সময় তুই-তুকারি আমি আমি পর্যন্ত এমনকি হাতাহাতি মারামারিও হয়ে থাকে এবং অবশেষে সিট খালি করার জন্য হেলপারের আশ্রয় নিতে হয়।

নিজের জায়গার অধিক হকদার কে?

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: যেই ব্যক্তি নিজের জায়গা থেকে উঠে যায় অতঃপর আবার ফিরে আসে সে ওই জায়গার বেশি হকদার। (মুসলিম, কিতাবুস সালাম ১১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২১৭৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন: এটি ওই অবস্থায় যে, চলে যাওয়া লোকটি তার জায়গায় কোন কিছু রেখে গেলে, যার কারণে বুঝা যাবে যে সে আবার ফিরে আসবে অথবা কোন নিদর্শন থাকলে। (মিরআতুল মানাজীহ ৬/৩৭১) হযরত আল্লামা আবু যাকারিয়া ইয়াহহিয়া বিন শরফ নববী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: আমাদের আলেমগণ বলেন, এই হাদিসটি সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যিনি মসজিদ বা অন্য কোন স্থানে উদাহরণ স্বরূপ নামাযের জন্য বসল এবং অতঃপর আবার ফিরে আসার নিয়্যতে সেখান থেকে চলে গেল উদাহরণ স্বরুপ অযু করার জন্য অথবা সাধারণ কোন কাজের জন্য গিয়ে ফিরে আসে তখন সেই জায়গার জন্য তার বিশেষত্ব শেষ হবে না বরং ফিরে

www.dawateislami.net

আসার পর ওই ব্যক্তিটি সেই জায়গায় নামায পড়ার জন্য অধিক হকদার হবে। যদি ওই জায়গায় কেউ বসে যায় তখন তার এই অধিকার থাকবে যে, তাকে ওই জায়গা থেকে তুলে দিবে আর বসা ব্যক্তির উচিত হবে উঠে যাওয়া। নিজের জায়গা থেকে উঠে যাওয়া ব্যক্তি তার জায়গায় জায়নামায এবং ইত্যাদি কোন জিনিস রেখে উঠে গেলে অথবা আগের মতো করে উঠে গেলে উভয় অবস্থায় সেই ওই জায়গার বেশি হকদার হবে। (শরহে মুসলিম লিন নববী- ,১৪ অংশ, ৭/১৬১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩১) গাড়িতে আচড় লাগানো

গলির মধ্যে দাড়ানো কার অথবা জীফ বিশেষ করে নতুন গাড়িতে চাবি অথবা টোট বিশিষ্ট কোন জিনিস দ্বারা চুরি করে গোপনে আচড় দেয়ার মধ্যে অনেকে বেশি মজা অনুভব করে। কিন্তু গাড়ির মালিকের দিল মরে যায় কেননা আচড় দেয়া অবস্থায় গাড়ির দাম অনেক কমে যায় এবং সেই আচড় গুলো খারাপ দেখায়। এই ধরনের কাজ সম্পদানকারীর চিন্তা করা উচিত যে, এর হিসাব কিয়ামতের ময়দানে কিভাবে দিবে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩২) গলির মধ্যে ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলা

ছুটির দিনের আগের রাতে গলীকে মাঠ মনে করে ক্রিকেট ফুটবল ইত্যাদি খেলা করে চিৎকার করে মহল্লাবাসীদের ঘুম এবং

নিজেদের সময় নষ্টকারীদের এটা অনেক আনন্দ লাগে কিন্তু রোগী, দুধের বাচ্চাদের আরামের প্রতি তাদের কোন মনোযোগ থাকে না এবং না অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ক্ষতির অনুভূতি থাকে। রাস্তায় চলাচলকারী পথিক এবং গাড়িও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ঘরের সীমাও তাদের থেকে নিরাপদ নয় এসব হক নষ্ট করার বালা-মুসিবত খেলোয়াড় এবং তাদের ব্যবস্থাপকদের উপর বর্তাবে।

দিন লহো মে খোনা তুঝে শব সুবেহ তক সুনা তুঝে
শরমে নবী খউফে খোদা ইয়ে ভী নেহি ওহ ভী নেহি

(হাদায়িকে বখশীশ ১১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩৩) পানের পিক

পান-গুটকা খাওয়া চিকিৎসা দিক দিয়েও অনেক ক্ষতিকর তা নিজের জায়গায় থাক কিন্তু এটার ক্ষতি অন্যজনকেও ভোগ করতে হয় যখন এই পান খেতে অভ্যস্ত লোক তার দরজার সিড়িতে নিজের থুথু লাগিয়ে লাল করে দেয় অতঃপর যেখানে কেউ একবার পানের পিক ফেলে যেন সেখানে অনুমতি মিলে যায় অন্যরাও তার অনুসরণ করে সেখানে থুথু ফেলতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যে সেই জায়গা ময়লার কুন্ডলীতে রূপ ধারণ করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩৪) ইস্তিঞ্জাখানার ব্যবহার

কিছুলোকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ না হওয়ার কারণে অন্যদের জন্য কষ্ট দানকারী হয়ে দাড়ায় উদাহরণ স্বরুপ টয়লেটে গিয়ে সেখানে মেঝেতে তার দূর্গন্ধময় জুতার নিশানা রেখে আসে, কমোডের মধ্যে প্রয়োজন মত পানি মেরে নাপাকি পরিষ্কার করে না, সাবান দ্বারা হাত ধৌত করে সাবানের মধ্যে তার হাতের ময়লা রেখে আসে, এই অবস্থায় তার পরে টয়লেটে (বিশেষ করে জনসাধারণের টয়লেটে) যে যায় তার ঘৃণা চলে আসে কিন্তু সে বেচারা কিছু বলতে পারে না হায় আফসোস! আমাদের যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার রুচি নসীব হয়ে যায়। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩৫) ভুল পার্কিং

কিছুলোক কারো গাড়ির পেছনে এমনভাবে গাড়ি পার্কিং করে যে, অন্য গাড়ি সেখান থেকে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। অনেক সময় ভুল পার্কিং কারো প্রাণ যাওয়ার কারণ হয়ে দাড়ায়, যে গাড়িটি আটকে গেল সেটা রোগীর জন্য ইমারজেন্সী ঔষধ নিয়ে যাচ্ছে অথবা তার কাছে হঠাৎ করে ঘরের কোন জরুরী ঘটনার সংবাদ পৌঁছল কিন্তু সে বের হতে পারছে না এবং ঘরে না পৌঁছার কারণে প্রাণের ক্ষতি হয়ে গেল অথবা কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অথবা চাকরির প্রত্যাশী লোকের ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য পৌঁছতে হবে, কারো ষ্টেশনে পৌঁছতে হবে অথবা ইয়ার্পোটে পৌঁছতে হবে। কিন্তু সে সময়মত না

পৌঁছার কারণে ট্রেন অথবা জাহাজ ছেড়ে দিল তার যিম্মাদার কে হবে? সুস্পষ্ট ভুল পার্কিংকারী। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অন্যের অবস্থা উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুক। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩৬) বিনা প্রয়োজনে ফোন অথবা এসএমএস করা

অনেকের না নিজের সময়ের প্রতি খেয়াল থাকে আর না অন্যের সময় নষ্ট করার প্রতি খেয়াল থাকে। অতএব তিনি সময়ে অসময়ে কাউকে ফোন অথবা এসএমএস করতে থাকে। যাকে ফোন করতেছে সে যদি ফোন রিসিভ না করে তারপরও লাগাতার ফোন করতে থাকে এই চিন্তা করা ছাড়া যে, হতে পারে সে শুয়ে গেল অথবা টয়লেটে বা নামায পড়তেছিল অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছে। অনেকে ঘুমের আওয়াজ শুনেও সরলভাবে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি আপনাকে বিরক্ত করি নাই তো? অনেকে মানবতার কারণেও না বলে দেয় অথচ অর্ধেক ঘুম থেকে জাগানোর মধ্যে শান্তি মিলে নাকি কষ্ট? সেটার সিদ্ধান্ত আপনি নিজেই নিন, অতঃপর অনেকের বেশি কথা বলার অভ্যাস রয়েছে এক মিনিট কথা বলার স্থলে দশ মিনিট লাগানোরও একটি সংখ্যা রয়েছে। অতঃপর সে অভিযোগ করে থাকে যে, অমুক আমার কল রিসিভ করে না।

আপ হী আপনি আদাউ পে যরা গউর করে
হাম আগার আরয করে গে তো শেকায়াত হোগী

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩৭) উপর থেকে কোন বস্তু নিক্ষেপ করা

উপরের তলায় বসবাসকারীরা তাদের ঘরের ময়লা আবর্জনা সঠিক নিয়মে ডাস্টবিনে ফেলার স্থলে জানালা থেকেই নিক্ষেপ করে যার কারণে পথচারীর কষ্ট হয় অনেক সময় সেগুলোতে ময়লা বরং বাচ্চাদের ব্যবহৃত ডায়পারও ফেলা হয়ে থাকে আর সেসময় যখন নিচ দিয়ে কোন মানুষ চলাচল করে সেই পথ দিয়ে যিনি হাঁটে সে যখন জানতে পারে যে, এটি কোন বাসার জানালা দিয়ে ফেলা হয়েছে তখন তো ঝগড়া বরং মারফিট পর্যন্ত লেগে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩৮) ময়লার স্তুপ বানিয়ে ফেলা

বড় বড় শহরের মধ্যে কমিটির পক্ষ থেকে বসবাসের এলাকাতে একটি জায়গা নির্ধারণ করা হয় যে, আশপাশের মানুষ তাদের ঘরের ময়লা যেখানে সেখানে নিক্ষেপ করে অতঃপর সেখান থেকে কমিটির গাড়ি সে ময়লাগুলো জায়গা মত নিয়ে যায়। কিন্তু কিছুলোক রোডের মাঝখানে অথবা কারো ঘরের সামনে ময়লার স্তুপ করা শুরু করে দেয়। একের পর এক সেখানে নিজেদের ময়লা ফেলতে থাকে তখন যেন লাইন লেগে যায়, অবশেষে সেই জায়গা সাধারণভাবে ময়লা ফেলার জায়গায় পরিণত হয়। কিন্তু যার ঘরের বাহিরে এই কাজ করা হয় সে এমন কষ্টে ও বিপদে দিন পাড় করে যে, একমাত্র সেই বলতে পারবে যার উপর এই অবস্থা হয়।

www.dawateislami.net

পোষা বিড়াল ঘরের মধ্যেই দাফন করে দিল

হযরত সায়্যিদুনা আবু হাইয়ান তাইমী رَحۡمَةُاللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার পিতা বলেছেন যে, হযরত সায়্যিদুনা কাযী শুরাইহ رَحۡمَةُاللهِ عَلَيۡهِ এর পোষা বিড়াল মারা গেল তখন তিনি আদেশ দিলেন যে, এটা কে ঘরের মেঝেতে দাফন করে ফেল। আমি দাফন করে ফেললাম সেটা ফেলার কোন সাধারণ জায়গা ছিল না তাই মুসলমানদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য ঘরের মধ্যে দাফন করে দিলেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, শুরাইহ বিন আল হারেছ আল কিন্দী, ৪/১৪৮ পৃষ্ঠা, ৫০৭১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩৯) বলে বলে পরামর্শ দেয়া

কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য পরমার্শ করা অত্যন্ত উপকারী যাতে সেটার ত্রুটি ও ব্যর্থতা থেকে অন্তত বাঁচা যায় কিন্তু অনেকে পরামর্শ নেয়ার নয় বরং শুধুমাত্র পরামর্শ দেয়ার অভ্যস্ত হয়ে থাকে। যেখানে যায় পরামর্শ না চাওয়া সত্ত্বেও পরামর্শের ঝুলি খুলে বসে যায়। বক বক করতে করতে অন্যদের মনেকষ্ট দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং নিজের সম্মান কমিয়ে ফেলে। নিজের সম্মানের হেফাযত এতেই রয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইবে না ততক্ষণ মুখ খুলব না, অর্ধেক কথা শোনার পর পরামর্শ দানকারীকে অধিকাংশ সময় লজ্জিত হতে হয়, দলিল ছাড়া পরামর্শ দেয়া এমন যে, যেমন কামান ছাড়া তীর, যেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই সেই বিষয়ে পরামর্শ দেয়া থেকে বিরত থাকুন। গাড়ি নষ্ট হলে তখন গাড়ির

www.dawateislami.net

মেকানিকের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে ডাক্তার থেকে নয় বলা হয়ে থাকে যে, لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আলাদা অভিজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছে, পরামর্শ দানকারীর এটাও মনে রাখতে হবে যে, পরামর্শ গ্রহণকারীর শরীয়তের পক্ষ থেকে এই অধিকারও আছে যে, সে তার মতামতের সাথে একমত নাও হতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪০) কারো ঘরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা

আজ তরকারী কি রান্না করেছেন? ঈদের কাপড় কখন এবং কত টাকার কিনবেন? কুরবানীর পশু ছোট (ছাগল ইত্যাদি) নিবেন? নাকি (গরু ইত্যাদি) অথবা নিবেন। ঘরের কখন এবং কী ধরণের রং করবেন। ফ্রিজ ছোট নিবেন না বড় নিবেন। বাচ্চাদের জুতা কি ধরণের নিবেন? বাচ্চা এবং তাদের মাকে কতটাকা পকেট খরচ দিবেন? শুকনো বাজার কোন দোকান থেকে করবেন? মোটকথা এই স্তরের কাজগুলো একান্ত ব্যক্তিগত হয়ে থাকে যা মানুষ তার জীবন-যাপন এবং সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে যাদের এই ধরণের ব্যক্তিগত বিষয়ে অনাধিকার চর্চা করার অভ্যাস রয়েছে যা ভুক্তভোগী মানুষের অপছন্দ হয় কিন্তু তিনি মানবতার কারণে তা প্রকাশ করে না। কখনো তিনি হ্যাঁ বলে অন্তরের কথা মুখের মধ্যে নিয়ে আসে যে, আপনার কাজ আপনি করুন এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪১) ভীড়ের মধ্যে ধাক্কা মারা

কোন সাধারণ স্থানে উদাহরণ স্বরূপ ষ্টেশন, হজ্ব, ওরস এবং অন্যান্য ধর্মিয় অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে ভীড়ে পড়ে মানুষ পেরেশান হয়ে যায় কিন্তু কিছুলোক সেই পেরেশানী অবস্থায়ও মানুষকে পেরেশান করা থেকে বিরত থাকে না। এবং অন্যদেরকে ধাক্কা দেয়া শুরু করে দেয় অথচ সকলে নিজেদের স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকলে ভীড় থেকে বের হওয়া যায়। কিন্তু তাদের অধৈর্য এবং তাড়াহুড়ার কারণে অনেক সময় অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় যার কারণে মানুষেরা আঘাত প্রাপ্ত হয় বরং অনেকে মারাও যায়।

(৪২) দেওয়ালে চিকা মারা, পোস্টার লাগানো

কোন ব্যবসায়িক অথবা ধর্মিয় অনুষ্ঠানের পোস্টারের গুরুত্ব নিজেদের কাছে অনেক কিন্তু ওই ঘোষণাপত্রের জন্য কারো দেয়ালে বিনা অনুমতিতে চিকা মেরে তা বিশ্রী করে দেয়ার, আটা দিয়ে পোস্টার লাগিয়ে দেয়াল নষ্ট করাকে কোন মুফতিয়ে ইসলাম জায়িয বলবেন না। কিন্তু আমাদের সমাজে এই কাজটি নিজের অধিকার মনে করা হয়ে থাকে। যদি ঘরের অথবা মিলের মালিক তাদের দেয়ালে চিকা মারা থেকে নিষেধ করে তখন তাদেরকে মন্দ বলে থাকে যে, এমনকি ভয়ানক পরিণতির হুমকিও দিয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা উচিত যে, আমাদের কি পছন্দ হবে যে, কেউ আমাদের দেয়ালের উপর চিকা মেরে দিক নিশ্চয় তা আমাদের পছন্দ হবে না। তাই অন্যদের জন্যও এই মনমানসিকতা রাখতে হবে এবং তাদের হক নষ্ট করা থেকে বাঁচতে হবে।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার একজন কর্জদার অগ্নী পূজকের কাছে কর্জ আদায়ের জন্য গিয়ে ছিলেন, ঘটনাক্রমে তার বাড়ির কাছে গিয়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জুতায় ময়লা লেগে গিয়েছিল, ময়লা পরিষ্কার করার জন্য যখন তিনি ঝাড় দিলেন তখন কিছু ময়লা সেই অগ্নী পূজকের দেয়ালে লেগে গিয়েছিল, তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন এখন কি করবেন যে, ময়লা পরিষ্কার করতে গেলে তো দেয়ালের মাটিসহ উঠে যাবে আর পরিষ্কার না করলে দেয়াল নষ্ট থেকে যাবে। এই চিন্তিত অবস্থায় তার দরজায় আঘাত করলেন সে বের হয়ে যখন ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখলো তখন সে কর্জ আদায় করার ব্যাপারে বিভিন্ন টাল-বাহানা শুরু করে দিল। ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কর্জ চাওয়ার জায়গায় দেয়ালের মধ্যে ময়লা লেগে যাওয়ার কথা বলে অত্যন্ত নম্রতার সহিত ক্ষমা চাইতে গিয়ে বলেন: আমাকে এটা বলুন যে, আমি আপনার দেয়াল কিভাবে পরিষ্কার করব? ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বান্দার হকের ক্ষেত্রে এত অস্থির তাও আল্লাহর ভয়ে এটা দেখে ওই ব্যক্তি প্রভাবিত হয়েছিল এবং কিছুটা এইভাবে বললেন: হে মুসলমানদের ইমাম! দেয়ালের ময়লা তো পরবর্তীতে পরিষ্কার হয়ে যাবে আগে আমার অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করে আমাকে মুসলমান বানিয়ে দিন অতএব সেই অগ্নী পূজারী লোকটি ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খোদাভীরুতা দেখে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। (তাফসীরে কবীর ১/২০৪)

www.dawateislami.net

জু বে মিছাল আপকা হে তাকওয়া, তো বে মিছাল আপকা হে ফাতওয়া
হে ইলম ও তাকওয়া কে আপ সানগাম, ইমামে আজম আবু হানিফা

(ওসায়িলে বখশীশ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪৩) কুরবানির পশুর রক্ত ইত্যাদি দ্বারা কারো দেয়াল নষ্ট করে দেয়া

কুরবানির ঈদের সময় পশু কুরবানি দিতে পারা অনেক সৌভাগ্যের কথা কিন্তু ওই সময় বান্দার হকের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরী, অনেকে মানুষের ঘরের কাছে কুরবানি করে থাকে এবং অসর্তকথার কারণে রক্তের ছিটকা দেয়ালে গিয়ে পড়ে, পশুর শরীর থেকে নির্গত ময়লা সমূহ দূর্গন্ধ ছড়ায়, কিন্তু কুরবানি দাতা তাতে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চায় না।

যখন প্রতিবেশীর দেয়ালে রক্তের ছিটকা পড়ে

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক মাদানী মুযাকারায় বলেছেন[১], দুই বৎসর পূর্বে আমার ছেলে হাজ্বী উবাইদ রযার সেখানে কুরবানির একটি বড় পশু প্রতিবেশীর ঘরের পাশে হয়েছিল। এবং যবেহ করার সময় রক্ত বের হয়ে তার দেয়ালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার দৃষ্টি সেদিকে গেল তো খুবই চিন্তিত হলাম এবং আমি বললাম: তখন তো আমাদের উপর আবশ্যক যে,

১. প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করে।

www.dawateislami.net

তার কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং রংও করে দেয়া। অতঃপর আমি আমার ছেলেকে ডেকে বললাম যে তুমি গিয়ে তার সাথে কথা বল অতঃপর আমার ছেলে তার সাথে যোগাযোগ করল তখন সেই ঘরের মালিক বলে দিল যে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। (প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা) যদি কারো দেয়ালে আমাদের পক্ষ থেকে কোন ক্ষতি হয়ে যায় তখন সেটার ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যক। তার কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে যদি সে সেটার খরচ না নেয় বরং রং ইত্যাদি না নিয়ে ক্ষমা করে দেয় তাহলে হলে ভাল কথা যদি সে দাবি করে যে, তাহলে আগে যেভাবে ছিল সেভাবে করে দাও তখন তোমাকে করে দিতে হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪৪) নামাযী অথবা ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশে বড় আওয়াজে কথা বলা

অনেক ইসলামী ভাই কোন নামাযী অথবা ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশে এত বড় আওয়াজে কথাবার্তা বলা শুরু করে দেয় যার কারণে তাদের নামায ও ঘুমের বেঘাত হয়। সেই দিকে সাধারণত আমাদের মনোযোগ থাকে না। তা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত।

উঁচু আওয়াজে আলাপ কারীদেরকে বুঝিয়েছেন

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একবার নামায পড়তেছিলেন তখন তাঁর পাশে কিছু ইসলামী ভাই কথা বলা শুরু করে দিলেন। যার কারণে আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

www.dawateislami.net

এর নামাযে অসুবিধা হচ্ছিল কিছুক্ষণ পর সেই ইসলামী ভাই সেখান থেকে সরে গেলেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সালাম ফিরানোর পর তাদেরকে একত্রিত করে ভাল মত বুঝালেন। তখন সেই ইসলামী ভাইয়েরা তৎক্ষণাৎ তাওবা করে নিলেন।

সংশোধন করে দিলেন

অনুরূপভাবে আরও একটি ঘটনা হলো, একজন ইসলামী ভাই ঘুমন্ত ছিলেন তার নিকটে আরেকজন ইসলামী ভাই মাদানী মুন্না অথবা মুন্নী নিয়ে খেলতেছিলেন, যার কারণে আওয়াজ সৃষ্টি হল, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেই ইসলামী ভাইকে শরীয়তের মাসআলা বুঝিয়ে দিলেন তো তিনি দ্রুত তাওবা করে নিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ۞۞۞ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪৫) সময় মত দাওয়াত শুরু না করা

দাওয়াত এক অপরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যম কিন্তু এটাও তখন কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন সময়মত শুরু করা না হয়। অনেক ইসলামী ভাইদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন দাওয়াতের সময় ১০ টায় দেয়া হয়েছে কিন্তু তা শুরু হয় রাতের ১২ টায়। সময়মত পৌঁছা মেহমানগণ খুবই সমস্যায় পড়ে যায় যে, রাতের খাবার ঘরে খেয়ে আসলে তাহলে দাওয়াতের মধ্যে অংশগ্রহণ করার কি দরকার আর না খাওয়া অবস্থায় ক্ষুর্ধাত হয়ে বসে থেকে দাওয়াত কারীদের বিভিন্ন শান্তনা শুনতে হয় যে, হায় শেষ এখন অমুকের জন্য অপেক্ষা সে আসলেই দাওয়াত শুরু হয়ে যাবে অনেক

ঘন্টা সময় নষ্ট করার পর রাতের একটা বাজে শেষ হয়ে রাতে ২-৩ টায় ঘরে গিয়ে মানুষ তার নিজের চাকরী ব্যবসা-বানিজ্য এ কিভাবে যাবে সেটা আরেক সমস্যা সেজন্য অনেক মানুষ দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা থেকে ক্ষমা চায়, কিন্তু কিছু কিছু এমন দাওয়াত রয়েছে যা প্রত্যাখান বা কবুল না করে পারা যায় না কিন্তু বিলম্বের কারণে কষ্ট পেতে হয়। হায় আফসোস! দাওয়াত দানকারী এবং মেহমানগণ সময়ের প্রতি যত্নশীল হলে কেউ কষ্ট পেত না।

মাংস বুনার আওয়াজ

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন: এক ব্যক্তিকে তার একজন বন্ধু তার বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছিল কিন্তু তাকে খেতে কিছু দেয়নি। বসতে বসতে আসরের সময় হল এবংকি তার খুব ক্ষুধা লেগে গেল এবং তার পাগলীভাব এসে গেল। দাওয়াত দানকারী গিটার নিল এবং বন্ধুকে বলল তুমি কোন ধরনের সুর শুনতে পছন্দ কর? সে বলল: মাংস বুনার আওয়াজ। (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ৩/৩১৬)

(৪৬) ট্রেন ও বাসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল না রাখা

কিছুলোক নিজ ঘরের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন আর বাহিরেও করেন অথচ কিছু মানুষ ঘরের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন কিন্তু বাহিরে দূর্গন্ধ ছাড়ানোতে কোন অসুবিধা মনে করেন না। বাজার, বাস, ট্রেনে তার সেই অভ্যাসের নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়, ফলের অবশিষ্ট অংশ, আমের চামড়া, ব্যবহৃত টিস্যু পেপার, বেঁচে

www.dawateislami.net

যাওয়া পানি নিক্ষেপ করে অন্য ভ্রমণকারীর জন্য বিপদ নিয়ে আসে। ট্রেনের ওয়াশ রুম ব্যবহার করলে এমন অবস্থা করে ফেলে যে, তার পরে অন্য কেউ সেটাতে যেতে তার ঘৃণা চলে আসে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৪৭) ঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্র জায়গা মত না রাখা

নীল কাটার, চিরুনি, জুতার পালিশ, কোমর বাধার দড়ি, ব্যাল্ট, ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য দরজার চাবি, ছুরি, মাচিস, এই ধরণের ঘরের বিভিন্ন ব্যবহৃত জিনিস সমূহ ব্যবহার করার পর নির্দিষ্ট জায়গায় না রাখলে এটা অন্যজনের জন্য পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৪৮) কর্জ দাতাকে বিনা কারণে আটকিয়ে রাখা

কর্জদারের উচিত ওয়াদা অনুযায়ী কর্জ দিয়ে দেয়া। কোন অসুবিধা ছাড়া এটা বলা যে, কালকে দিব, প্রথম তারিখ দিব, সন্ধ্যায় নিও, কিছুক্ষণ পরে আসিও উদ্দেশ্য হল কর্জদাতাকে বিনা কারণে ঘুরানো ভাল কাজ নয়।

এখন আমার টাকাও দিয়ে দাও

নিগরানে শূরা হাজ্বী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِى কিছুটা এইভাবে বলেছেন যে, আমি একজন লোকের পাশে বসা ছিলাম ওই সময় তার কাছে একজনের ফোন আসল যে, আমি আমার পরিবারসহ

www.dawateislami.net

হজ্বে যাচ্ছি ফোন রিসিভকারী তাকে ধন্যবাদ দেয়ার পর অনেক নরম সুরে কিছুটা এইভাবে বললেন যে, বন্ধু আপনি পরিবারসহ ওমরায় যাচ্ছেন, হজ্বও করে আসেন ভালো কথা অনেক দিন তো হয়ে গেল এখন আমার টাকাটা (যা অনেক বড় এমাউন্ট ছিল) দিয়ে দিন না।

কর্জ আদায়ের ক্ষেত্রে ভাল নিয়্যত করার প্রতিদান

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: যে কর্জ নিল আর তা আদায় করার জন্য ইচ্ছা রাখে বরং তা আদায় করে দেয়ার আগ্রহ রাখে অতঃপর তিনি তা আদায় করার আগে মৃত্যুবরণ করলেন। তখন আল্লাহ পাক এটার ক্ষমতা রাখেন যে, তিনি সেই কর্জ দাতাকে তার এমন পছন্দনীয় পুরষ্কার দ্বারা সন্তুষ্ট করে দিবেন এবং সেই মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিবেন। অতএব যে কর্জ নিল, তার যদি সেই কর্জ আদায় করার ইচ্ছা না থাকে অতঃপর সে কর্জ পরিশোধ করা ছাড়া মৃত্যুবরণ করল। তখন তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি কি মনে কর তোমার থেকে অমুকের হক পুরোপুরিভাবে নিয়ে দেয়া হবে না? অতঃপর তার নেকী থেকে কিছু নেকী নেয়া হবে এবং তা কর্জ দাতাকে দেয়া হবে কর্জের বদলা স্বরূপ, আর যদি তার নিকট কোন নেকী না থাকে তখন সেই কর্জ দাতার গুনাহ তার আমল নামায় দিয়ে দেয়া হবে। (আততারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩৭২, ১২ পৃষ্ঠা)

(৪৯) কর্জ গ্রহীতাকে ধমক দেয়া

অনেক সময় কর্জদার সময়মত কর্জ দিতে পারে না কেননা তার নিকট আসলে অত টাকা নেই। এই অবস্থায় কর্জদাতার ধৈর্য্যধারণ

www.dawateislami.net

করা উচিত। কিন্তু অনেক কর্জ দাতা এই অবস্থায় গালি-গালাজ ধমক ও মারামারি করা শুরু করে দেয় অনেকে কর্জদারকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে থাকে বরং বাস্তবে তাকে মেরে ফেলে যার কারণে কর্জদার তার প্রাণ হারায় এবং কর্জ দাতা টাকা থেকে বঞ্চিত হয় এবং হত্যার শাস্তি আলাদাভাবে পেয়ে থাকে। কিন্তু কর্জ দাতা ধমক দিতে দিতে কর্জদারকে এতই টেনশনের মধ্যে ফেলে দেয় যে, হতাশ অবস্থায় সে আত্মহত্যার মত হারাম মৃত্যু গলায় লাগানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। হায় আফসোস! সে এটা মনে করে যে, আত্মহত্যা করে প্রাণ বের করে না দিলে আরও বেশি বিপদে পড়তে হবে। হাদিস শরীফে রয়েছে: যেই ব্যক্তি যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে তাকে জাহান্নামের আগুনে সেই জিনিস দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে।

(বুখারী, ৪/২৮৯, হাদিস: ৬৬৫২)।

কর্জের সাওয়াব

কর্জ ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে দেরী হলে তখন কর্জ দাতার উচিত হবে সেটার জন্য ধৈর্য্যধারণ করা এবং এই হাদিস শরীফে বর্ণিত সাওয়াবের হকদার হওয়া, যেমন রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কারও অন্যের উপর কর্জ থাকবে এবং সেটার নির্দিষ্ট সীমা শেষ হয়ে যায় তখন সে প্রতিদিন ওই টাকার পরিমাণ দান-সদকার সাওয়াব পেতে থাকবে যত টাকা তার পাওনা কর্জ আছে।

(শুয়াবুল ঈমান ৭/৫৩৮, হাদিস: ১১২৬১)

www.dawateislami.net

ইমাম বুখারী ও একজন কর্জদার

মুহাম্মদ বিন আব্বাস ফিরাববির বর্ণনা যে, একজন ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ঈসমাইল বুখারী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর পঁচিশ হাজার দিরহামের কর্জদার ছিল। তিনি জানতে পারেন যে, সেই ব্যক্তি 'আমুল' (জ্যায়হুন উপত্যকায় পশ্চিম দিকের একটি শহরে) এসেছেন, তখন আমরা ফিরাবর (জায়হুন উপত্যকার পূর্ব দিকের একটি শহরে) ছিলাম আর আমি তাকে বললাম, "আমূল" পৌঁছে আপনার সম্পদ আদায় করা উচিত। তিনি বললেন, আমার তাকে ভয় দেখানো এবং ধমকানো উচিত নয়। কর্জদার জানতে পারলেন যে, তিনি "ফিরাবর" এ রয়েছে তখন তিনি খুওয়ারিজম নামক স্থানে চলে গেছেন। (আমূল থেকে খুওয়ারিজমের দূরত্ব ১২ দিনের পথ)। আমি তাকে বললাম, আপনি "আমূল" এর বিচারক আবু সালমা কুশানীকে বলে দিন যে, তিনি খুওয়ারিজমের বিচারককে তার নাম এবং কর্জদারকে যেন গ্রেফতার করে আপনার সম্পদ আদায় করে দেয়ার জন্য একটি চিঠি লিখে দেয়, তিনি বললেন, যদি আমি তার দ্বারা সুপারিশমূলক চিঠি লিখাই তখন সেও আমার দ্বারা সুপারিশমূলক চিঠি লেখানোর লোভ করবে এবং আমি দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিক্রি করতে পারব না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু তিনি তা মানেন নি। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই তার অনুমতি ছাড়া "আমূল" এর বিচারকের সাথে কথা বলে চিঠি লিখিয়েছিলাম। যখন তিনি জানতে পারলেন তখন খুব ব্যথিত হলেন আর বললেন: আমার উপর আমার সত্ত্বার চেয়ে বেশি দয়া করিও না! এবং খুওয়ারিজমের তার এক বন্ধুর নিকট চিঠি

www.dawateislami.net

লিখলেন যে, কর্জদারের সাথে যেন ভাল ব্যবহার করা হয়? এরপর কর্জদার “আমুল” এ আসলেন এবং “মারওয়া” যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করলেন। (আমুল থেকে মারওয়া ৬দিনের রাস্তা) বিচারকের নিকট কর্জদারের সংবাদ পৌঁছল তখন বিচারক তার সাথে কঠোরতা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা পছন্দ করেননি, অবশেষে এই কথার উপর সন্ধি হল যে, কর্জদার তাঁকে প্রতি বৎসর ১০ দিরহাম করে কর্জ পরিশোধ করবে। কিন্তু তিনি ১০ দিরহাম তো দূরের কথা এক দিরহামও তার নিকট কাছ থেকে পায়নি।

(সিয়ারে আ'লামিন নুবালা, আবু আবদিল্লাহ আল বুখারী, ১০/৩০৬)

(৫০) সম্বন্ধ স্থাপন করার পদ্ধতি

বিবাহের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা শুধুমাত্র দুইজনকে একে অপরের সাথে সংযোগ করে দেয় না বরং দুইটি বংশের মধ্যেও সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তাই আত্মীয়তা করার কাজটি খুব সর্তকতা সহকারে করা হয়। কিন্তু কিছুলোক এই সর্তকতা করার ক্ষেত্রে এত তাড়াহুড়ো করে যার কারণে যার সাথে সম্পর্ক করতে চায় সে কষ্ট পায়, উদাহরণ স্বরূপ মেয়েদের ক্ষেত্রে যে সম্বন্ধ দেখা হয় কখনো মেয়েকে হাঁটিয়ে দেখা হয় যে কোন লেংড়া কিনা, আলোতে নিয়ে গিয়ে তার গায়ের রংটি আসল কিনা সেটা নিশ্চিত করা হয়। কিছু লোকেরা তো সীমাবদ্ধতা করে দেয় যে, মুখ খুলে দাঁত চেক করে নিত হবে, এরপরেও মুখ এত চলে যে, মেয়ের সামনেই তার দোষ বলা শুরু করে দেয় যে, কিছুটা মোটা যদি স্মার্ট হত তাহলে আমরা কিছুটা চিন্তা করতাম। একটু ছোট, রং শ্যামলা, লেখা-পড়া কম, বয়স কিছুটা বেশি হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি,

www.dawateislami.net

উপরোক্ত বিষয়াদির সম্মুখীন বড় বড় লোকের মেয়েদেরও হতে হয়। সম্বন্ধ পছন্দ না হলে তখন এমনভাবে ক্ষমা চাইতে হবে যে, যেটার পদ্ধতি হবে ভদ্র এবং যেটার দ্বারা যেন কারো অন্তরে কষ্ট না পায় এবং মিথ্যা বলতে না হয়।

মানসিক রোগী হয়ে গেল

একজন ডাক্তারের বর্ণনা যে, একজন বেগম এবং তার স্বামী তার যুবতী মেয়েকে চিকিৎসা করানোর জন্য আমার নিকট আসল, তারা বললেন যে, আমাদের মেয়ে এস.এস.সি পাশ করেছে এবং পুরো পরিবারের মধ্যে হাশিখুশি এবং মিশুক প্রকৃতির ও বুদ্ধিমতি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল এস.এস.সি পাশ করার পর তার জন্য প্রতিদিন প্রস্তাব আসা শুরু হয়। কিন্তু শ্যামলা রং হওয়ার কারণে কেউ কেউ সাথে সাথে বলে দিত আর কেউ ফোনে ক্ষমা চাইত। সম্বন্ধের জন্য দেখা মেয়েকে এমনভাবে দেখতো যেন তারা কোন ভেড়া বা ছাগল ক্রয় করবে। তাদের দেখার ভঙ্গিমা বিভিন্ন প্রশ্ন এবং তারপর অসম্মতি জানানো আমাদের ফুলের মত মেয়ের অন্তরে এমনভাবে আঘাত লেগে গেল যে, আমাদের মেয়ে প্রথম প্রথম হারিয়ে যাওয়ার মত থাকত এরপর সে একদম নিশ্চুপ হয়ে গেল, সাদা-সিধে হয়ে সব সময় নিজেকে রুমের মধ্যে বন্ধি করে রাখত। খানা-পিনা জোর করে খাওয়াতে হত। এই অবস্থার ফলে আমাদের মেয়ে দিনের পর দিন দূর্বল হয়ে হাড্ডির পিঞ্জিরা হয়ে গেল। কবিরাজের কাছে গেলে তারা কালো জাদুর কথা বলতো, ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার তাকে মানসিক রোগী বলত,

কোন ধরণের চিকিৎসা তাকে উপকার দিচ্ছে না, মেয়ের এর অবস্থার বর্ণনা করে দুঃখী মা-বাবা কান্না শুরু করে দিলেন।

আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সৎ মেয়েকে নির্বাচন করা দরকার

উৎকৃষ্টতর বীজও সেই সময় তার সৌন্দর্যতা দেখাতে পারবে যখন তার জন্য উন্নতমানের যমিন নির্বাচন করা হবে। একজন মা তার সন্তানের জন্য যমিনের মতই ভূমিকা রাখে, সুতরাং স্ত্রী নির্বাচন কারার ক্ষেত্রে পুরুষকে অনেক সতর্কতার সহিত কাজ করতে হবে কেননা একজন মায়ের ভাল অথবা মন্দ অভ্যাস কাল সন্তানের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে। অনেক হাদিস শরীফে পুরুষকে সৎ ও নেককার এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারীনি পবিত্র নারী নির্বাচন করার তাকিদ দেয়া হয়েছে। অতএব রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: কোন মেয়েকে বিবাহ করার সময় চারটি বিষয়কে সামনে রাখতে হবে। (১) তার সম্পদ (২) তার বংশ (৩) সৌন্দর্যতা এবং (৪) দ্বীনদারী অতঃপর বলেন: তোমাদের হাত ধূলামলিন হোক তোমরা দ্বীনদার মেয়েকে বিবাহ করার চেষ্টা কর। (বুখারী, কিতাবুল নিকাহ, ৩/৪২৯, হাদিস: ৫০৯০)

সে সর্ম্পক ছিন্ন করেছে

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যে তার মেয়েকে কোন ফাসিকের নিকট বিবাহ দিল সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করল।

(আল কামেল ফি দোয়াফায়ির রিজাল, আল হাসান বিন মুহাম্মদ ৩/১৬৫)

www.dawateislami.net

মেয়েকে কোথায় বিবাহ দিচ্ছেন?

হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا থেকে বর্ণিত, বিবাহ করা মানে হল মেয়েকে বন্দী বানানো তাই চিন্তা করা উচিত যে, তার মেয়ের বিবাহ কোথায় দেয়া হচ্ছে।

(আস সুনানুল কুবরা, কিতাবুল নেকাহ বাবুর তাংগীব ফিত তাযবীজ ৭/১৩৩)

আত্মীয়তা অনুসন্ধান করা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ উন্নত বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। কিন্তু তিনি দুনিয়া বিমুখ, তাকওয়া ও পরহেজগারী প্রিয় ছিলেন এবং দুনিয়ার বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে থাকতেন। তার একজন শাহজাদী ছিল যে অনেক সুন্দর, নেককার ও পরহেজগার ছিল, একদিন সেই শাহজাদীর জন্য কিরমানের বাদশাহ প্রস্তাব পাঠাল, তিনি এটা পছন্দ করতেন না যে, আমার মেয়ে রাণী হয়ে দুনিয়ার দিকে ধাবিত হয়ে যাক। সেজন্য তিনি তাকে বললেন আমাকে তিন দিনের সময় দিন। ওই সময়ের ভিতর তিনি মসজিদে মসজিদে ঘুরে ঘুরে কোন নেককার মানুষ খুঁজ করছিলেন, অনুসন্ধান করার সময় এক পুরুষের উপর তার দৃষ্টি পড়ল যার চেহারায় ইবাদত ও পরহেযগারের নুর চমকাচ্ছিল তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: “তোমার কি বিবাহ হয়েছে?” সে না বোধক উত্তর দিল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি কি এমন মেয়েকে বিবাহ করবেন যিনি কুরআন শরীফ পড়ে, নামায, রোযা যথাযথভাবে পালন করে, সুন্দর, পাক-পবিত্র ও নেককার সে বলল: আমি তো একজন গরীব মানুষ আমার সাথে এরকম গুণবতী মেয়ে কে বিবাহ দিবে তিনি বললেন: আমি দিব, এই

www.dawateislami.net

দিরহামগুলো নাও এক দিরহাম দিয়ে রুটি নিবে আরেক দিরহাম দিয়ে তরকারী নিও এবং এক দিরহাম দিয়ে সুগন্ধি কিনে নিও।

সেই যুবকটি এসব জিনিস নিয়ে আসল, তিনি তার মেয়ের বিবাহ সেই গরীব যুবকের সাথে করে দিলেন। শাহজাদী যখন অবসর হয়ে স্বামীর ঘরে গেলেন তখন তিনি দেখলেন যে, ঘরের মধ্যে পানির একটি কলসি ছাড়া আর কিছুই নেই এবং ওই কলসির উপর একটি রুটি রাখা দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: "এই রুটি কবের? স্বামী উত্তর দিল:" এটি গতকালের বাসি রুটি, আমি ইফতার করার জন্য রেখেছি এটা শুনে মেয়ে বলল, আমাকে আমার ঘরে রেখে আসুন যুবক বলল: আমার প্রথম থেকে আশংকা ছিল যে, শায়খ কিরমানীর মেয়েকে আমার মত গরীব মানুষের ঘরে রাখতে পারব না। মেয়েটি বলল: আমি আপনার দারিদ্রতার কারণে চলে যাচ্ছি না বরং আমি আপনার মধ্যে তাওয়াক্কুল কম দেখতেছি, আমার তো আমার আব্বুকে নিয়ে আশ্চর্যবোধ করছি যে, তিনি আপনাকে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, সৎ ও নেককার কিভাবে বললেন যেখানে আল্লাহ পাকের উপর আপনার ভরসার এই অবস্থা যে, রুটি বাচিয়ে রেখেছেন।

এসব কথা শুনে যুবক অনেক প্রভাবিত হল এবং লজ্জাবোধ করল: মেয়ে আবার বলল আমি এমন ঘরে থাকব না যেখানে এক বেলার খাবার জমা করে রাখা হয় এখন এখানে হয়তো আমি থাকব নতুবা এই রুটি থাকবে। এটা শুনে যুবক তাড়াতড়ি বাহিরে গেলেন আর সেই রুটিটি দান করে দিলেন।

(রওদ্বুর রায়্যাহীন, আল হেকাইয়াতুত ছানিয়া ওয়াত তিসয়োনা বায়দাল মিয়াতি, ১৯২ পৃষ্ঠা)

কিউ ফিরে শউক মে হাম মাল কে মারে মারে
হাম তো সরকার কে টুকরো পে পালা করতে

(ওসায়িলে বখশীশ ২৯৪ পৃষ্ঠা)

এই ঘটনা থেকে ওই সমস্ত পিতা-মাতার শিক্ষা অর্জন করা উচিত, যখন তাদের সামনের কোন নেককার, পরহেযগার ইসলামী ভাইয়ের আত্মীয়তার প্রস্তাব দেয়া হয় তখন শুধুমাত্র এই কারণে অসম্মতি প্রকাশ করে যে, তার দাড়ি আছে এবং সে সুন্নাতের উপর আমল করে অথচ তার বিপরীত এমন যুবকের প্রস্তাবকে প্রধান্য দেয়াতে খুশি অনুভব করে, যে তার খারাপ আমলের মাধ্যমে আল্লাহ পাককে অসন্তুষ্ট করে জাহান্নামে যাওয়ার হাতিয়ার জমা করছে এবং যার সাহচর্য তার মেয়েকেও আল্লাহর ভয় থেকে উদাসিন করে দিবে এবং তার ইবাদত থেকে উদাসিন করে দিবে।

আত্মীয়তার ভিত্তি

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কাছে এক ব্যক্তি আসল আর বলল: আমার একজন কন্যা আছে যাকে আমি খুব ভালবাসি, তার জন্য অনেক প্রস্তাব এসেছে, আপনি আমাকে কার সাথে তার বিবাহ দিব সেটার জন্য পরামর্শ দিন? তিনি বললেন: তাকে এমন ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিন, যে আল্লাহ পাককে ভয় করে কেননা যদি এমন ব্যক্তি তোমার মেয়েকে ভালোবাসবে তো তাকে সম্মান দিবে আর যদি ঘৃণাও করে তবে যুলুম করবে না।

(শরহুস সুন্নাহ লিল বাগবী, ৫/৯, হাদিসের পাদটীকা: ২২৪)

www.dawateislami.net

আত্মীয়তাও এইভাবে হয়ে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন আক্বিল বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হজ্বে গেলাম তো সেখানে লাল কালারের মুক্তার নেকলেস পেলাম। ইতিমধ্যে এক অন্ধ বৃদ্ধকে দেখলাম, যে সেই নেকলেসটি খুঁজছিল এবং ফিরিয়ে দিলে ১০০ দিনার পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা করছিল। আমি সেই নেকলেসটি তাকে দিয়ে দিলাম, সে পুরুস্কৃত করতে চাইলে আমি না করে দিলাম। ওখান থেকে আমি সিরিয়া গেলাম, বায়তুল মুকাদ্দাসে হাযিরি দিলাম, এরপর বাগদাদ যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করলাম কিন্তু "হালব" (সিরিয়ার একটি পুরনো শহর) এ ক্ষুধার্ত ও কঠিন সর্দির কারণে এক মসজিদে প্রবেশ করলাম। মসজিদের নামাযীরা আমাকে ইমামতি করার জন্য সামনে অগ্রসর করে দিলেন, আমি তাদের নামায পড়ালাম। তারা আমাকে খাবার পেশ করল, ওই সময় মাহে রমযান শুরু হয়ে গিয়েছিল, লোকেরা বলল: আমাদের ইমাম সাহেব ইন্তেকাল করেছেন সুতরাং এই মাসে আপনি আমাদের মসজিদে নামায পড়িয়ে দিন। আমি মেনে নিলাম এবং পুরো মাসের ইমামতি করলাম। রমযানের পর তারা আমাকে মরহুম ইমাম সাহেবের কন্যার সাথে আত্মীয়তার প্রস্তাব দিল আর আমি গ্রহন করলাম। বিবাহের এক বছর পর আমাদের পরিবারে পুত্র সন্তান জন্ম নিল আর আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লো। একদিন আমি চিন্তিত হয়ে বসে বসে ভাবছিলাম হঠাৎ আমার দৃষ্টি আমার স্ত্রীর গলায় নেকলেসের দিকে গেল, একদম সেটার মতই ছিল যেটা আমি হজ্বের সময় একজনকে ফেরত দিয়েছিলাম। আমি নেকলেসের পুরো ঘটনা তাকে

www.dawateislami.net

খুলে বললাম তো সে কাঁদতে লাগল আর বলল: আল্লাহ পাকের শপথ! আপনি তিনিই যার জন্য আমার আব্বা কান্না করে করে দোয়া করেছিল যে, হে আল্লাহ পাক! আমার মেয়ের নেকলেস ফেরত দারকারী ব্যক্তির মতো একজন আমার মেয়ের জন্য স্বামী মিলিয়ে দাও আর আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। এর একটু পরেই আমার স্ত্রী ইন্তেকাল করলেন আর আমি তার মিরাছ ও নেকলেসটি নিয়ে বাগদাদ চলে আসলাম। (সিয়ারে আ'লামিন নুবালা, ১৪/৩৯৪)

(৫১) ক্রয়মূল্যের উপর সমালোচনা করা

কিছু মানুষের ক্রয়মূল্যের উপর সমালোচনা করা বড়ই আগ্রহ থাকে যেই বস্তুই ক্রয় করা হোক না কেন সে তাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে যে, কত দিয়ে ক্রয় করেছেন? অতঃপর যেই উত্তরই দিক না কেন তার প্রথম সমালোচনা এটা হয়ে থাকে যে, অনেক বেশি মূল্য দিয়ে ক্রয় করেছেন, এটা শুনে ক্রেতা অনেক সময় মনেকষ্ট পায় যে এত ঘুরাঘুরি করে দর কষাকষি করার পর নিজের ধারণা অনুযায়ী সস্তা জিনিস কিনলাম কিন্তু দোকানদার সেটারও বেশি দাম নিয়ে নিল, এটা আলাদা বিষয় যে, সমালোচনাকারীকে যদি এই জিনিস ক্রয় করার জন্য বলা হয় সম্ভবত সে আরও বেশি দাম দিয়ে কিনে আনবে। অথচ আমাদের উচিত যে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি বাস্তবে বেশি দাম দিয়ে কোন জিনিস ক্রয় করে তখনও প্রয়োজনে এমন হিকমতে আমলীর মাধ্যমে মন্তব্য করা যাতে ক্রেতা মনেকষ্ট না আনে।

www.dawateislami.net

(৫২) ঘৃণা সৃষ্টিকারী আচরণ সমূহ

কিছু মানুষ কখনো কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকায়, কখনো নাকের মধ্যে হাত ঢুকায়, কখনো বগল চুলকায় আবার কখনো মাথা চুলকায় অতঃপর হাত ধোঁয়া ছাড়া খাওয়ার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যায়। তার এসব আচরণ দর্শনকারীর মধ্যে অনেক ঘৃণা সৃষ্টি করে। হায় আফসোস! যদি সে তা বুঝতে পারত, আল্লাহ পাক সঠিক বিবেক দান করুক।

(৫৩) হাত-পা নড়চড়া করার অভ্যাস

অনেকের মুখের সাথে সাথে হাত চালানোরও রোগ হয়ে থাকে। অতএব কথাবার্তা বলার সময় সামনের লোকের কাঁধের উপর হাত রাখে আর কখনো তার কোমরের মধ্যে থাপ্পড় মারবে আবার কখনো তার মাথা ধরে ঝাড়া দেয় আর কখনো হাতের উপর হাত মারার জন্য আদেশ দেয়। তার এই পদ্ধতিও সামনের লোকের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে থাকে।

(৫৪) কথা কাটা

কারো কথা মনোযোগ সহকারে পরিপূর্ণ শ্রবণ করার অভ্যাস অনেকের থাকে না অতএব এরকম মানুষ "কান" হওয়ার স্থলে "মুখ" হতে বেশি আগ্রহী হয়ে থাকে সামনের লোক যতই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলুক না কেন ওই ব্যক্তি তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করে দিবে যার ফলে ওই ব্যক্তিকে বিপদের সম্মুখিন হতে হয়, হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা বাহেলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন। আমরা আলোচনা করতে ছিলাম

www.dawateislami.net

যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট আসলেন এবং দু:খ প্রকাশ করে বললেন: কথা কেটে নেয়া ছেড়ে দাও কেননা এতে কল্যাণ কম, কথা কেটে নেয়া ছেড়ে দাও কেননা এতে কল্যাণ কম, কথা কেটে নেয়া ছেড়ে দাও কেননা এতে কল্যাণ কম কেননা এটি দুই ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে। (তারীখে মদীনা দামেস্ক, ৩৩/৩৭০)

উম্মুল মুমিনিন হযরত সাইয়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ইরশাদ করেছেন: যখন তোমরা মানুষদেরকে কথা বলতে দেখ তখন তাদের কথা কাটিও না। (মাসাবিউল আখলাক লিলখারায়েতী- ২২১ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৫৩৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: কোন নির্বোধের কথা কাটিও না কেননা সে তোমাকে কষ্ট দিবে এবং কোন জ্ঞানীর কথা কাটিও না কেননা সে তোমার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে।

(ইয়াহউল উলুম, ২/২২৪)

ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া ২৪তম খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কথা কাটা নিষেধ যখন সেটা ইলমে শরীয়তের আলোচনা হবে।

(৫৫) কলা ইত্যাদির খোসা, চামড়া প্ল্যাট ফরমে নিক্ষেপ করা

অনেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগ থাকে না। এই ধরনের মানুষ কারো রুমে অথবা গাড়িতে আম অথবা কলা খেয়ে সেটার খোসা বা চামড়া রাস্তা অথবা প্লাট ফরমে নিক্ষেপ করে। তাদের এই কাজটি অন্য কাউকে আঘাত করে থাকে বরং অনেকের প্রাণও কেড়ে নেয়, যেমন আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বড় ভাই

আব্দুল গণী সাহেবের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা, পাঞ্জাব থেকে বাবুল মদীনা আসার সময়ে ট্রেন যখন যমযম নগর হায়দারাবাদ স্টেশনে থামল তখন তিনি পানি পান করার জন্য নেমে গেলেন যখন ট্রেন চলা শুরু করল তখন তাড়াহুড়ো করে ট্রেনের দিকে ছুটতে লাগলেন তো কারো নিক্ষেপ করা কলার খোসায় পা পড়ল, আহ! পা পিছলিয়ে চলন্ত ট্রেনের নিচে গিয়ে পড়ল আর ট্রেনে শরীর কেটে যাওয়ার কারণে ইন্তেকাল করলেন, আল্লাহ পাক তাঁকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক।

اٰمِين بِجاهِ خاتَمِ النَّبِيّن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৫৬) মাহফিলে লাউট স্পিকার ব্যবহার

বয়ান ও নাতের অনুষ্ঠান করা বড়ই সৌভাগ্যের কথা কিন্তু বড় আওয়াজের সাউন্ড সিস্টেম লাগিয়ে এলাকাবাসীর ঘুম নষ্ট করে এই অনুষ্ঠান করা দ্বীনের খেদমত নয় বরং লোকদের হক নষ্ট করার গুনাহ মাথায় নেয়া, যদি কেউ এইভাবে নিজের অন্তরকে শান্তনা দেয় যে, আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে অনুমতি নিয়ে নেব তখন সাদা চুল-দাঁড়ি বিশিষ্ট দূর্বল বৃদ্ধ, দুধের শিশু এবং ঘরে বিছানায় শায়িত রোগীর কাছ থেকে কিভাবে অনুমতি পাওয়া যাবে। এজন্য উপস্থিত লোকদের সংখ্যা অনুযায়ী স্পিকার ছাড়াই নাত ও বয়ানের অনুষ্ঠান করা মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে অথবা খোলা গ্রাউন্ডে যেখানে ঘর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছবে না এতটুকু আওয়াজে স্পিকার চালাবে যতটুকু প্রয়োজন হয়। মোটকথা যে সর্তকতা অবলম্বন করতে চায় তার জন্য হাজার হাজার রাস্তা রয়েছে আর যে করবে না তার জন্য অসংখ্য বাহানা রয়েছে।

www.dawateislami.net

লাঠি তো ভেঙ্গে ফেললেন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘরের বাহিরে একজন ওয়ায়েয বয়ান করছিলেন যার আওয়াজের কারণে তার কষ্ট হচ্ছিল এবং কানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন না। তিনি হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে সংবাদ পৌঁছিয়ে এটার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই ওয়ায়েজকে তার সেই কাজ থেকে নিষেধ করলেন, যার কারণে সে সাময়িকভাবে তা থেকে বিরত ছিল কিন্তু কিছুদিন পর পুনরায় সেই ধারাবাহিকতা শুরু করে দিল এতে হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার লাঠি নিয়ে সেই ওয়াজের কাছে গেলেন এবং মারতে মারতে তার উপর নিজের লাঠি ভেঙ্গে ফেললেন। (তারিখুল মদীনাতুল মুনাওয়ারা, জিকরুল ক্বাছাছ, ১/১৫)

সাউন্ড স্পিকারের অপব্যবহার করবেন না

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বুঝাতে গিয়ে লিখেন: ওই সমস্ত বক্তা শিক্ষা অর্জন করো যারা বড় আওয়াজের সাউন্ড স্পিকারে অর্ধেক রাত পর্যন্ত তাকরীর করে শ্রমিক এবং রোগীদেরকে পেরেশান করে, পুরো এলাকাকে জাগিয়ে রাখে। দেখা গেল যে, সাধারণ মানুষ সরকারকে দরখাস্ত দেয় যার কারণে ১৪৪ ধারা জারী করা হয় কতই বড় অপমান এবং ইলমের অবজ্ঞা। যদি এই বক্তাগণ এই আদেশ অনুযায়ী কাজ করত তাহলে এই অবস্থা কিভাবে হত বিচারকগণ, অফিসারগণ নিজেরাই তাদের কাছ থেকে ইলম শিখার জন্য তাদের খেদমতে উপস্থিত হত।

(মিরআতুল মানাজীহ, ১/২১৭)

www.dawateislami.net

(৫৭) উদ্দেশহীন সাক্ষাতে সময় নষ্ট করা

অনেকের কাছে না নিজের সময়ের অমূল্য সম্পদের প্রতি দরদ থাকে আর না অন্যজনের সময়ের মূল্য থাকে তাদের কাছে, অতএব তারা উদ্দেশহীনভাবে যেকোন সময় যে কারো সাথে সাক্ষাত করার জন্য গিয়ে পৌঁছে এবং যদি সময় না দেয় তখন তাকে অহংকারীর মতো উপাধি দ্বারা ভূষিত করে তাদের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয় আর যদি সে সাক্ষাত করার জন্য প্রস্তুতও তখন আর তাড়াহুড়ো করে না।

আমি নিজেই তার কাছে যাব

এক ব্যক্তি কোন এক ফার্মে উচ্চপদে চাকরি করত, তার অভ্যাস ছিল যখন তার কারো অধীনে কোন কাজ থাকত অথবা তার কোন ফাইল দিতে হত তখন সে নিজে গিয়ে ওই ব্যক্তির টেবিলে ফাইল দিয়ে আসত এবং ফাইল দিয়ে চলে আসত। কেউ একজন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমি তাকে আমার রুমে ডাকব কিন্তু সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যাবে আর এতে আমার সময় নষ্ট হবে। এজন্য আমার সময় বাঁচানোর জন্য নিজেই তার কাছে চলে যাই এবং কাজ শেষ হওয়ার পরে চলে আসি।

(৫৮) গাড়ি চালানোর সময় ময়লা উঠানো

রাস্তায় অনেক সময় পানি জমে থাকে অথবা গর্ত থেকে বের হওয়া অপবিত্র পানি জমা হয়ে যায় অথবা বৃষ্টির পরে ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় কিছু গাড়ির ড্রাইবার পায়ে হাঁটা পথিকদের জন্য

বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর তা এভাবে যে, কাদা ইত্যাদি দিয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে যায় আর সেটার ছিটা রাস্তায় চলাচলকারী ব্যক্তিদের মুখে ও কাপড়ে গিয়ে পড়ে এখন সেই ব্যক্তিরা কেউ হয়তো চাকরির ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য যাচ্ছে অথবা তার চাকরির প্রথম দিন অথবা দাওয়াতে যাচ্ছে এমন থাকে। এতে তাদের কোন কিছু হয় না কেননা তাদের কাপড় ও চেহারা সংরক্ষিত থাকে যদি এরা নিজেরাই কখনো পায়ে হাঁটত এবং কোন চলন্ত গাড়ি থেকে আসা ছিটা তাদের গায়ে লাগত তখন তাদের অন্যজনের কষ্ট খুব ভালভাবে অনুভব হত।

(৫৯) মুসাফাহা ও করমর্দন করার সময় জোরে চাপ দেয়া

ইসলামী ভাইদের একে অপরের সাথে মুসাফাহা ও করর্মদন করা ভালবাসা স্থায়ী হওয়ার মাধ্যম কিন্তু কিছু লোককে একেবারে মন্দ দেখায় যে, মুসাফাহা করার সময় অন্যজনের হাত ধরে চাপ দেওয়া শুরু করে দেয় অনুরুপভাবে কোলাকুলি (একজন অন্যজনের সাথে গলা মিলানোর) সময় এত জোরে চাপ দিতে থাকে যে, অন্য লোকটির চিৎকার বের হয় আসে।

বেহুশ হয়ে গেলেন

কয়েক বৎসর আগে হেড পিনজদ (দক্ষিণ পাঞ্জাব) এর একটি স্কুল শিক্ষকের সাথে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটল যে, কেউ তার সাথে ঈদের সময় সাক্ষাত করার জন্য আসল এবং করমর্দন করার সময় এত জোরে চাপ দিলেন যে, বেচারা ওই শিক্ষক বেহুশ হয়ে নিচে পড়ে গেলেন অতঃপর তাকে হাসপাতালে নিতে হলো যেখানে তাকে অনেক কষ্ট করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

www.dawateislami.net

(৬০) কাউকে মিথ্যাবাদী, আমানত খিয়ানতকারী অথবা ঘুষখোর বলা

মিথ্যা বলা, খিয়ানত করা, অথবা ঘুষ খাওয়া অবশ্যই মন্দ কাজ এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ কিন্তু তার চেয়েও মন্দ কাজ হল এই যে, কাউকে কোন শরীয়তের দলিল ছাড়া মিথ্যাবাদী, আমানত খিয়ানতকারী অথবা ঘুষখোর বলা। এরকম করা হলে অপবাদ ও সেটার শাস্তি অনেক কঠিন হবে। অতএব, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের খারাপ কাজের বর্ণনা দেয় যা সেই ব্যক্তির মধ্যে নেই তখন তাকে আল্লাহ পাক ততক্ষণ পর্যন্ত “রাদগাতুল খাবাল” এর মধ্যে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ওই কথা থেকে বের হয়ে আসবে না। [১] (আবু দাউদ, কিতাবুল আক্বজিয়া, ৩/৪২৭, হাদিস: ৩৫৯৭)

গর তো নারাজ হোয়া মেরী হালাকত হোগী
হায়ে! মে না রে জাহান্নাম মে জ্বালোঁগা ইয়া রব!

(ওসায়িলে বখশীশ, ৮৫)

(৬১) স্ত্রীকে ছোট ছোট কাজের জন্য উঠানো

নিজের কাজ নিজের হাতে করা সৌভাগ্যের কারণ এবং মহান সুন্নাত। উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের কাপড় নিজেই নিতেন এবং তার পাদুকা মুবারক খুজতেন এবং ওই সমস্ত কাজ করতেন যা পুরুষেরা নিজেদের ঘরে করে থাকে। (কানযুল উম্মাল ৪/৬০, অংশ: ৭, হাদিস: ১৮৫১৪)

---

১. رَدۡغَةَ الۡخَبَال দোযখের এমন স্থান যেখানে জাহান্নামীদের পুঁজ ও রক্ত জমা করা হয়ে থাকে। (মিরআতুল মানাজীহ, ৫/৩১৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ছোট ছোট কথার উপর স্ত্রীকে আদেশ দেয়া উদাহরণ স্বরুপ এটা উঠিয়ে দাও, ওটা রেখে দাও, অমুক জিনিসটি খুঁজে দাও ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের কাজ নিজে করাটা ঘরকে শান্তির নীড় বানাতে সাহায্য করে, তাছাড়া নিজে ছোট ছোট কাজের জন্য স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগ্রত করা, কাজ কর্ম করার সময়, আটা পিষার জন্য তাছাড়া মাথা ব্যথা, সর্দি কাশি অথবা অন্যান্য রোগ হলে তাদেরকে কাজ করার জন্য অর্ডার দিয়ে জাগ্রত করা, ঘরের পরিবেশকে খারাপ করে দেয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে আপনার ঘুমাতে ভালো লাগে, অলসতা আসে, বক্রতা চলে আসে অনুরুপ বিভিন্ন বিষয়ে মহিলাদেরও আসে বরং পুরুষের তুলনায় মেয়েদের ঘুম বেশি আসে।

(৬২) স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা

স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে সুখের জীবনকে বিষাক্ত করার মধ্যে কিছু লোকের অনেক স্বাদ অনূভব হয়ে থাকে কিন্তু মূলত তারা শয়তানের প্রিয়। হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: শয়তান পানির উপর নিজের আসন বিছিয়ে দেয় অতঃপর তার বাহিনীদেরকে পাঠিয়ে থাকে। ওই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শয়তানের অধিক নিকটে তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি যে ফেতনাবাজ হয়ে থাকে। তার একজন সৈন্য ফিরে এসে বলে যে, আমি অমুক ফেতনা সৃষ্টি করেছি তখন শয়তান বলে: তুমি কিছু করো নাই, অতঃপর আরেকজন সৈন্য আসে আর বলে

www.dawateislami.net

“আমি একজন মানুষকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছেড়ে দিই নাই যতক্ষণ তার এবং তার স্ত্রীর মাঝখানে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিই নাই। এটা শুনে শয়তান তাকে তার অনেক কাছে নিয়ে আসে এবং বলে: তুমি কত ভালো কাজ করেছ এরপর তাকে নিজের বুকে টেনে নেয়।

(মুসলিম, কিতাবু সিফাতুল কিয়ামা, ১৫১১ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২৮১৩)

(৬৩) আত্মীয়তার প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া

প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়ার দ্বারাও তার অন্তরে কষ্ট দেয়া হয়। যার কথায় প্রথম সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যদি তিনি ঝগড়ায় উপনীত হয় তখন অনেক সময় হত্যা ও মারামারি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এক ব্যক্তির সাথে সিদ্ধান্তে একমত হওয়ার পর অন্যজনের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ। হ্যাঁ যদি মোহর বাড়িয়ে দিয়ে বিবাহ করতে ইচ্ছা করে অথবা তার সম্মান ও ইজ্জতের জন্য প্রথম পক্ষকে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিবে নতুবা এই অবস্থায় প্রস্তাব দেয়া নিষেধ। (বাহারে শরীয়ত, ১১ তম খন্ড, ২/৭২৪)

(৬৪) বেচা-কেনা বা চুক্তির উপর চুক্তি করা

যেটা নিয়ে দর কষাকষি ও চুক্তি করতেছে এবং বেচাকেনার কোন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল তখন মাঝখানে তৃতীয়জন এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাওয়া নিষেধ। অতএব, সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: ✫ এক ব্যক্তি মূল্য স্থির করার পর

www.dawateislami.net

দ্বিতীয়জন মূল্য স্থির করা নিষেধ এটির ধরন হল এই যে, বিক্রেতা ও ক্রেতা একটি মূল্যের উপর রাজি হয়ে গেল শুধুমাত্র প্রস্তাব এবং গ্রহন অথবা বিক্রিত মাল উঠিয়ে শুধু টাকা দিয়ে দেয়া বাকি রইল এর মধ্যে অন্য ব্যক্তি দাম বাড়িয়ে দিয়ে কিনতে চাওয়া অথবা দাম আগের মত দিবে কিন্তু দোকানদারের সাথে তার সম্পর্ক থাকার কারণে অথবা সম্মানিত ব্যক্তি হওয়ার কারণে দোকানদার তাকে ছেড়ে প্রথম ব্যক্তিকে দিবে না ✯ যেমনিভাবে ব্যবসার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে চুক্তির ক্ষেত্রেও তা নিষেধ উদাহরণ স্বরুপ কোন শ্রমিকের সাথে পারিশ্রমিক নির্ধারণ হওয়ার পর অথবা চাকরির সাথে বেতন নির্ধারণ হওয়ার পর অন্য ব্যক্তির পারিশ্রমিক অথবা বেতন বাড়িয়ে দিয়ে অথবা আগের মত বেতন নির্ধারণ করা। ✯ যেভাবে ক্রেতার জন্য এই নিয়ম নিষেধ বিক্রেতার জন্যও তা নিষেধ উদাহরণ স্বরুপ একজন দোকানদারের সাথে মূল্য নির্ধারণ হয়ে গেছে অন্যজন বলে, আমি এরচেয়ে কম মূল্যে দিব অথবা তিনি তার পরিচিত লোককে বলে: আমার এখান থেকে নাও আমি এত দামে দিব অথবা চুক্তির ক্ষেত্রে একজন শ্রমিকের সাথে পারিশ্রমিক নির্ধারণ হওয়ার পর অন্যজন বলে: আমি কত পারিশ্রমিক নিব অথবা আমি তত টাকা নিব এসব কিছু নিষেধ। (বাহারে শরীয়ত, ১১ তম অংশ, ২/৭২৩)

(৬৫) লাইন ভঙ্গ করা

পরিচয় পত্রের অফিসে অথবা পাসপোর্ট অফিসে ব্যাংক অথবা ইয়ারপোর্ট অথবা রেলের কাউন্টারে ভীড়ের সময়ে লাইনভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সকলের উপকার রয়েছে এবং এরদ্বারা সময়ও বেচে যায়। কিন্তু

www.dawateislami.net

সেখানেও মানুষ বেশি বেশি করে যে, পরে আসা সত্ত্বেও লাইনের মাঝখানে ঢুকে যেতে চেষ্টা করে অথবা দুঃসাহসিকতার সাথে সকলের হকের উপর লাথি মেরে সোজা জানালায় গিয়ে পৌঁছে আর না জানি এইভাবে কতজন মানুষের অন্তরে কষ্ট দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লাইনে দাঁড়িয়ে রইলেন

শায়খে তরিকত, আমীর আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১৪০০ হিজরিতে পবিত্র হারামাইন শরীফের জিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করলেন এবং নিজের পাসপোর্ট ভিসা লাগানোর জন্য টাকা জমা করে দিলেন, ভিসা লেগে যাওয়ার পর যখন তিনি নিজের পাসপোর্ট নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট এমবিসিতে গিয়ে পৌঁছলেন তখন ভিসা প্রার্থীদের একটি দীর্ঘ লাইন হয়ে গেল। তিনিও লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। কোন এক চেনা ট্রাবেল এজেন্টের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ল তখন তিনি সালাম দেয়ার পর আরয করলেন: হুযুর! লাইন অনেক লম্বা আপনাকে অনেক সময় রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আসুন আমি আপনাকে (আপনার সাথে সংশ্লিষ্ট) জানালার নিকটে পৌঁছিয়ে দিই। কিন্তু তিনি অত্যন্ত নম্রতার সাথে না করে দিলেন যার কারণ ছিল এই যে, তিনি যদি তার প্রস্তাব গ্রহন করে সামনে যেতেন তখন প্রথম থেকে দাঁড়ানো লোকদের হক নষ্ট হত।

(৬৬) কারো গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয়া

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যখন মানুষ কোন কথা বলে অতঃপর এদিক সেদিক তাকায় তখন সেই কথাগুলো আমানত (হয়ে থাকে)। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব ৪/৩৫১ হাদিস: ৪৮৬৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি তোমার সাথে এককভাবে কোন কথা বলে এবং কথা বলার মাঝখানে অথবা কথা বলার সময় এদিক সেদিক দেখে যে কেউ শুনতেছে কিনা তখন সে যদিও মুখ দিয়ে না বলে যে এই কথাগুলো কাউকে বলবে না। কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি বলছে যে, এটি গোপন কথা তাই সেগুলোকে আমানত মনে করে তার রহস্য কারো নিকট ফাঁস করিও না, কাউকে এসব কথা বলবে না, سُبْحٰنَ اللّٰه! কি পবিত্রতম প্রশিক্ষণ। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৬২৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো রহস্য আমানত হয়ে থাকে। মানুষ তাকেই রহস্যের দ্বার বানায় যার উপর তার বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু যখন ওই ব্যক্তি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ভেদকে মানুষের সামনে খুলে দেয় তখন সে অনেক কষ্ট পায়। প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: খেয়ানত বা আত্মসাৎ শুধু সম্পদের ক্ষেত্রে হয় না বরং সম্পদ, ভেদ, পবিত্রতা ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং সম্পদের চেয়ে আরো বেশি গোপন বিষয় ফাঁস করার খেয়ানত হয়ে থাকে।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৫/৬১১)

রহস্য ফাঁস করব না

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত যে, হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যোহরা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا পায়ে হেঁটে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আসলেন আর তাঁর হাঁটার পদ্ধতি ছিল নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মত। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার মেয়েকে সু-স্বাগতম, এরপর তিনি তাঁকে তাঁর ডান অথবা বাম পাশে বসালেন এবং কানে কানে তাকে কিছু কথা বললেন, যা শুনে তিনি কান্না করছিলেন অতঃপর দ্বিতীয়বার কানে কানে কথা বললেন তখন তিনি হাসতে লাগলেন। যখন আমি তাকে সেই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহস্য ফাঁস করব না। নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহিরি ইন্তেকালের পর আমি তাঁকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি বললেন: হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم গোপনীয়তার সাথে আমাকে বললেন যে, হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام প্রত্যেক বৎসর একবার করে আমার সাথে কুরআন শরীফ পুনরাবৃত্তি করতেন কিন্তু এই বৎসর তিনি দুইবার পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং আমি এটা বুঝে নিচ্ছি যে, আমার বিদায়ের সময় কাছে চলে এসেছে এবং আমার ঘরের সদস্যদের মধ্যে সবার আগে তুমি আমার সাথে মিলিত হবে। এটা শুনে আমি কান্না শুরু করেছিলাম। এরপরে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন, তুমি কি এই কথার উপর সন্তুষ্ট নও যে, তুমি জান্নাতবাসীদের সর্দার হয়ে অথবা (অতঃপর এটা বললেন যে) মুমিন নারীদের সর্দার হবে এটা শুনে আমি হাসছিলাম। (বুখারি, কিতাবুল মানাক্বীব ২/৫০৭, হাদিস: ৩৬২৩)

www.dawateislami.net

এই রহস্যটি কারো নিকট ফাঁস করবে না

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বর্ণনা: আমি ছেলেদের সাথে খেলছিলাম যে, এই অবস্থায় নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরিফ আরলেন এবং আমাদেরকে সালাম করলেন আর আমাকে একটি কাজের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। (এই কাজের কারণে) আমার মায়ের কাছে পৌঁছতে দেরী হয়ে গেছে। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন সম্মানিত মাতা আমাকে দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি আরয করলাম, হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কোন কাজে পাঠিয়েছেন? তখন আমি উত্তর দিলাম এটা একটি গোপন বিষয়। এই বিষয়ে আমার সম্মানিতা মাতা বললেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহস্য কারো নিকট ফাঁস করবে না।

(মুসলিম, কিতাবু ফাজায়েলিছ সাহাবা, বাবুন ফাজায়েলে আনাস বিন মালেক, ১৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২৪৮২)

গোপন বিষয় ফাঁস করতে পারতেন না

হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর স্বামী হযরত সায়্যিদুনা খুনাইশ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যিনি বদরী সাহাবী ছিলেন তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি বিধবা হয়ে গেলেন তখন তার পিতা হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা উসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে তার শাহজাদীকে বিবাহ দেয়ার জন্য প্রস্তাব দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: আমি সেই ব্যাপারে ভেবে দেখব। অতঃপর কিছুদিন পর উত্তর দিলেন: আমি এই সিদ্ধান্ত

www.dawateislami.net

নিয়েছি যে, আমি এখন বিবাহ করব না, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনা যে, এরপর আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে গেলাম এবং তাকেও প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় চুপ ছিলেন এবং কোন উত্তর দেয়নি। হযরত উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর তুলনায় আমার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আচরণে বেশি কষ্ট পেয়েছি। এর কিছুদিন পর রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তখন আমি তাকে বিবাহ দিয়েছিলাম। পরে যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে সাক্ষাত হল তখন তিনি আমাকে বললেন: যখন আপনি আমাকে আপনার মেয়েকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং আমি কোন উত্তর দিই নাই তখন সম্ভবত আপনি কষ্ট পেয়েছেন। তখন আমি ইতিবাচক উত্তর দিয়েছিলাম তখন তিনি বললেন: আপনাকে জাওয়াব দিতে আমাকে শুধুমাত্র এই কথা বাধাঁ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি জানতাম যে, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত হাফসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং আমি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহস্য ফাঁস করতে পারি নাই। যদি তিনি তাকে বিবাহ না করতেন তাহলে আমি আপনার প্রস্তাব গ্রহন করতাম। (বুখারী, কিতাবুল মাগাজী ৩/২০, হাদিস: ৪০০৫)

(৬৭) খুশি উদযাপনের নামে অন্যদেরকে কষ্ট দেয়া

নতুন বৎসরের প্রথম রাত অথবা বসন্ত উৎস, স্বাধীনতা দিবস, অথবা অন্য কোন মেলা উৎসব, বাগদাদ অনুষ্ঠান অথবা মেহেদী অনুষ্ঠান। খুশি উদযাপন করার নামে ঢোল-তবলা বাজানো, আকাশে

ফায়ারিং করা, আতশ বাজি ফুটানো, বাজি ফুটিয়ে, বড় আওয়াজে মোটর সাইকেল চালিয়ে কান পাটা আওয়াজ সংগীতের অনুষ্ঠান করে অন্যান্য মুসলমান, শিশু, রোগী ও ঘরের বোনদেরকে বর্ণনাতীত কষ্ট এবং দুঃখ দেয়া হয়ে থাকে। আল আমান ওয়াল হাফিজ এরকম আচরণ কারীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, একদিন মরতে হবে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজের কৃত কর্মের হিসাব দিতে হবে এবং এর পরিণতি দেখতে হবে।

শাদীয়ো মে মত গুনা নাদান কর,
খানা বরবাদী কা মত সামান কর।

(ওসায়িলে বখশীশ, ৭১৫ পৃষ্ঠা)

(৬৮) কর্মচারী ও খাদিমদের কষ্ট দিবেন না

কিছু মানুষ তাদের অধীনস্থ কর্মচারী এবং ও সেবকদের প্রতি পশুর চেয়েও আরও বেশি খারাপ-আচরণ করে থাকে। কথায় কথায় তাদেরকে অপমান করতে থাকে, তাদের দ্বারা বেশি কাজ নিয়ে থাকে, করতে না চাইলে চাকরি ছেড়ে দেয়ার জন্য ধমক দিতে থাকে। এই ধরণের মানুষেরা মনে রাখবেন যে, এসমস্ত কর্মচারী ও সেবকদের হক নষ্ট করা জায়িয নেই। আমাদের আকাবিরগণ তো তাঁদের খাদিমদের সাথেও দৃষ্টান্তমূলক সৎ আচরণ করতেন, যেমন

গোলামকে কষ্ট দিয়েন না

বর্ণিত আছে, একরাত আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحۡمَةُاللهِ عَلَيۡه এর কাছে কোন এক মেহমান আসল

www.dawateislami.net

ওই সময় তিনি লেখালেখি করছিলেন। বাতি নিভে যাচ্ছিল তখন মেহমান আরয করলেন, এটি মেহমানের সম্মানের ক্ষেত্রে বিপরীত যে, তার থেকে সেবা নেয়া, তিনি বললেন: গোলামকে জাগ্রত করে দিন, সে এই কাজ করে দিবে। তিনি বললেন: সে এইমাত্র শুয়েছে, এটা বলে তিনি নিজেই উঠে তেলের কাপ নিয়ে চেরাগের মধ্যে তেল দিলেন। মেহমান বললেন: হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি নিজেই কাজ করেছেন। তিনি বললেন: আমি যখন এই কাজের জন্য গিয়েছিলাম তখনও ওমর ছিলাম আর যখন ফিরে আসলাম তখনও ওমর ছিলাম। আমার এই কাজের জন্য আমার মর্যাদা ও সম্মানে কোন আঘাত আসে নাই এবং মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লোক হল সে, যে আল্লাহ পাকের জন্য নম্রতা অবলম্বনকারী। (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ৩/৪৩৫)

খাদিমার কষ্টের প্রতি খেয়াল রাখা

বর্তমান সময়ে শরয়ীভাবে কোন গোলাম প্রথার প্রচলন নেই কিন্তু নিজের কাছে কাজ কর্ম সম্পাদনকারী ও খাদিমদের প্রতি খেয়াল রাখাও মুসলমানদের নিদর্শন অতএব হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা সারমর্ম হলো, আমি যখন মুফতিয়ে আযম হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে বেরেলী শরীফে উপস্থিত হলাম তখন তিনি দারুল ইফতার কাজ আমার নিকট সোপর্দ করলেন। আমি দিনের বেলায় মাসআলা সমূহ লিখতাম আর ইশারের পর তাকে শোনাতাম এবং তিনি যেখানে যেখানে প্রয়োজন মনে করতেন সেখানে সংশোধন করে দিতেন, এই ক্লাসটি সাধারণত দুই তিন ঘন্টা চলত তবে অনেক

সময় চার ঘন্টা পর্যন্ত চলত। তখনকার সময়ের কোন এক সপ্তাহে শীতের দিন ছিল, রুমের মধ্যে হযরতের জন্য আগুনের দানী ছিল যা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল এবং হুক্কার আগুনও শেষ হয়ে গিয়েছে হঠাৎ তিনি বললেন: যদি কয়লা আরও হতো তাহলে আগুনের দানী গরম হয়ে যেত এবং তামাকও পুরো জ্বলে নাই, তাও কাজে আসত। আমি আরয করলাম, ভিতরে খাদিমাকে ডাক দিয়ে কয়লা আনতে বলুন তিনি বললেন: সারাদিন কাজ করে বেচারা শুয়ে গেছে তাকে ঘুমাতে দাও। (কাহানে মুফতিয়ে আযম, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

খাদিমের কারণে কাপড়ে কালি পড়ে গেল

বর্ণিত আছে, একবার হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল বিন বুলবুল শায়বানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খাদিম কলমে কালি ভর্তি করে তাঁকে দিলেন তখন খেয়াল না করার কারণে কালির কিছু ফোটা তাঁর মূল্যবান পকেটে পড়ে গেল। খাদিম ভয়ে কাঁপছিল জানি না এখন আমার কি শাস্তি হবে, কিন্তু তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিয়ে বললেন: ভয় পেয়ো না, অতঃপর নিচে উল্লেখিত কবিতাটি পড়লেন:

إِذَا مَا الْمِسْكُ طَيَّبَ رِيْحَ قَوْمٍ كَفَانِي ذَاكَ رَائِحَةُ الْمِدَادِ

فَمَا شَيْءٌ بِأَحْسَنَ مِنْ ثِيَابٍ عَلَى حَافَاتِهَا حُمَمُ السَّوَادِ

অনুবাদ: যখন কস্তুরী গোত্রের সুগন্ধিকে উন্নত করে আমার কাছে এই কালিই সুগন্ধির জন্য যথেষ্ট হবে। ওই কাপড় থেকে উন্নত কোন কাপড় নেই যেই কাপড়ের কিনারায় কয়লার কালি থাকে।

(সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইসমাঈল বিন বুলবুল, ১০/৫৬৬)

www.dawateislami.net

এটি আমার দায়িত্ব নয়

সময়ে অসময়ে কাউকে দোষ ধরতে ধরা, বকা দিতে থাকা অথবা ধমক দেয়ার অভ্যাসের কারণে সম্ভবত সে এমন সময়ে আমাদের সাহায্য করাকে অস্বীকৃতি জানাবে যখন আমরা অনেক পেরেশানীর সময় তার সহযোগিতার প্রত্যাশা করবো। এই বিষয়টা একটি কাল্পনিক ঘটনা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন: এক ম্যানেজার তার কর্মচারীদের সময়ে অসময়ে ধমক দিতে থাকে যার কারণে কর্মচারীদের অন্তরে তার প্রতি শত্রুতা বসে যায়, সেই ম্যানেজার প্রতিটি কর্মচারীকে তার দায়িত্বের তালিকা বানিয়ে দিয়েছিলেন যদি কোন কর্মচারী কোন কাজ ছেড়ে দিতে চাইতো তখন ম্যানেজার তালিকা দেখিয়ে দেখিয়ে তাকে অপমান করত। একবার সে ঘোড়ায় আরোহন করার শখ পূরণ করে ঘোড়া থেকে নামছিল হঠাৎ তার পা ঘোড়ার লাগামে ঢুকে গেল ওই সময় ঘোড়া লাফিয়ে উঠল তখন ম্যানেজার ঘোড়ার সাথে ঝুলিয়ে ছিল। সে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কর্মচারীকে সাহায্য করার জন্য ডাক দিল কিন্তু তার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ মিলে গেল। অতএব সে তার মালিককে সাহায্য করার স্থলে পকেট থেকে তার দেয়া তালিকা বের করল আর দূর থেকে দেখিয়ে বলতে লাগল যে, কোথাও তো এটি লিখা নেই যে, যদি আপনার পা ঘোড়ার লাগামের মধ্যে ঢুকে যায় তখন তা ছুটানো আমার দায়িত্ব। এটা শুনে ম্যানজার কর্মচারীদরে সাথে করা খারাপ আচরণের জন্য আফসোস করছিল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৬৯) হজ্বের সময় কষ্ট দিবেন না

হজ্ব করার সামর্থ হওয়া বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত করার সময়ও অন্যান্য মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা অনেক বেশি প্রয়োজন অতএব সফরের মধ্যে বিমান বন্দরে, তাওয়াফ করার সময়, হাজরে আসওয়াদে চুমা দেয়ার সময়, মীনার মধ্যে, আরাফাতের ময়দানে, মুজদালাফায় এবং বিশেষকরে পাথর নিক্ষেপ করার সময় অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে আমাদের দ্বারা কেউ কষ্ট না পায়। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, পাথর নিক্ষেপ করার সময় দৌড়াদৌড়ি করছে আর দেখতে দেখতে শত শত হাজ্বী সাহেবের প্রাণ চলে যায়।

হাজরে আসওয়াদে কিভাবে চুম্বন করবেন?

সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছেন: সম্ভব হলে তখন হাজরে আসওয়াদের মাঝে উভয় হাতের তালু রেখে এবং উভয়ের মাঝখানে মুখ রেখে চুমা দাও যাতে কোন আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। তিনবার এইভাবে করো এইভাবে করতে পারলে তার জন্য সেটা হবে পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের বিষয়। নিশ্চয় নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাকে চুম্বন করেছেন এবং তাঁর পবিত্র চেহারা এটার উপর রেখেছেন, অনেক বড় সৌভাগ্যর বিষয় যে তোমাদের মুখ সেটা পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে এবং ভীড়ের কারণে যদি তা সম্ভবও না হয় তবে অন্যদেরকে কষ্ট দিবেন না এবং চাপ বা আঘাত দিবেন না বরং এর পরিবর্তে হাতে

www.dawateislami.net

স্পর্শ করে সেটাকে চুমা দিন এবং যদি হাতও না পৌঁছে তখন লাকড়ি দ্বারা স্পর্শ করে চুমা দিন আর যদি এটাও সম্ভব না হয় তখন হাতে সেটার প্রতি ইশারা করে হাতে চুমা দিন, হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ রাখার স্থান দেখতে পারছেন সেটাও কম কিসের এবং হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেয়া অথবা হাত অথবা লাকড়ি দ্বারা স্পর্শ করে তাকে চুমা দেয়া অথবা ইশারা করে নিজের হাতে চুমা দেয়াকে ইস্তেলাম বলা হয়। (বাহারে শরীয়ত, ১/১০৯৬)

রমলের ক্ষেত্রেও সর্তকতা

সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আরও লিখেন: প্রথম তিন চক্করের মধ্যে পুরুষেরা রমল করবে অর্থাৎ একটু দ্রুত ছোট ছোট কদম দিয়ে কাঁধ নাড়িয়ে নাড়িয়ে হাঁটবে যেমনটি শক্তিশালী ও বাহাদুর লোকেরা হেঁটে থাকে, লাফাবেও না দৌড়াবেও না, যেখানে বেশি ভীড় হবে এবং রমলের কারণে নিজের অথবা অন্যজনের কষ্ট হয় তখন এতক্ষণ রমল ত্যাগ করবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/১০৯৭)

কষ্ট দেয়ার বিভিন্ন ধরন

শায়খুল হাদিস ওয়াত তাফসীর হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ অর্থাৎ মুসলমানদের ইসলামী নির্দেশন হল এই যে, সমস্ত মুসলমান তার মুখ ও হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। (বুখারী ১/১৫, হাদিস: ১০) উদ্দেশ্য হল এটা যে, কোন মুসলমানকে কোন ধরণের কষ্ট দিবেন না এবং হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এটাও বলেছেন যে, মুসলমানদের উচিত, সে যা কিছু নিজের জন্য পছন্দ করে তা তার ইসলামী ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে। (বুখারী ১/১৬, হাদিস: ১৩) স্পষ্ট যে, কোন মানুষ এটা পছন্দ করবে না যে, সে কষ্টের মধ্যে লিপ্ত হবে এবং দুঃখ পাবে সুতরাং রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির উপর এটা আবশ্যক যে, সে তার কোন কথা এবং কাজ দ্বারা কাউকে কষ্ট দিবে না। এই জন্য নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে প্রত্যেক মুসলমানদের খেয়াল রাখা খুবই প্রয়োজন।

(১) কারো ঘরে মেহমান হয়ে গেলে অথবা রোগী দেখার জন্য গেলে তখন এত বেশি সময় পর্যন্ত অথবা এত দেরী পর্যন্ত অবস্থান না করা যাতে ঘরের সদস্যরা বিপদগ্রস্ত হয় এবং কষ্ট পায়।

(২) যদি কারো সাথে সাক্ষাত করার জন্য যাও তখন সেখানে এত বেশি সময় পর্যন্ত বসে থাকিও না যার কারণে সে বিরক্ত হয়ে যায় অথবা তার কাজের মধ্যে অসুবিধা হয় কেননা এর কারণে অবশ্যই তার কষ্ট হবে।

(৩) রাস্তায় চৌকাট অথবা চেয়ার বা অন্য কোন আসবাবপত্র বাসন অথবা ইট পাথর ইত্যাদি রাখিও না কেননা অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, মানুষ স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী নির্ভয়ে দ্রুত গতিতে চলাচল করতে থাকে আর সেসমস্ত বস্তুর সাথে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে যায় বরং স্বয়ং ওই বস্তগুলো রাস্তায় নিক্ষেপকারীরা নিজেরাও রাতে অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে পড়ে পড়ে যায় এবং আঘাত পায়।

(৪) কারো ঘরে গেলে তখন যতটুকু সম্ভব কখনো তার থেকে কোন জিনিস চাইবে না অনেক সময় অনেক সাধারণ জিনিসও ঘরে

www.dawateislami.net

থাকে না এবং সে তোমার চাহিদা পূরণ করতে হয়তো পারবেও না এই অবস্থায় সে লজ্জিত ও কষ্ট পাবে এবং তোমার তাতে কষ্ট লাগতে পারে যে, আমি তার কাছ থেকে একটি সাধারণ জিনিস চাইলাম আর সে তা দিতে পারল না।

(৫) হাড্ডি অথবা লোহা, শীশা ইত্যাদির টুকরা অথবা কেটে ফেলা গাছের টুকরো না রাস্তায় ফেলবে আর না কাউকে রাস্তায় নিক্ষেপ করতে দিবেন এবং যদি কোথাও রাস্তায় এমন বস্তু দেখেন তবে প্রয়োজন মনে করে রাস্তা থেকে ফেলে দিবেন অন্যথায় রাস্তার চলাচলকারীদের এসব বস্তু ঢুকে যাওয়ার কারণে কষ্ট হবে এবং সম্ভাবনা রয়েছে যে, অসাবধানতা অবস্থায় তোমরাও কষ্ট পেতে পারো অনুরূপভাবে কলা ও তরমুজ ইত্যাদির খোসা রাস্তায় ফেলবেন না অন্যথায় মানুষেরা রাস্তায় পিছলা খেয়ে পড়ে যাবে।

(৬) খাবার খাওয়ার সময় এমন জিনিসের নাম নিবেন না যাতে শ্রোতাদের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি হয় কেননা অনেক তীক্ষ্ণ মেজাজের লোকদের তাতে অনেক কষ্ট হয়।

(৭) যখন মানুষ বসে থাকে তখন ঝাড়ু দিবেন না কেননা তাতে মানুষদের কষ্ট হয়।

(৮) তোমাদেরকে কেউ দাওয়াত দিলে তখন যতজন মানুষ তোমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে থাকো, সাবধান তারচেয়ে বেশি মানুষ নিয়ে তার ঘরে যাবে না হতে পারে খাবার কম পড়বে তখন নিমন্ত্রণকারী লজ্জিত হবে এবং কষ্ট পাবে এবং মেহমানরাও ক্ষুধায় কষ্ট পাবে।

(৯) যদি কোন মজলিসে দুইজন মানুষ পাশাপাশি বসে কথা বলতে থাকে তখন সাবধান তখন তুমি তাদের মাঝখানে গিয়ে বসিওনা কেননা এরকম করার কারণে সেই দুই বন্ধু কষ্ট পাবে।

(১০) মহিলাদের জন্য আবশ্যক যে, তার স্বামীর সামনে অন্য কোন পুরুষের সৌন্দর্যের অথবা গুণাগুণের আলোচনা করবে না। কেননা কিছু স্বামী এরদ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকে। অনুরূপভাবে পুরুষদের জন্য আবশ্যক যে, সে যেন তার স্ত্রীর সামনে কোন মহিলার সৌন্দর্য অথবা তার চাল-চলনের আলোচনা ও প্রশংসা না করা কেননা এরদ্বারা স্ত্রী কষ্ট পাবে।

(১১) অন্য কারো চিঠি কখনো দেখবে না সম্ভাবনা রয়েছে চিঠির মধ্যে কোন গোপন কথা রয়েছে যেটা সে প্রত্যেক মানুষ থেকে গোপন রাখতে চায় তখন স্পষ্ট যে, তুমি চিঠি পড়ে নিলে সে কষ্ট পাবে।

(১২) কারো সাথে এমনভাবে হাসি-কৌতুক করবেন না যার কারণে সে কষ্ট পায় অনুরূপভাবে কাউকে এমন নাম বা উপাধী দ্বারা ডাকবেন না যার কারণে তাদের কষ্ট হয়। কুরআন শরীফে এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

(১৩) যেই মজলিসে কোন দোষী মানুষের দোষ উল্লেখ করতে হয় তখন প্রথমে দেখে নিতে হবে যে, এখানে সেই প্রকারের কোন মানুষ আছে কিনা অন্যথায় ওই দোষ উল্লেখ করার কারণে সেসব ব্যক্তিরা কষ্ট এবং দুঃখ পাবে।

www.dawateislami.net

(১৪) পান খেয়ে দেয়ালে থুথু নিক্ষেপ করবেন না এর কারণে ঘরের মালিকও কষ্ট পাবে এবং প্রত্যেক অবলোকনকারীদেরও ঘৃণা সৃষ্টি হবে।

(১৫) দুইজন মানুষ কোন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতেছে আর তোমার কাছ থেকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করছে না তখন তুমি গায়ে পড়ে তাদেরকে পরামর্শ দিবে না এই ধরনের কখনো করা উচিত নয় এটি কষ্টদায়ক কথা।

অতএব, সারমর্ম হল এই যে, তোমরা এই চেষ্টার মধ্যে থাকবে যে, তোমাদের কোন কথা বা কাজ অথবা পদ্ধতিতে কারো যেন কষ্ট না হয় এবং তুমি নিজেও যেন বিনা প্রয়োজনে কোন কষ্টে পড়ে না যাও। (জান্নাতী জেওর ৫৪৮ পৃষ্ঠা)

উম্মতে মাহবুব কা ইয়া রব বানা দে খাইর খোয়া
নফস কী খাতের কিসী ছে দিল মে মেরি না বাইর

(ওসায়িলে বখশীশ ২৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭০) সফরের মধ্যে কাউকে কষ্ট দিবেন না

সফরের সময় কোন একজনের উপর সমস্ত বোঝা তুলে দেয়ার পরিবর্তে কাজকে পরস্পরের মধ্যে বন্টন করে দেয়া উচিত। একবার কোন সফরে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ছাগল যবেহ করার ইচ্ছা করলেন এবং দায়িত্ব বন্টন করে নিলেন। কেউ তার দায়িত্বে পশু যবেহ করার দায়িত্ব নিলেন, কেউ চামড়া তুলার দায়িত্ব নিলেন তাছাড়া কেউ

www.dawateislami.net

রান্না করার কাজ নিলেন। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: লাকড়ি সংগ্রহ করা আমার দায়িত্বে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বললেন, হুযুর! এটাও আমরা নিয়ে নিব। তিনি বললেন: এটা তো আমিও জানি যে, তোমরা এই কাজটি (খুশি মনে) করবে কিন্তু আমার কাছে এটি পছন্দ নয় যে, তোমাদের মাঝে আমি আলাদা থাকি এবং আল্লাহ পাকও সেটা পছন্দ করেন না। (হিকায়ত: ৬৭) (ইত্তেহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকীন ৮/২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭১) মুর্দাকে কষ্ট দিবেন না

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: إِنَّ الْمَيِّتَ يُؤْذِيهِ فِي قَبْرِهِ مَا يُؤْذِيهِ فِي بَيْتِهِ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি ঘরে যেসব কথায় কষ্ট পেতো কবরেও সেসব কথায় কষ্ট অনুভব করে। (শরহুস সুদূর, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে জীবিত ব্যক্তির হাত জীবিত ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে থাকে অনুরূপভাবে জীবিত ব্যক্তির হাত দ্বারা মৃত ব্যক্তিও কষ্ট পেয়ে থাকে। আসুন দেখে নিই যে আমরা মৃত বক্তিদের কিভাবে কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারি?

মৃত ব্যক্তির পেটের উপর ভারী-জিনিস রাখার ক্ষেত্রে সতর্কতা

তার পেটের উপর লোহা অথবা ভিজা মাটি এবং কোন ভারী জিনিস রাখবেন যেন পেট পুলে না যায়। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দীয়া, কিতাবুস সালাত,

www.dawateislami.net

১/১৫৭) কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে তাদের কষ্ট হয়।
(বাহারে শরীয়ত ১/৮০৯)

ঘরের সদস্যরা কান্নাকাটি করার কারণে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়

প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় বর্ণনা: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ অর্থাৎ ঘরের সদস্যদের কান্নাকাটি করার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়।

(বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাবুল বুকা ইন্দাল মারিজ ১/৪৪১, হাদিস: ১৩০৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই হাদিসের পাদটীকায় লিখেনে: মৃত ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওই মানুষ যার প্রাণ বের হচ্ছে এবং শাস্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল কষ্ট অর্থাৎ যদি প্রাণ বের হওয়ার সময় ক্রন্দনকারীরা চিৎকার করে তখন সেই আওয়াজের কারণে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয় বরং রোগীর পাশেও চিৎকার করে কান্না করা উচিত নয় কেননা এর কারণে রোগী কষ্ট পায় তাই হাদিসের উপর এই আপত্তি করা যাবে না যে, কারো গুনাহ মৃত ব্যক্তির উপর কেন পতিত হয়। (মিরআতুল মানাজীহ ২/৫০২)

এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত আল্লামা মাওলানা আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা ইমাম নববী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه থেকে সংকলন করেছেন: হাদিসের অর্থ হল এই যে, মানুষেরা মৃত ব্যক্তির উপর কান্না করেন তখন তাদের কান্না শোনে তার মধ্যে শোক চলে আসে এবং তাদের জন্য তার অন্তরে বিষন্নতা

চলে আসে। এটার উপর দলিল হল এই হাদিসে পাক যে, একজন বেগম তার ছেলের জন্য কান্না করছিলেন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا بَكَى اِسْتَعْبَرَ لَهُ صُوَيْحِبُهُ فَيَا عِبَادَ اللهِ لَا تُعَذِّبُوا إِخْوَانَكُمْ অর্থাৎ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কান্নাকাটি করে তখন তাদের কান্নার উপর মৃত ব্যক্তির চোখের পানি বের হয়ে আসে সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! নিজেদের ভাইদের কষ্ট দিও না।

(ওমদাতুল ক্বারী কিতাবুল জানায়েজ, ৬/১০৯, হাদিস: ১২৮৮)

কবর যিয়ারতের সংশোধনী পদ্ধতি

কবর যিয়ারতের পদ্ধতি হল, পায়ের দিক থেকে গিয়ে মৃত ব্যক্তির মুখের সামনে দাঁড়াবে। মাথার দিক থেকে আসবে না কেননা এটি মৃত ব্যক্তির জন্য কষ্টের কারণ হয় অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে গর্দান ফিরিয়ে দেখতে হয় যে, কে আসতেছে।

(রদ্দুল মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭৯) (বাহারে শরীয়ত ১/৮০৯)

মৃত ব্যক্তিকে শান্তি দিন

ইবনে আবি শাইবা হযরত ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, মুমিনকে মৃত্যুর পরে কষ্ট দেয়া এমন যেভাবে তাকে জীবিত অবস্থায় কষ্ট দেয়া। মিরকাতের মধ্যে রয়েছে যে, যেসমস্ত বস্তু দ্বারা মুমিন জীবিত অবস্থায় শান্তি পেতো ওই সমস্ত বস্তু দ্বারা মৃত্যুর পরেও শান্তি পায়। তাই সেখানে তিলাওয়াত করা, সুগন্ধিময় বস্তু রাখা ইত্যাদি করা উত্তম। (মিরআতুল মানাজীহ ২/৪৯৬)

www.dawateislami.net

জুতার আওয়াজ দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকেন

আবুল ইখলাস হযরত আল্লামা মাওলানা হাসান বিন আম্মার শুরুন বুলালী হানাফী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মারাকিউল ফালাহ কিতাবের মধ্যে লিখেছেন: আমাকে আমার শিক্ষক আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ হানাফি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সংবাদ দিয়েছেন যে, জুতার আওয়াজের কারণে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। (মারাকিউল ফালাহ, ফাছলুন ফি যিয়ারতিল কুবুর, ১৫২ পৃষ্ঠা)

কবরের উপর বসা ব্যক্তিদের জন্য সতর্কতা

উমারাহ বিন হাযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে একটি কবরের উপর বসা অবস্থায় দেখলেন তো বললেন: হে কবর ওলালা! কবর থেকে নেমে আসো, কবরের মালিককে কষ্ট দিও না এবং সেও যেন তোমাকে কষ্ট না দেয়। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া ৯/৪৩৪) এই মাদানী ঘটনা থেকে ওই সমস্ত লোকেরা শিক্ষা অর্জন করবেন যারা জানাযার সাথে কবরস্থানে গিয়ে থাকেন এবং দাফনের সময়ে مَعَاذَالله কোন কারণ ছাড়া কবরের উপর বসে থাকেন।

কবরের উপর পা রাখল তো কবর থেকে আওয়াজ চলে আসল

হযরত সায়্যিদুনা কাসিম বিন মুখাইমার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কোন এক ব্যক্তি কোন একটি কবরের উপর পা রাখল কবরের থেকে আওয়াজ আসল: اِلَيۡكَ عَنِّی وَلَا تُؤۡذِنِیۡ অর্থাৎ নিজের দিকে সরে যাও (অর্থাৎ দূর হও! হে লোক আমার কাছ থেকে) এবং আমাকে কষ্ট দিও না।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া ৯/৪৫২, শরহুস সুদূর ৩০১ পৃষ্ঠা)

তুমি উঠে যাও তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ!

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মীনা তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি করবস্থানে গেলাম দুই রাকাত নামায পড়ার পর একটি কবরের উপর শুয়ে গেলাম। আল্লাহর শপথ! আমি খুবই জাগ্রত ছিলাম যে, শুনলাম কবরের মালিক বলতেছে: قُمْ فَقَدْ أَذَيْتَنِي অর্থাৎ তুমি উঠে যাও তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছো। (দালায়িলুন নবুয়্যত লিল বায়হাকী ৭/৪০)

কবরের উপর পা রাখা হারাম

প্রিয় ইসলাম ভাইয়েরা! জানা গেল, কবরের উপর পা রাখার কারণে অথবা শোয়ার কারণে কবরবাসীর কষ্ট হয় এবং শরীয়তের অনুমতি ছাড়া কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম এবং জাহান্নামের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। তাই কোন মুসলমানের কবরের উপর পা রাখবেন না এবং কোন কবরকে পদদলিত করবেন না এবং কোন কবরের উপর বসবেন না এবং টেক লাগাবেন না কেননা তা থেকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষেধ করেছেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দুইটি হাদিস: (১) আমার জন্য আগুনের দানীর উপর হাঁটা অথবা তরবারীর উপর হাঁটা অথবা আমার পা'কে জুতার মধ্যে সিলাই করে দেয়া এ বিষয়ের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় যে, আমি কোন মুসলমানের কবরের উপর দিয়ে হাঁটব। (ইবনে মাজাহ, ২/২৫০ হাদিস: ১৫৬৮) (২) একজন মানুষের আগুনের দানীর উপর বসে থাকা এমনকি সেটা তার কাপড়কে জ্বালিয়ে দিয়ে তার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেল তার জন্য এটা থেকে উত্তম যে, সে কবরের উপর বসবে। (মুসলিম ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৯৭১)

কবরের পাশে দূর্গন্ধ করা

কবরের উপর থাকার ঘর বানানো অথবা কবরের উপর বসা অথবা ঘুমানো অথবা সেটার উপর প্রস্রাব-পায়খানা করা এসব বিষয় অধিক মাকরূহ যা হারামের কাছাকাছি। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪৩৬) নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: মৃত ব্যক্তি কবরের মধ্যেও সেই আচরণ দ্বারা কষ্ট পায় যা দ্বারা ঘরে কষ্ট পেত। (ফিরদাউসুল আখবার ১/১২০, হাদিস: ৭৪৯)

রদ্দুল মুখতারে রয়েছে: কবরস্থানে প্রস্রাব করার জন্য বসবেন না لِاَنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْحَيُّ এই জন্য যে, যেসব বস্তু দ্বারা জীবিতদের কষ্ট হয় সেটার দ্বারা মৃতদেরও কষ্ট হয়। (রদ্দুল মুখতার ১/৬১২)

(৭২) খারাপ আমল দ্বারা কষ্ট দিবেন না

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আমল সমূহকে আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক জুমার রাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং পিতামাতার সামনে পেশ করা হয় তারা নেকীর উপর খুশি হয়ে থাকেন এবং তাদের চেহারার উজ্জলতা বেড়ে যায় সুতরাং আল্লাহ পাককে কে ভয় করো এবং নিজের পূর্ববর্তী লোকদেরকে কষ্ট দিও না। (নাওয়াদিরুল উসূল, ১ম খন্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৯২৫)

প্রাণীদেরকেও কোন কষ্ট দিবেন না

যেভাবে আমাদের উপর মানুষের হক রয়েছে অনুরূপভাবে প্রাণীদেরও আমাদের উপর হক রয়েছে। তাই প্রাণীদের কে শরীয়তের

www.dawateislami.net

কোন কারণ ছাড়া কষ্ট দেয়া যাবে না। হযরত সায়্যিদুনা আহনাফ বিন ক্বাইস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা প্রতিনিধি হিসেবে একবার ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দরবারে মহান বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কোথায় অবস্থান করেছ? আমি সেই জায়গা সম্পর্কে বললাম তখন তিনি আমাদের সাথে সেই জায়গায় আসলেন এবং প্রত্যেক বাহনকে খুব গভীরভাবে দেখতে রইলেন, অতঃপর বললেন: তোমরা এসব বাহনের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে ভয় করো না? তোমরা কি জানো না যে এই প্রাণীদেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে। (ঘটনা: ৭১) (তারিখে দামেস্ক, ৪৪/২৯১)

প্রাণীদেরকে চেয়ার বানাবেন না

নবীয়ে আকরাম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: এই প্রাণীদের উপর ভালমত আরোহন করো আর (যখন প্রয়োজন না হয় তখন) তা থেকে নেমে যাও, রাস্তা এবং বাজারের মধ্যে কথা বলার সময় তাদেরকে চেয়ার বানাবেন না কেননা অনেক বাহনকারী পশু তার উপর আরোহী অপেক্ষা উত্তম এবং তার চেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের যিকির করে।

(জামেউল আহাদীস ১/৪০৪, হাদিস: ২৭৬৫)

তার বাচ্চা তাকে ফিরিয়ে দাও

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা, আমরা নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি সফরে ছিলাম তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন আমি একটি পাখি দেখলাম যার দুইটি বাচ্চা রয়েছে আমি সেই দুইটি

www.dawateislami.net

বাচ্চাকে ধরে ফেললাম, পাখিটি আসল এবং ছটফট করে আওয়াজ করতে লাগল। রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসলেন তো তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কে তার বাচ্চাকে কষ্ট দিয়েছে? তার বাচ্চা তাকে ফিরিয়ে দাও। (আবু দাউদ ৩/৭৫, হাদিস: ২৬৭৫)

হ্যাঁ ইয়েহী করতী হে চিড়ইয়া ফরিয়াদ হ্যাঁ ইয়েহী ছাহতী হে হরণী দাদ
ইসি দর পর শুতরানে নাশাদ গিলায়ে রঞ্জ ও ইনা করতে হে

(হিদায়িকে বখশীশ, ১১৩ পৃষ্ঠা)

পাখির অভিযোগ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যেই ব্যক্তি কোন পাখিকে বিনা প্রয়োজনে হত্যা করবে তখন ওই পাখি কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করবে: হে আমার পালনকর্তা! অমুক আমাকে বিনা প্রয়োজনে হত্যা করেছে কোন উপকারের জন্য হত্যা করেনি। (নাসায়ী ৩/৭৩, হাদিস: ৪৫৩৫)

পাখিকে কষ্ট দেয়ার পরিণাম

হযরত আল্লামা কামাল উদ্দীন দামেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সংকলন করেছেন: (জামাখশরী "(যিনি মু'তাযিলা ফেরকার একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন) তার একটি পা কাটা ছিল, মানুষের জিজ্ঞাসাবাদ করার কারণে তিনি স্পষ্ট করেছিলেন যে, এটি আমার মায়ের বদ দোয়ার ফল, ঘটনা হল এই যে, আমি বাল্যকালে একটি পাখি ধরে ছিলাম এবং সেটার পায়ে রশি বেঁধে দিয়েছিলাম, ঘটনাক্রমে সেটা আমার হাত থেকে ছুটে গেল এবং উড়তে উড়তে দেয়ালের ফাঁকের মধ্যে ঢুকে গেল

কিন্তু রশি বাহিরে লটকানো ছিল। আমি রশি ধরে জোরে টান দিয়েছিলাম তখন পাখিটি ছটফট করে বাহিরে বের হয়ে গেল কিন্তু সেই পাখির পা রশিতে কেটে গেল, আমার মা এই ভয়ংকর অবস্থা দেখলেন তো শোকাহত হয়ে আফসোস করলেন এবং তার মুখ দ্বারা এই বদ দোয়া বের হয়ে গেল "যেভাবে তুমি এই বোবা পাখির পা কেটে দিয়েছো সেভাবে আল্লাহ পাকও তোমার পা কেটে দিক" কথা বের হলো আর তা কবুল হয়ে গেল "কিছুদিন পর আমি জ্ঞান অর্জন করার জন্য বুখারা সফর করার জন্য ইচ্ছা করলাম, সফরের মাঝখানে বাহন থেকে পড়ে গেলাম, পায়ের মধ্যে বেশি আঘাত পেয়েছিলাম" বুখারা পৌঁছে অনেক চিকিৎসা করলাম কিন্তু কষ্ট শেষ হয়নি অবশেষে পা কেটে ফেলতে হয়েছিল। (আর এভাবে মায়ের বদ দোয়া লেগে গেল)।

(হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা, ২/১৬৩)

নেককার বান্দারা পিপড়াকেও কষ্ট দেয় না

আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের একটি আলামত হল এই যে, তারা পিপড়াকেও কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে অতএব হযরত সায়্যিদুনা খাজা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ **কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ** নিশ্চয় নেককারগণ আরামের মধ্যে থাকবে। (পারাঃ ৩০, সূরা মুতাফফিফিন, আয়াতঃ ২২) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْذُوْنَ الذَّرّ অর্থাৎ নেককার বান্দা হলো তারা যারা পিপড়াকেও কষ্ট দেয় না। (তাফসীরে হাসান বসরী, ৫/২৬৪) (রাগের চিকিৎসা, ২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

পিপড়ার জন্য রুটি রাখতেন

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু তারীফ আদী বিন হাতেম তাঈ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পিপড়াদের জন্য রুটি টুকরা টুকরা করে রাখতেন এবং বলতেন: এরাও আমাদের প্রতিবেশী এদেরও হক রয়েছে। (শুয়াবুল ঈমান, আল বাবুল খামেস ওয়াস সাবউন ৭/৪৮৩, নং: ১১০৭৮-৭৯)

অস্থির পিপড়া

আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ মানুষ তো মানুষ বিনা কারণে প্রাণীদেরকে এমনকি পিপড়াকেও পর্যন্ত কষ্ট দেয়া পছন্দ করেন না অথচ সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এটার কোন গ্রহণ যোগ্যতা নেই। একবার তাঁর খেদমতে পেশ করা কলা তার সাথে ঘটনাক্রমে একটি চামড়াও এসে গিয়েছিল যার উপর একটি পিপড়া খুবই অস্থিরতার সাথে চলাচল করছিল তিনি তাড়াতাড়ি বিষয়টি বুঝে গেলেন তাই বললেন যে, দেখ এই পিপড়া তার গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কেননা পিপড়া সব সময় তার গোত্রের সাথে থাকে সে অস্থির হয়ে গেছে। দয়া করে! কোন একজন ইসলামী ভাই এই চামড়াকে পিপড়াসহ নিয়ে যান এবং পুনরায় সেখানে গিয়ে রেখে আসুন যেখান থেকে এটাকে নেয়া হয়েছিল। এইভাবে ওই চামড়াটিকে পিপড়াসহ নিজ স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল। (তায়ারুফে আমীর আহলে সুন্নাত, ৪৪ পৃষ্ঠা)

পিপড়া সরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা

অনুরূপভাবে একবার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ ধৌত করার বেসিনে হাত ধোয়ার জন্য গিয়ে থেমে গেলেন অতঃপর

বললেন ওয়াশ বেসিনে কিছু পিপড়া চলাচল করছে, যদি আমি হাত ধূয়ে নিই তাহলে এগুলো পানির সাথে চলে গিয়ে মারা যাবে, তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন পিপড়া সামনে-পিছনে চলে গেল তখন তিনি হাত ধৌত করলেন। (তায়ারুফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪৫ পৃষ্ঠা)

যবেহ করার সময় পশুকে অপ্রয়োজনীয় কষ্ট দিবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপকার অর্জন করার জন্য যদিও শরীয়ত যবেহ করার অনুমতি দিয়েছে কিন্তু এই কাজটি করার সময় প্রত্যেক এমন কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে যা পশুর জন্য বিনা কারণে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় অতএব সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: প্রত্যেক এমন কাজ যার কারণে কোন উপকার ছাড়া কষ্ট হয় তা মাকরুহ উদাহারণ স্বরুপ পশুর মধ্যে এখনও রুহ বাকি আছে ঠান্ডা হওয়ার আগে সেটার চামড়া তুলে ফেলা, তার অঙ্গ কেটে ফেলা অথবা যবেহ করার পূর্বে সেটার মাথাকে টানা যাতে রগ সমূহ প্রকাশ পায় অথবা গর্দান ভেঙ্গে দেয়া এইভাবে পশুর গর্দানের দিক থেকে যবেহ করা মাকরুহ বরং সেটার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পশু হারাম হয়ে যাবে। (আল হেদায়া, কিতাবুল জবায়েহ, ২/৩৫০) (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫০) এইভাবে যবেহ করবে যাতে চারটি রগ কেটে যায় অথবা কমপক্ষে তিনটি রগ কেটে যায়। এটা থেকে বেশি কাটবে না যে, ছুরি ঘাড়ের হাড্ডি পর্যন্ত পৌঁছে যায় যে, এটি বিনা কারণে কষ্ট দেয়া অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত পশু ঠান্ডা না হয় অর্থাৎ যতক্ষণ সেটির প্রাণ পরিপূর্ণভাবে বের না হয় ততক্ষণ না তার পা কাটবেন আর না চামড়া ইত্যাদি তুলবেন। (আল বাহরুর রায়েক, কিতাবুস সালাত, ২/৫৭) (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫৩)

www.dawateislami.net

প্রাণীদের প্রতি দয়া করার অনুরোধ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার রিসালা “গোড়ার আরোহী” এর ১৫ পৃষ্ঠায় লিখেন: গাভী ইত্যাদি ফেলার আগে গোত্রের লোকদের সাহায্য নিতে হবে শোয়ানোর পর বিশেষকরে পাথরী যমিনে টানা হেচড়া করে কেবলামুখী করা ভাষাহীন বোবা প্রাণীর জন্য অনেক কঠিন কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যবেহ করার সময় এতটুকু কাটবেন না যাতে ছুরি ঘাড়ের হাড্ডি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যায় কেননা এটা বিনা কারণে কষ্ট দেয়া। অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণী পরিপূর্ণভাবে ঠান্ডা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার পাও কাটবেন না এবং চামড়াও তুলবেন না। যবেহ করার পর যতক্ষণ না প্রাণ বের হয়ে যায় ছুরি দ্বারা কাটা গলার উপর হাত দ্বারা স্পর্শ করবেন না। কিছু কসাই দ্রুত “ঠান্ডা” করার জন্য যবেহ করার পরে মৃত্যু শয্যায় কাতরানো গাভীর গর্দানের জীবিত চামড়া তুলে ছুরি ঢুকিয়ে ভিতরের রগগুলো কেটে দেয়। অনুরুপভাবে ছাগল যবেহ করে কিছুক্ষণ পর দ্রুত সেটার গর্দান ভেঙ্গে দেয়। ভাষাহীন পশুর উপর এই ধরনের অত্যাচার করবেন না। যার সামনে এমন ঘটনা পড়বে তার উচিত যে, পশুদের বিনা কারণে কষ্ট দেয়া লোককে বাধা দেয়া। যদি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয় তখন নিজেই গুনাহগার হবে এবং জাহান্নামের উপযুক্ত হবে। দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭, পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব বাহারে শরীয়ত, তৃতীয় খন্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: প্রাণীর উপর অত্যাচার করা যিম্মি,

www.dawateislami.net

কাফিরের উপর (বর্তমান পৃথিবীতে সকল কাফির হারবী) অত্যাচার করা থেকে মন্দ এবং যিম্মির উপর অত্যাচার করা মুসলমানের উপর অত্যাচার করা চেয়েও খারাপ কেননা প্রাণীর কোন সাহায্যকারী নেই আল্লাহ পাক ছাড়া এই গরীবকে কে এই অত্যাচার থেকে রক্ষা করবে! (দুররুল মুখতার ওয়া রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬২ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর পর অত্যাচারিত প্রাণীকে যালিমের উপর নিয়োজিত করে দেয়া হতে পারে

যবেহ করার পর প্রাণ বের হওয়ার আগে ছুরি ঢুকিয়ে ভাষাহীন প্রাণীদেরকে বিনা কারণে কষ্ট দানকারীদের ভয় পাওয়া উচিত যাতে মৃত্যুর পরে শাস্তি দেয়ার জন্য এই প্রাণীদের নিয়োজিত করে দেয়া না হয়। দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০১২, পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ সমূহ" ২য় খন্ড ৩২৩-৩২৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মানুষ কোন চতুষ্পদ জন্তুকে অন্যায়ভাবে মারল অথবা তাকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখল অথবা তার শক্তির চেয়ে তার দ্বারা বেশি কাজ করালো তখন কিয়ামতের দিন তার থেকে এটার অনুরুপ বদলা নেয়া হবে যা সেই প্রাণীর উপর অত্যাচার করা হয়েছে অথবা তাকে ক্ষুধার্ত রাখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত হাদিসটি ইংগিত করছে যেমন প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহান্নামের মধ্যে একজন মহিলাকে এমনভাবে দেখলেন যে, সে লটকানো ছিল এবং একটি বিড়াল তার চেহারা ও বুক আঁচড়াচ্ছিল এবং তাকে অনুরুপ শাস্তি দেয়া হচ্ছে যেভাবে সে (মহিলাটি) পৃথিবীতে বেঁধে রেখে তাকে ক্ষুধার্ত রেখে কষ্ট দিত। এই বিধানটি সমস্ত প্রাণীদের জন্য প্রযোজ্য। (আয যাওয়াজির, ২/১৭৪)

www.dawateislami.net

মাছির উপর দয়া করার কারণে ক্ষমার হয়ে গেল

কেউ একজন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡه স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি ধরনের আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হল: ক্ষমা করার কারণ কি? তিনি বললেন: একটি মাছি কালি পান করার জন্য আমার কলমের উপর বসল আমি লেখা বন্ধ করে দিলাম এমনকি সেটা কালি পান করে চলে গেল। (লাতায়িফুল মিনান ওয়াল আখলাক লিশ শায়ারানী, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

রহমতে হক্ব "বাহা" না মি জুভিদ
রহমতে হক্ব "বাহানা" মি জুভিদ

(আল্লাহ পাকের রহমত "বাহা" অর্থাৎ মূল্য চায় না আল্লাহ পাকের রহমত তো "উসিলা" তালাশ করে)

মাছি মারা কেমন?

মনে রাখবেন! মাছি বিরক্ত করলে তখন সেটাকে মারা জায়িয। যখন আমরা উপকার অর্জন করার জন্য অথবা ক্ষতি দূর করার জন্য মাছি অথবা অন্য কোন ভাষাহীন প্রাণীর প্রাণ বের করতে হয় তখন সেগুলোকে সহজ থেকে সহজ পদ্ধতিতে মারতে হবে। অনর্থক সেটাকে জীবিত কচলাতে থাকা অথবা একটি বারিতে মরে যাচ্ছে অতঃপর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর পড়ে থাকা প্রাণীকে বিনা প্রয়োজনে প্রহার করতে থাকা এবং সেটার শরীরকে টুকরো করে অস্থির করা

www.dawateislami.net

ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবেন। অধিকাংশ বাচ্চারা অজ্ঞতার কারণে পিপড়া কচলাতে থাকে তাদেরকে এটি থেকে বাধা দিবেন। পিপড়া অনেকটা দূর্বল হয়ে থাকে, তালি মারার কারণে বা হাত অথবা ঝাড়ু দিয়ে সরানোর দ্বারা সাধারণত আঘাত প্রাপ্ত হয়, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটাকে ফুক মেরেও তাড়ানো যায়। (ঘোড়ার আরোহী, ১৫-২১ পৃষ্ঠা)

উটের মালিককে কেন মেরেছেন?

হযরত সায়্যিদুনা মুসাইয়িব বিন দারেম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একবার আমি আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দেখলাম যে, একজন উটের মালিককে প্রহার করছিলেন আর বলতেছিলেন: তুমি তোমার উটের উপর এত বড় বোঝা কেন তুলে দিয়েছ যেটা উঠানোর তার শক্তি নেই।

(আল আমরু বিল মারুপ ওয়ান নাহিউ আনিল মুনকার, ৪৫ পৃষ্ঠা)

একটি মাছও খাননি

হযরত সায়্যিদুনা আসলাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, একদিন আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরশাদ করলেন, আমার তাজা মাছ খেতে ইচ্ছা হচ্ছে এটা শুনে তাঁর গোলাম "ইয়ারফা" চার মাইল দূরে কোন একটি জায়গা থেকে তাজা মাছের একটি টুকরি কিনে নিয়ে আসলেন এরপর বাহন ও তার বসার ঘর ইত্যাদি ধৌত করে ফেললেন। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাশরিফ আনলেন আর বললেন চল! আমিও তোমার বাহন দেখে নিব, যখন দেখলেন তখন বললেন: তুমি সেটার কানের নিচের ঘাম ধৌত করতে

www.dawateislami.net

ভুলে গিয়েছ, তুমি ওমরের মনের আশাকে পূর্ণ করার জন্য এই প্রাণীকে কষ্ট দিয়েছ, আল্লাহ পাকের শপথ! এখন ওমর তোমার মাছের টুকরি থেকে একটি মাছও খাবে না।

(কানযুল উম্মাল, ফাজায়িলুস সাহাবা, ১২তম অংশ, ৬/২৮৭ হাদিস: ৩৫৯৬৬)

(৭৫) প্রাণীদের লড়াই দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا এর বর্ণনা, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রাণীদের মধ্যে লড়াই দেয়ার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, কিতাবুল যিহাদ, ৩/২৭১, হাদিস: ১৭১৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: আল্লাহ পাক দয়া করুক, আজ মুসলমানদের মধ্যে মুরগির লড়াই দেয়া, কুকুরের লড়াই দেয়া, উট, ষাটের লড়াই দেয়ার খুবই আগ্রহ দেখা যাচ্ছে যেটা হারাম ও কঠিনতম হারাম কেননা এটির মাধ্যমে বিনা কারণে প্রাণীদেরকে কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে, নিজেদের সময় নষ্ট করা হয়। কিছু জায়গায় মালের শর্তে প্রাণীদের মধ্যে লড়াই দেয়া হয় এটি জুয়া এবং হারামের উপর হারাম। যেহেতু প্রাণীদের মধ্যে লড়াই দেয়া হারাম তাহলে মানুষের মধ্যে লড়াই দেয়া তো আরও কঠিনতম হারাম।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৫/৬৫৯)

আঘাত প্রাপ্ত গাধা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه তাঁর সুন্নাতে ভরা বয়ান "প্রাণীদেরকে বিরক্ত করা হারাম" এর মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে বলেছেন যে,

www.dawateislami.net

আমি একদিন আমার ঘর থেকে যোহরের নামায পড়ার জন্য বের হলাম তখন দেখলাম যে, আমার গলির কিছুটা দূরে একটি অসুস্থ গাধা পড়ে আছে। তার মধ্যে উঠে দাড়ানোর শক্তি ছিল না বেচারার গর্দানে চুলকানি হওয়ার কারণে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। যার কারণে সে তার গর্দানকে যমিন থেকে উপরে তুলে রেখেছিল। গর্দানের কষ্ট বেড়ে যাওয়ার কারণে যেই মাত্র গর্দান যমিনে রাখতে চায় তখন কষ্টের কারণে আবার তুলে ফেলে, সেটা খুবই কষ্ট ও অসহায় অবস্থায় ছিল। আমি যখন সেটার এই অবস্থা দেখলাম তখন আমার সেটার উপর অনেক দয়া এসে গেল যে, সে একটা ভাষাহীন বোবা প্রাণী কার কাছে সাহায্য চাইবে। অতএব আমি আমার ঘর থেকে একটি পুরাতন ছিড়া কাপড় চেয়ে নিলাম এবং সেটার গর্দানের নিচে রেখে দিলাম। (যেন জমিনের কাঠিন্যতা থেকে তার মুক্তি মিলে) এরকম করার কারণে সেটা বাস্তবে শান্তি অনুভব হলো এবং সে তার গর্দানটি ওই কাপড়ের উপর রাখল, আপনি মানেন আর না মানেন, সে মাথা উঠিয়ে আমার দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। (তায়ারুফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪৬ পৃষ্ঠা)

মশা, ফড়িং ও বিড়ালের উপর দয়া

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ কবির রিফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর শরীরের উপর যখন কোন মশা বসত তখন তিনি তাকে সরিয়ে দিতেন না এবং অন্য কাউকেও সরাতে দিতেন না বরং বলতেন: আল্লাহ পাকের যেই রক্ত তার জন্য নির্ধারণ করে লিখে দিয়েছেন সে তাই পান করছে এবং যখন তিনি দুপুর বেলা চলাচল করতেন এবং কোন ফড়িং তার কাপড়ের ছায়ায় বসত তখন যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ফড়িং উঠে না যেত তিনি সেই

www.dawateislami.net

জায়গায় অবস্থান করতেন এবং বলতেন: সে আমার থেকে ছায়া নিচ্ছে। অনুরুপভাবে যখন আস্তিনের মধ্যে বিড়াল শুয়ে যেত এবং নামাযের সময় হয়ে যেত তখন আস্তিন কেটে দিতেন কিন্তু বিড়ালকে জাগ্রত করতেন না। এবং নামায শেষ করে আস্তিন দ্বিতীয়বার সেলাই করতেন। (ফয়যানে সৈয়দ আহমদ কবির রিফায়ী, ১১ পৃষ্ঠা)

এলার্জি হওয়া কুকুরের দেখা-শোনা করা

একবার হযরত সায়্যিদুনা আহমদ কবির রিফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি এলার্জি হওয়া কুকুর দেখলেন যাকে এলাকাবাসী বের করে দিয়েছে এবং তিনি সেটাকে বনের মধ্যে নিয়ে গেলেন এবং তার উপর ছায়া দেয়ার জন্য একটি ঘর বানালেন। তাছাড়া সেটাকে খাওয়াতেন এবং পান করাতেন এবং তার প্রতি সর্ব বিষয়ে খেয়াল রাখতেন এবংকি তিনি তার পরিপূর্ণ পরিচর্যার কারণে যখন সেটা ভাল হয়ে গেল তখন তিনি তাকে গরম পানি দিয়ে গোসল করিয়ে পরিস্কার করে দিলেন।

(ফয়যানে সৈয়দ আহমদ কবির রিফায়ী, ১১ পৃষ্ঠা)

বিড়ালের উপর দয়া করা আল্লাহর রহমত পাওয়ার মাধ্যম

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে দেখা গেলো তিনি বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে তার দরবারে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি জানো আমি কী জন্য তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি? আমি আমার নেক আমলের হিসাব করতে লাগলাম যা নাজাতের মাধ্যম হতে পারে তখন আল্লাহ পাক বললেন: আমি তোমাকে ওই আমল সমূহের মধ্যে থেকে কোন আমলের কারণে ক্ষমা

www.dawateislami.net

করি নাই। আমি আরয করলাম! হে আমার পালনকর্তা! অতঃপর আপনি কোন কারণে আমাকে ক্ষমা দান করেছেন? আল্লাহ পাক বললেন: একবার তুমি বাগদাদের গলি দিয়ে যাচ্ছিলে তখন তুমি একটি বিড়ালকে দেখেছ যাকে ঠান্ডায় খুই দূর্বল করে দিয়েছিল তখন তুমি তার উপর দয়া করে তাকে তোমার পকেটে নিয়েছিলে। যাতে সেই বিড়ালটি ঠান্ডা থেকে বেঁচে যায় অতঃপর বিড়ালের উপর দয়া করার কারণে আমি আজকে তোমার উপর দয়া করলাম। (হায়াতুল হাইওয়ান, ২/৫২২)

তালিবে মাগফিরাত হো ইয়া আল্লাহ - বখশে হায়দার কা ওয়াস্তা ইয়া রব।
(ওসায়িলে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

(৭৬) গৃহপালিত বিড়াল ও পাখির প্রতি খেয়াল রাখুন

ইমাম কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই ঘরের মধ্যে তার বিড়ালের খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস বিড়াল পাবে না এবং সেই ঘরের পিঞ্জিরায় বন্দী পাখির প্রতি পুরোপুরিভাবে দেখা শোনা করা হবে না সেই ঘরের মানুষ যতই ইবাদত করুক না কেন তারা কখনো মুহসিনের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (আল জামেউ লি আহকামীল কুরআন, ৫/১২২, আয়াত: ৯০)

কষ্ট দেয় এমন বিড়ালকে কি করা যায়?

প্রশ্ন: কষ্ট দানকারী বিড়ালকে এলাকা থেকে বের করে দিলে কোন গুনাহ তো হবে না?

উত্তর: বিড়াল যদি কষ্ট দেয় তখন তাকে বের দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই এবং ধারালো চুরি দ্বারা যবেহও করা যাবে। কিন্তু তাকে এমন জায়গায় রেখে আসা যাবে না যেখানে সে কোন রিযিক পাবে না।
(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৬৬০)

প্রাণীকে চাবুক মারা এবং আংটা লাগাতেন না

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওহাব শা'য়রানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যেই প্রাণীর উপর আমার আরোহন করার সুযোগ হয় চাই তা উটহোক বা গাধা অথবা অন্য কোন প্রাণী আমি তার উপর দয়া করতাম এবং চাবুক রাখা পছন্দ করতাম না এই ভয়ে যে, যেন প্রাণীর সাথে মন্দ আচরণ করতে গিয়ে আমার উপর নফসের শক্তি খরচ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তাকে মারতে থাকব, এইভাবে মালিকের অনুমতি নিয়েও কাউকে নিজের সাথে পশুর উপর আরোহন করতাম না। হ্যাঁ যখন বুঝতে পারতাম যে, প্রাণীর কষ্ট হবে না (তখন অন্য কাউকেও সাথে বসাতাম) অনুরুপভাবে সেটির উপর আরোহন করার সময় যখন সেটা টলমলো করত এবং আমাকে যমিনে ফেলে দিত। তখন আমি সেটাকে গালি দিতাম না এবং বদ-দোয়াও দিতাম না। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযিয দি'রীনী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন কোন প্রাণীর উপর আরোহন করতেন তখন সাথে লাঠি রাখতেন না এবং আংটাও মারতেন না এবং বলতেন: যখন এটি রাস্তা থেকে সরে যেতে থাকে তখন নিজের আস্তিনের মাধ্যমে সোজা করে ফেলতাম এবং সেটাই যথেষ্ট ছিল। কেননা কিয়ামতের দিন যেইভাবে আমি তাকে আজকে মারব অনুরুপভাবে আমার কাছ থেকে বদলা নেওয়া হবে এবং আমি তাকে নিজে এভাবে লাঠি দিয়ে মারার শক্তি রাখব না আর না নিজের গাধীর উপর আংটা মারার সাহস থাকবে যে রক্ত বের হবে। (আল মিনানুল কুবরা, আল বাবুর রাবে আশার, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)

(৭৭) পাখিকে সনাক্তকরণ খেলার জন্য ব্যবহার করা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কুরাইশদের বাচ্চাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যারা পাখিকে বেঁধে রেখে সেটার উপর নিশানা সনাক্তকরণ খেলা খেলছিল যখন তারা পাখির মালিকের সাথে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হল যে, যেই তীর এই নিশানার উপর লাগবে সেটা তার হবে। যখন তারা হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দেখল তখন পালিয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "এটা কে করেছে? আল্লাহ পাক এরকম কাজ যে করে তার উপর অভিশাপ দিয়েছেন। নিশ্চয় রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন জীবিত প্রাণীকে তীরের নিশানা যারা বানায় তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন"।

(মুসলিম, ৭২০১ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২৬০৫)

কুমির প্রাণ বাঁচালো

আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেছেন, আমি কম বয়সে নীল সাগরে সাতার কাটা শুরু করে দিয়েছিলাম। সাগরের মধ্যে স্রোত ছিল আমি খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং ডুবে যাচ্ছিলাম। ঠিক সেই সময়ে আল্লাহ পাক একটি কুমির পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যা আমার পায়ের দিকে এসে থেমে গিয়েছিল যার কারণে আমি নিরাপদে শ্বাস নিতে পারছিলাম এবং মনে করলাম আমার পা কোন একটি প্রান্তের উপর পড়ল। অতঃপর সেই কুমিরটি পানির উপর এসে সাঁতার কাটতেছিল এবং আমাকে আশ্রয় দিচ্ছিল এমনকি আমি কিনারায় পৌঁছে গেলাম। সেই কুমিরটি ডুব দিল আর আমার চোখের সামনে থেকে চলে গেল এটা আল্লাহ পাকের দয়া আমার উপর হল যে, আমার প্রাণ বেঁচে গেল। (লাত্বায়িফুল মিনান, ৫৬ পৃষ্ঠা)

আজমিরি গাভী

হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্দ) এর একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম, আমার ১৪২০ হিজরি (১৯৯৯ সালে) আশিকানে রাসূলের সাথে হিন্দুস্তানে সফর করার সুযোগ হয়েছিল। সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়ায রَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাজার যিয়ারত করার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সদারতে যেই কাফেলা বের হল আমিও সৌভাগ্যক্রমে তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। রাতের প্রায় ৩টা আযমীর শরীফের স্টেশনে নামার পর গন্তব্য স্থলে পৌঁছার জন্য পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খালি পায়ে ছিলেন সেটা দেখে প্রায় সদস্যরা আদব করে নিজেদের পায়ের জুতা খুলে ফেললেন। হাঁটতে হাঁটতে যখন একটি গলিতে প্রবেশ করছিলাম তখন দেখলাম যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কাফেলাকে সামনে যেতে বাধা দিলেন এবং বললেন: আমাদের ওই গলি দিয়ে যাওয়ার কারণে এই "গাভীগুলো" সমস্যায় পড়ে যাবে, তাদের খাড়া হওয়া কান সেটার দিকে ইংগিত করছিল। অবশেষে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার জন্য অন্য গলিতে প্রবেশ করলাম।

(হুকুকুল ইবাদ কী ইহতিয়াতি, ১৬ পৃষ্ঠা)

মৌমাছির কামড়

আরব আমিরাতে অবস্থান করার সময় সম্ভবত ৪ রবিউল গাউস ১৪১৮ হিজরিতে অবস্থান স্থলে সকালের সময় অন্ধকারের মধ্যে শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পা একটি

www.dawateislami.net

মৌমাছির উপর পড়ল। সেটা তাঁর পায়ের তলায় কামড় দিল যার কারণে তিনি অস্থির হয়ে পা তুলে নিলেন এবং মৌমাছির বিষ ছড়াতে লাগল। একজন ইসলামী ভাই সেই মৌমাছিটিকে মারার জন্য পোকা মারার স্প্রে উঠালেন কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন: এর কোন অপরাধ নেই, অপরাধ আমার আমি যে না দেখে এই অসহায় প্রাণীর উপর পা রাখলাম। এখন সে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য দংশন না করে আর কি করবে? অতঃপর তিনি বললেন: মৌমাছির দংশনের কারণে যদি এর স্থলে কোন বিচ্ছু হত তাহলে আমি কি করতাম? (তায়ারুফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪৫ পৃষ্ঠা)

ডংক মচ্চর কা সাহা জাতা নেহি, কেইসে মে পির
কবর মে বাচ্চো কে ডং আহ সহো গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৪ পৃষ্ঠা)

জ্বিনদেরকেও কষ্ট দিবেন না

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় বর্ণনা: তোমাদের মধ্যে যেন কেউ গর্তে প্রশ্রাব না করে। (সুনানে নাসায়ী, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৩৪)

জ্বিন শহীদ করে দিয়েছে

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: গর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো যমিনের গর্ত নতুবা দেয়ালের পাঠা স্থান কেননা গর্তের মধ্যে বিষাক্ত প্রাণী, পিপড়া ইত্যাদি দূর্বল প্রাণী অথবা জ্বিন থাকে। পিপড়া প্রশ্রাব অথবা পানি দ্বারা কষ্ট পাবে অথবা সাপ এবং জ্বিন বের হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিবে। এই

জন্য সেখানে প্রশ্রাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, হযরত সায়্যিদুনা সাদ ইবনে ওবাদা আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাত এই কারণেই হয়েছে যে, তিনি একটি গর্তের মধ্যে প্রশ্রাব করেছেন আর একটি জ্বিন বের হয়ে তাকে শহীদ করে দিলো। মানুষেরা সেই গর্ত থেকে এই আওয়াজ শুনল: نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَ رَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَه অনুবাদ: আমরা শহীদ করেছি গোত্রের সর্দার সাদ বিন উবাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে এবং আমরা তাকে এমন তীর মেরেছি যা তার অন্তর ছিদ্র করে দিয়েছে। (মিরআত, ১/২৬৭, মিরক্বাত ২/৭২, আশিয়াতুল লুমআত ১/২২০)

চুষে নেওয়া হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবেন না

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, আমরা হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এর মধ্যে একটি সাপ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং নিজের মুখ নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান মুবারকের কাছে নিয়ে গিয়ে কিছু বলল। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: ঠিক আছে এরপর ওই সাপটি চলে গেল, হযরত জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আমি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি বললেন, এটা একটি জ্বিন ছিল যে আমাকে এই আবেদন করেছিল যে, আপনি আপনার উম্মতদেরকে আদেশ দিন তারা যেন গোবর এবং চুষা হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে কেননা আল্লাহ পাক তাতে আমাদের জন্য রিযিক রেখেছেন। (আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান, পৃষ্ঠা)

যেই হাড্ডিগুলো জ্বিনেরা নিয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে তারা গোশত পায় এবং যেই গোবর তারা নেয় সেটা দানা অথবা ফল হয়ে যায়। এজন্য এই অভিযোগ করা যাবে না যে, গোবর তো অপবিত্র এটি খাওয়া জ্বিনদের জন্য কিভাবে জায়িয হল? কেননা সত্তা পরিবর্তন হওয়ার কারণে অপবিত্র বস্তু পবিত্র হয়ে যায়। (নুযহাতুল ক্বারী, ৪/৬৭৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কষ্ট না দেয়ার ফযিলত সমূহ

কোন মুসলমান উত্তম?

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশরারী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: কোন মুসলমান উত্তম? তিনি বললেন: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ অর্থাৎ যার মুখ এবং হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, ৪/২৮৫ হাদিস: ২৬৩৭)

যারা কষ্ট দেয় না তাদের সাওয়াব

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: মানুষদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাক কেননা এরদ্বারা তোমরাও সাওয়াব পাবে।

(বুখারী, কিতাবুল ইতক, ২/১৫০, হাদিস: ২৫১৮) (বাহারে শরীয়ত ২/২৮৪)

যেমন করবে তেমন পাবে

হুযুরে আকদস صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: না নিজেকে কষ্ট দিবে না অন্যজনকে কষ্ট দিবে কেননা যে অন্যকে কষ্ট দিবে

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক তাকেও কষ্ট দিবেন এবং যে অন্যজনের উপর দয়া করবে আল্লাহ পাক তার উপর দয়া করবেন।

(আল মুস্তাদরাক কিতাবুল বুয়ুউ, ২/৩৬৯ হাদিস: ২৩৯২) (বাহারে শরীয়ত, ২/৬৭৩)

কষ্টদায়ক বস্তু থেকে বাঁচানো ঈমানের একটি শাখা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের শাখা হল "لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" (অর্থ্যাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই বলা এবং সব থেকে নিম্নস্তর হল কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলা এবং লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা। (শুয়াতুল ঈমান, ৭/৫৪০, হাদিস: ১১২৬৯)

একটি নেকীর বিনিময়ে জান্নাত

হুযুর নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَنْ زَحْزَحَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يُؤْذِيهِمْ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَمَنْ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً أَوْجَبَ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ অর্থাৎ যে মুসলমানদের রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলে তখন আল্লাহ পাক সেটার বিনিময়ে ওই ব্যক্তির জন্য একটি নেকী লিখে রাখেন এবং আল্লাহ পাক যার জন্য একটি নেকী লিখে রাখেন তখন তার জন্য সেই নেকীর বিনিময়ে জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। (মুসনাদে আহমদ হাদিসে আবিদ দ্বারদা ১০/৩১৫, হাদিস: ২৭৫৪৯)

ওহ তো নেহায়াত সস্তা সোদা বেছ রহে হে জান্নাত কা
হাম মুফলিস কিয়া মুল চুকায়ে আপনা হাত হি খালী হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

ভাল কাজের পুরস্কার

নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ অর্থাৎ যে কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে আল্লাহ পাক তার বিনিময়ে কিয়ামতের বিপদ সমূহের মধ্যে হতে একটি বিপদ তার থেকে দূর করে দিবেন।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২৫৮০) (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া ৫/৬৬৭)

প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে পেশ করা আমল সমূহ

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: আমার কাছে আমার উম্মতের ভাল ও মন্দ আমল সমূহ পেশ করা হয় আমি তাদের ভাল আমল সমূহ থেকে একটি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা পেলাম এবং তাদের মন্দ আমল সমূহে মধ্যে থেকে একটি তার থুথু পেলাম যা মসজিদে রয়েছে কিন্তু সেই থুথুকে মুছে ফেলা হয়নি।

(মুসলিম, কিতাবুল মাসাজীদ, বাবুন নেহয়ী আনিল বুছাক ...ইলা আখের, ২৭৯ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৫৫৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পবিত্র হাদিসের (আমার কাছে আমার উম্মতের ভাল আমল সমূহ পেশ করা হয়) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত আমার যত উম্মত যা ভাল ও মন্দ কাজ করবে আমাকে সবকিছু দেখানো হয়েছে। এরদ্বারা বুঝা গেল, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার প্রত্যেক উম্মত ও তাদের আমল সম্পর্কে খবর রাখেন। হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি, অন্ধকার, আলো, প্রকাশ্য ও

www.dawateislami.net

গোপনীয়, উপস্থিত-অনুপস্থিত প্রত্যেক বস্তুকে দেখতে পায়। যার চোখের মধ্যে প্রখর দৃষ্টি শক্তির সুরমা দেয়া হয়েছে। তার দৃষ্টি আমাদের স্বপ্ন ও কল্পনার চেয়েও অধিক তীক্ষ্ণ, আমাদের স্বপ্ন ও কল্পনার সকল জিনিস দেখতে পায়। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে দেখতে পান। সুফীগণ বলেন, এখানে আমলের মধ্যে অন্তরের আমল অন্তর্ভুক্ত। তাই হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের অন্তরের অবস্থাও জানেন। কষ্টদায়ক বস্তু 'রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া এর ব্যাখ্যায় মুফতি সাহেব লিখেছেন। রাস্তা থেকে মুসলমানদের রাস্তা উদ্দেশ্য অর্থাৎ যেই রাস্তা দিয়ে মুসলমানরা চলাফেরা করে সেখান থেকে কাটা, ইট, পাথর ইত্যাদি সরিয়ে ফেলা সাওয়াব।

(মিরআতুল মানাজীহ, ১/৪৩৯)

সারে আরশ পর হে তেরি গোযার দিলে ফারশ পর হে তেরি নযর
মালাকুত ওয়া মূলক মে কুয়ী শেই নেহি ওয়া জো তুঝ পে আয়া নেহি

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

কষ্টদায়ক গাছ কেটে ফেলার প্রতিদান স্বরুপ জান্নাত পেয়েছে

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাদিস: আমি একজন লোককে জান্নাতে আনন্দ সহকারে চলাফেরা করতে দেখেছি ওই গাছের কারণে যেই গাছকে সেই লোকটি রাস্তার পাশ থেকে কেটে ফেলেছে যা মানুষের জন্য কষ্টের কারণ ছিল।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৯১৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মাত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: অর্থাৎ ওই গাছটি কাটাযুক্ত ছিল অথবা কাটা বিহীন ছিল সেটার গোড়া রাস্তার কিনারায় ছিল কিন্তু শাখা-প্রশাখা সমূহ রাস্তার উপর চলে এসেছিল। সে কষ্ট দূর করার জন্য সেটাকে গোড়া থেকে কেটে দিলেন। যাতে ভবিষ্যতে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে না পড়ে। যদি সেই গাছটি তার নিজের মালিকানাধীন হয় বা আত্মীয়-স্বজনের হয় তখন সেটা কেটে ফেলাতে এবং সেটার লাকড়ি ঘরে নিয়ে যাওয়াতে কোন প্রশ্ন সৃষ্টি হবে না এবং যদি অন্য কারও মালিকানা থাকে তখন সে শুধুমাত্র কষ্ট দূর করার জন্য কাটতে পারবে। তবে সেটার লাকড়ির উপর তার কর্তৃত্ব থাকবে না। এই অবস্থায় এই হাদিস থেকে কয়েকটি মাসআলা বের হবে যে, কষ্ট দানকারী বস্তুকে শেষ করে দেয়া জায়িয যদিও অন্যের মালিকানায় থাকুক না কেন। পাগলা কুকুর যা অপরের পালিত, চার্কস থেকে পালিয়ে আসা বাঘ, সাপুড়ের কাছ থেকে ছুটে আসা সাপ মারা যাবে, রাস্তার মধ্যে খনন করা গর্ত ভরাট করে দেয়া যাবে সেটার ক্ষেত্রে মালিকের অনুমতির প্রয়োজন নেই। হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে জান্নাতে অথবা শবে মেরাজে দেখেছেন অথবা নামাযে কুসুফ (অর্থাৎ সূর্য গ্রহনের সময় পড়া নামায অবস্থায়) যখন তার নিকট জান্নাতে পেশ করা হয়েছে অথবা সাধারণ অবস্থায়। (মিরআতুল মানাজীহ, ৩/১০১)

কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা সদকা

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া সদকা। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, ২/৩০৬, হাদিস: ২৯৮৯)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসি্র হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: অর্থাৎ রাস্তা থেকে কাটা, হাড়, কংকর, পাথর, দূর্গন্ধময় বস্তু মোটকথা যার দ্বারা কোন মুসলমান পথিকের কষ্ট পাওয়ার আশংকা হয় সেটা সরিয়ে দেয়াও সাওয়াবের কাজ যার উপর সদকার সাওয়াব আরও যুক্ত হলে শোকরিয়া। (মিরআতুল মানাজীহ, ৩/৯৭)

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান আলী বিন খালফ বাত্তাল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া কিভাবে সদকা হয়? তখন সেটার উত্তর হল এই যে, সদকার অর্থ হল যার উপর সদকা করা হয় তার উপকার হওয়া। রাস্তা থেকে কয়ষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া মানে মুসলমান ভাইকে ওই কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে অপসারণকারী তার ভাইয়ের উপর সেই কষ্টের হেফাযতের সদকা করে থাকে এজন্য ওই কাজের উপর তার সদকার সাওয়াব অর্জিত হয়। অথবা এরকম যেমনটি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন মন্দ থেকে বিরত থাকাকে সেটাকে তার জন্য সদকা বলে আখ্যায়িত করেছেন। কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া এবং এরকম আরো অন্যান্য আমলের মধ্যে এই বিষয়ের প্রতি উৎসাহ রয়েছে যে, বেশি বেশি করে নেক কাজ করুন এবং কোন নেকীকে ছোট মনে করবেন না। (শরহে ইবনে বাত্তাল, কিতাবুল মাজালিম, ৬/৫৯১)

তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: একজন ব্যক্তি গাছের একটি শাখা

www.dawateislami.net

দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন যা রাস্তার উপর পড়েছিল। তিনি বললেন, এটাকে মুসলমানদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দাও যাতে এটি তাদেরকে কষ্ট না দেয়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো।

(মুসলিম কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৯১৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: ওই শাখাটি হয়তো কাটাযুক্ত ছিল যার কাটা মানুষের শরীরে ঢুকে যাওয়ার আশংকা ছিল আর যদি কাটাহীন ছিল তখন এত মোটা ছিল যার সাথে পথিকরা আঘাত প্রাপ্ত হতেন। এই হাদিস দ্বারা ইংগিতসূচক বুঝা যাচ্ছে যে, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়ার মধ্যে মুসলমানদের সেবা করার নিয়্যত থাকতে হবে। কাফেরের নিয়্যত থাকলে হবে না। এখানে মিরকাতের মধ্য বলা হয়েছে যে, ওই ব্যক্তিটি সরানোর নিয়্যত করেছিল সেই নিয়্যতের কারণেই তাকে ক্ষমা করা হয়েছে কেননা নেকীর নিয়্যত করাও নেকী এবং হয়তো সে সেটা সরিয়েও দিয়েছিল যেটা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। (মিরআতুল মানাজীহ, ৩/১০১)

রাস্তার কাটা সরানোটা তাকে ক্ষমা করিয়ে দিয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আবু মনসুর বিন যাকারিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নেককার ও পরহেজগার লোক ছিলেন। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল তখন তিনি অনেক কান্না করছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হল: হযরত আপনি মৃত্যুর সময় কেন কান্না করছেন? তিনি বললেন: আমাকে এমন রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হবে যেই রাস্তার উপর দিয়ে আমি কখনো

www.dawateislami.net

চলাফেরা করি নাই। তার ইন্তেকালের পরে তার মৃত্যুর চতুর্থ দিন তার ছেলে তার সম্মানিত পিতাকে স্বপ্নে দেকে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি ধরনের আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: হে আমার ছেলে! ঘটনা তোমাদের ধারণার চেয়েও বিপজ্জনক হয়েছে, আমি সবচেয়ে বেশি ইনসাফকারীর দরবারে উপস্থিত হয়েছি, আমি কয়েকজন ঝগড়াকারীকে কথাবার্তা বলতে দেখেছি, আমার পালনকর্তা আমাকে বললেন: হে আবু মনসুর! তোমার বয়স ৭০ বৎসর হয়েছে আজকে তুমি কি নিয়ে এসেছ? আমি আরয করলাম: হে আমার পালনকর্তা! ৩০ বার হজ্ব করেছি। আল্লাহ পাক বললেন: আমি তা কবুল করি নাই। আমি আরয করলাম: হে আমার পালনকর্তা! আমি ৪০ হাজার দিরহাম নিজের হাতে দান করেছি। আল্লাহ পাক বললেন: আমি তাও কবুল করি নাই। আমি আরয করলাম: হে আমার পালনকর্তা! আমি ৬০ বৎসর দিনের বেলায় রোজা রেখেছি এবং রাতের বেলায় ইবাদত করেছি। আল্লাহ পাক বললেন: আমি তোমার এই ইবাদতও কবুল করি নাই। আমি আরয করলাম: হে আমার পালনকর্তা! আমি ৪০ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আল্লাহ পাক বললেন: সেগুলোও কবুল করা হয়নি। তখন আমি বললাম, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। এতটুকুর মধ্যে আল্লাহ পাক বললেন: এটি আমার শানের জন্য উপযুক্ত নয় যে, আমি তোমার মত মানুষকে শাস্তি দিব। তোমার মনে আছে! একবার তুমি ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও যাচ্ছিলে যে, তুমি রাস্তার মধ্যে একটি কাটা দেখেছিলে এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট থেকে নিরাপদ করার জন্য সেই কাটা রাস্তা থেকে

সরিয়ে দিয়েছিলে। আমি তোমার সেই আমলের কারণে তোমার উপর দয়া করলাম এবং নিশ্চয়ই আমি উত্তম আমল কারীদের সাওয়াব নষ্ট করি না।

এই ঘটনাটি উল্লেখ করার পর শায়খ ইসমাঈল হাক্কী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছেন: এর দ্বারা জানা গেল যেখানে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা রহমত এবং মাগফিরাতের মাধ্যম সেহেতু মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা, বিশেষকরে নিজের পরিবারবর্গ থেকে কষ্ট দূর করাটা কাল কিয়ামতের ময়দানে সবচেয়ে বেশি উপকার দিবে। মুসলমান হল সে যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে উপকার দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুক এবং কষ্ট দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত না করুক। (রুহুল বয়ান, ২/২৯৮)

রেযায়ে খাস্তা! জুশে বাহরে ইসিয়া ছে না গাবরানা
কভী তো হাত আজায়ে গা দামান উনকী রহমত

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের প্রিয় কে?

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলীশান বাণী: اَلۡخَلۡقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ مَنۡ أَحۡسَنَ إِلَى عِيَالِهِ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ পাকের পরিবার সদৃশ, তাই মানুষদের মধ্যে আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় হল ওই ব্যক্তি যে তার পরিবারের সাথে ভাল আচরণ করে। (আল মুজামুল আউসাত, ৪/১৫৩ হাদিস: ৫৫৪১)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন: পরিবার অর্থ হল লালিত-পালিত লোক, বেশি উপযুক্ত। সন্তান ও বাচ্চাদেরকে এজন্য পরিবার বলা হয় যে, তারা ঘরের মালিকের দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক সকলের রিযিকদাতা, সৃষ্টি হল তার রিযিক প্রাপ্ত, তাই তাদেরকে পরিবার বলা হয় অর্থাৎ লালিত-পালিত। তোমরা ওই মানুষের উপর বেশি খুশি হয়ে থাক যে তোমাদের সেবক-সেবিকা ও সন্তান সন্তুতিদের সাথে ভাল আচরণ করে কেননা তারা তোমাদের লালিত-পালিত অনুরুপভাবে যে কেউ আল্লাহর সৃষ্টির সাথে উত্তম আচরণ করবে তো আল্লাহ পাক তার উপর খুশি হন।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৮২)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: পরিবার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সৃষ্টি আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী যেহেতু আল্লাহ পাক তাদের অভাব পূরণ করেন। তিনি আরও বলেন: সৃষ্টিকে আল্লাহ পাকের পরিবার বলাটা রুপক অর্থে যেহেতু আল্লাহ পাক বান্দার রিযিকের যামিনদার এবং কফিল সেহেতু সৃষ্টি পরিবারের মত হয়ে গেল। উত্তম আচরণের মধ্যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হিদায়ত দেয়া, সৎ পথ দেখানো, শিক্ষা দেয়া, দয়া করা, অনুগ্রহ করা, এদের জন্য খরচ করা ইত্যাদি ধর্মিয় এবং দুনিয়াবী সৎ কাজেরও অন্তর্ভুক্ত। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও তাঁর উম্মতের উপর কারো দয়া করাটা ভাল লাগে। এই হাদিসের মধ্যে সৃষ্টির অভাব পূরণ করা ও জ্ঞান, সম্পদ, ইজ্জত, জায়িয সুপারিশ ইত্যাদি যেটাই সহজ মনে হয় এসবের দ্বারা উপকার করার ফযিলত রয়েছে।

(ফয়জুল ক্বদীর, হারফুল খা ৩/৬৭৪, হাদিসের পাদটীকা: ৪১৩৫)

ভেজাল টাকা নষ্ট করে দিতেন

হযরত সায়্যিদুনা সালেহ দাহহান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন যায়েদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট কোন ভেজাল দিরহাম আসলে তখন তিনি তা ছিড়ে টুকরো করে ফেলে দিতেন যেন সেটার মাধ্যমে কোন মুসলমানকে ধোকা দিতে না পারে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, জাবের বিন যায়েদ ৩/১০৪, নং: ৩৩৩৮)

মানুষকে নিজের অনিষ্টতা থেকে বাচাও

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কোন আমলটি সবচেয়ে বেশি ফযিলত পূর্ণ? তিনি বললেন: আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ পাকের রাস্তায় যুদ্ধ করা। আমি আরয করলাম: কোন ধরনের গোলাম আজাদ করা বেশি উত্তম? তিনি বললেন: যার মূল্য বেশি এবং যে মালিকের নিকট বেশি পছন্দনীয়। আমি আরয করলাম: যদি এটা করতে না পারি? তিনি বললেন যে, কোন কারিগরকে সাহায্য করা অথবা কোন অদক্ষ লোককে কাজ গুছিয়ে দাও। আমি আরয করলাম যদি এটাও না পারি? তিনি বললেন, মানুষদেরকে নিজের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখ কেননা এটাও একটি সদকা যা তুমি নিজের প্রাণের জন্য দিবে। (বুখারী, কিতাবুল ইতক, ২/১৫০ হাদিস: ২৫১৮)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ চেষ্টা করো যেন তোমার দ্বারা কারো কোন ক্ষতি না হয়। (মিরআতুল মানাজীহ, ৫/১৮১)

www.dawateislami.net

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদিসে পাকের এই অংশ "মানুষকে নিজের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখো" এর ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রেফারেন্সে বলেন: মানুষকে নিজের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে ওই অবস্থায় সাওয়াব পাওয়া যাবে যখন নিয়্যত ও ইচ্ছা করা হবে আর যদি মানুষদেরকে নিজের ক্ষতি থেকে বাঁচানো বে-খেয়ালি ও উদাসিনতার মাধ্যমে হয় তখন সেই অবস্থায় সাওয়াব পাওয়া যাবে না। (ফাতহুল বারী, কিতাবুল ইতক, ৬/১২৭, হাদিসের পাদটীকা: ২৫১৮)

ফিকহে আকবর কী?

হযরত সায়্যিদুনা জারীর বিন ওসমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার পিতার সাথে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর পিতার নিকট হযরত সায়্যিদুনা জারীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর বললেন, একে ফিকহে আকবরের শিক্ষা দাও। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: ফিকহে আবকর কী? তিনি বললেন: অল্পতুষ্টি অবলম্বন করা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া। (তারিখুল খুলাফা, ওমর বিন আব্দুল আযিয, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

কবরের কষ্ট থেকে বাঁচার ব্যবস্থাপত্র

হযরত সায়্যিদুনা আবু কাহিল কাইস বিন আয়িয আহমসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: হে আবু কাহিল! যারা মানুষদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত রইলো আল্লাহ পাকের উপর হক হলো তাদেরকে কবরের কষ্ট থেকে রক্ষা করা। (আল মু'জামুল কবীর ১৮/৩৬১, পৃষ্ঠা ৯২৮)

www.dawateislami.net

সাপ লেপটে না মেরে লাশে ছে - কবর মে কুছ না দে সাজা ইয়া রব

(ওসায়িলে বখশীশ, ৮০ পৃ:)

ছাত্রদেরকে কষ্ট দেন নি

আজমীর শরীফে পাঠদান করার সময় সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছোট শাহজাদা যিনি হযরতের সাথে অনেকটা সাদৃশ্য রাখতেন এবং তিনিও তাঁকে অনেক মুহাব্বত করতেন তার ইন্তেকাল হল। সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘর এবং ছাত্রদের নিকট এই দূর্ঘটনার খবর অনেক দেরীতে পৌঁছেছে। যখন পৌঁছল তখন ছদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শাহাজাদার দাফন-কাফন থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছিলেন। ছাত্ররা বললেন: হুযুর! আমাদেরকে খবর দেননি কেন? তিনি বললেন: আমার মনে হয়েছে যে, গরমের সময় আপনাদের কষ্ট হবে তাই দাফন করে দিলাম। (মাহনামা আশারাফিয়া, সদরুশ শরীয়া নম্বর, ১৩ পৃষ্ঠা)

কারো মনে কষ্ট দিও না

মুফতি আযম হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩ই এপ্রিল ১৯৭৪ খ্রি: বুধবার "জাকের নগর জামশেদপুর" কারো ঘরে অবস্থান করছিলেন, রাতে মাহফিল থাকার কারণে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল, ফজরের পূর্বে খুব অল্প সময় পেয়েছিলেন আরাম করার জন্য, এজন্য ফজরের নামাযের পরে অযিফা শেষ করে চোখে সুরমা দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমাতে চেয়েছিলেন। ওই সময় যত মানুষ উপস্থিত ছিল তাদেরকে কোন একজন লোক সরিয়ে দিতে লাগলেন। এক্ষেত্রে

তিনি বললেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে নাও, সম্ভবত তাদের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। তিনি তাদেরকে সরিয়ে দেয়াটা পছন্দ করলেন না, কেননা তিনি তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করাটাকে নিজের আরাম করার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এই আমলটি তার সব সময় ছিল যে, তিনি সমস্ত উপস্থিত লোকদের প্রয়োজনীয়তা সমূহ পূরণ করার পর ঘুমানোর এবং আরাম করার চেষ্টা করতেন, হ্যাঁ যদি মানুষেরা নিজেরা খেয়াল করে উঠে চলে যান তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। সরে যান! হুযুরকে আরাম করতে দিন" এই ধরণের বাক্য দ্বারা তিনি অসন্তুষ্ট হতেন যাতে কারো অন্তরে কষ্ট না পায় অথবা কারো কোন প্রয়োজনীয়তা থেকে না যায়। মোটকথা সৃষ্টির যেন কোন প্রয়োজনীয়তা থেকে না যায় যা বর্তমানে সময়ে কল্পনাও করা অসম্ভব। এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ অলি-আউলিয়াদের শান ও চরিত্রের একটি উচ্চ ধরনের দৃষ্টান্ত। (জাহানে মুফতীয়ে আযম, ৯০৩ পৃষ্ঠা)

কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়ার জন্য শপথ করলে তখন কি করবে?

যদি কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়ার জন্য শপথ করে তখন তা পূরণ করা গুনাহ। এই শপথের কারণে কাফফারা দিতে হবে। যেমন, বুখারী শরীফে রয়েছে, রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বাণী: যদি কোন ব্যক্তি তার পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত কাউকে কষ্ট দেয়ার জন্য এবং ক্ষতি করার জন্য শপথ করে তবে আল্লাহর শপথ তার ক্ষতি করা এবং এই শপথ পূরণ করাটা আল্লাহ পাকের নিকট

www.dawateislami.net

অধিক গুনাহ এবং ওই শপথের কারণে কাফফারা দিবে যা আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (বুখারী, ৪/২৮১ হাদিস: ৬৬২৫, ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩/৫৪৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: অর্থাৎ যেই ব্যক্তি তার ঘরের সদস্যদের মধ্যে থেকে কারো হক নষ্ট করার জন্য শপথ করে উদাহরণ স্বরুপ এভাবে যে, আমি আমার মায়ের সেবা করব না অথবা মা-বাবার সাথে কথা বলব না। এই ধরনের শপথ পূরণ করা গুনাহ, তার উপর ওয়াজিব হলো এই ধরনের শপথ ভঙ্গ করা এবং ঘরের সদস্যদের হক আদায় করা। মনে রাখবেন! এখানে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, এই শপথ পূরণ না করাও গুনাহ কিন্তু পূরণ করা অধিক গুনাহ। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এই ধরনের শপথ পূরণ করা বড় গুনাহ, শপথ পূরণ না করা সাওয়াব, যদিও আল্লাহ পাকের নামের সাথে বিয়াদবিমূলক শপথ ভঙ্গ করতে হয় এজন্য তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হয়ে থাকে তবে এখানে শপথ ভঙ্গ না করার অধিক গুনাহের কারণ হবে। (মিরআতুল মানাজীহ, ৫/১৯৮ সারসংক্ষেপ)

কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে সাওয়াব অর্জন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেখানে অন্যকে কষ্ট না দেয়া সাওয়াবের কাজ অনুরুপভাবে তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করাও সাওয়াবের মাধ্যম। অতএব হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: ওই মুমিন যে মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকে এবং তাদের

পক্ষ কষ্ট পাওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করে তার সাওয়াব ওই মুমিনের চেয়ে বেশি, যে মানুষের সাথে মিলে-মিশে থাকে না এবং তাদের পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে না।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, বাবুছ ছবর আলা বালা, ৪/৩৭৫ হাদিস: ৪০৩২)

হে সবর তো খযানায়ে ফিরদাউস ভাইও!
আশেক কে লব পে শেকওয়াহ কভী ভী না আ-সাকে

(ওসায়িলে বখশীশ, ৪১২ পৃষ্ঠা)

মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর আবেদন ও আল্লাহ পাকের ঘোষণা

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! মানুষের মুখকে আমাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত রাখো। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: যদি কারো জন্য এরকম করতাম তাহলে নিজের জন্য করতাম। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ৪/৪৫, নং: ৪৬৯৬)

স্ত্রীর খারাপ আচরণে ধৈর্যধারণ করা

হযরত সৈয়্যদ আহমদ কবির রেফায়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একজন মুরিদ যিনি কয়েক বার স্বপ্ন যুগে তাকে জান্নাতে দেখেছিলেন কিন্তু তিনি তার কাছে সেটা উল্লেখ করেনি। একদিন তার দরবারে উপস্থিত হলেন তখন দেখলেন তাঁর স্ত্রী তার সাথে অশুভ আচরণ করছে এবং দেখলেন যে, তিনি তাঁর এই অশুভ আচরণে চুপ ছিলেন। সেই মুরিদ এই অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে গেলেন এবং তার অন্যান্য সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললেন: এই স্ত্রী লোক হুযুরের উপর এত মন্দ আচরণ করবে আর

www.dawateislami.net

তোমরা চুপ থাকবে? কেউ একজন বলল: এর মোহরানা ৫০০ শত দিনার আর হুযুর ধনী নয়। সেই লোকটি ঘরে গেল এবং ৫০০ শত দিনার নিয়ে তাঁর নিকট পেশ করলেন। তিনি বললেন এসব কী? সে আরয করল: ওই স্ত্রীলোকের মোহরানা যিনি আপনার সাথে খারাপ আচরণ করে। তিনি মুচকি হেসে বললেন: যদি আমি তার খারাপ ভাষা এবং খারাপ আচরণের উপর ধৈর্যধারণ না করতাম তাহলে কি তুমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেতে। (ফয়যানে সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী, ১৯ পৃষ্ঠা)

কষ্ট দানকারীকে কষ্ট দেয়া

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট ফাতাওয়ায়ে রযবীয়ার মধ্যে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। আলিমে দ্বীনগণ এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, এক ব্যক্তি যায়েদকে কষ্ট দিচ্ছে এবং সে কষ্ট দেয়ার জন্য প্রস্তুত, প্রত্যেক পদ্ধতিতে তাবিয, যাদু ইত্যাদির মাধ্যমে যায়েদ কিন্তু এখনও পর্যন্ত চুপ রয়েছে এবং সমস্ত কষ্ট সহ্য করছে। এক দুইজন মানুষের মাধ্যমে জানতে পারল যে, তিনি এখন প্রাণ নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, মূল সমস্যা হলো যায়েদের ঘর, শত্রু বলছে এই জায়গা আমার হয়ে যাক আর তার অন্তরের চাহিদাও সেটা যায়েদের নিজস্ব ঘর সে বিনা কারণে চাইছে। এখন যায়েদের কষ্ট সহ্য হচ্ছে না এখন যায়েদও এটা চাচ্ছে যে, আমি বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাকে কষ্ট সহ্য দিব, শরীয়ত কতটুকু পর্যন্ত হুকুম দিচ্ছে?

উত্তর দিলেন: কষ্টদানের নিয়্যতে কষ্ট দেয়া যাবে না, নিজে বাঁচার জন্য চেষ্টা করতে পারবে, যতক্ষণ না তার এই দৃঢ়তা আসবে না যে কষ্ট না দিলে নিজে বাঁচতে পারবে না তখন ওই সময় শুধুমাত্র

www.dawateislami.net

এতটুকু কথা বলতে পারবে যা দ্বারা নিজেকে বাঁচাতে পারবে এবং যেই কষ্ট সে তাকে দিয়েছে সেটা থেকে বাঁচতে না পারলে এতটুকু নিতে পারবে যেটা করলে সে বাঁচতে পারবে, আর যা কষ্ট দিয়েছে সেটার পরিবর্তে এতটুকুই করতে পারবে, এরচেয়ে বেশি করলে তা যুলুম হবে আর যদি ধৈর্যধারণ করে তবে অনেক উত্তম। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৪৯)

ইহসান কি?

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র বাণী: ইহসান এটা নয় যে তোমার উপর ইহসান তুমিও তার উপর ইহসান কর এটা তো তার অনুগ্রহের বিনিময় হয়ে যাবে। ইহসান হল এই যে, তোমার সাথে খারাপ আচরণ করে তো তুমি তার উপর ইহসান করো।

(তারিখে দামেস্ক, ঈসা ইবনে মরিয়ম, ৪৭/৪৩৬ পৃষ্ঠা)

ক্ষমা চেয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের দরবারের ফিরে আসুন, সঠিকভাবে তাওবা করুন এবং থামুন! বান্দার হক নষ্ট করার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা করলে যথেষ্ট হবে না। বান্দার যেসব হক সমূহ নষ্ট করেছেন তা আদায় করতে হবে উদাহারণ স্বরুপ আর্থিক হক তখন তার মাল ফিরিয়ে দিতে হবে, অন্তরে কষ্ট দিলে তা ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আজ পর্যন্ত যাদের সাথে ঠাট্টা করেছেন মন্দ উপাধি দ্বারা ডেকেছেন, বিদ্রুপ করেছেন অবজ্ঞা করেছেন, অন্তরে কষ্টদায়ক ভঙ্গিমা করেছেন, অন্তরে কষ্ট দানকারী দৃষ্টিতে তাকানো,

www.dawateislami.net

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা, ভয় দেখানো, গালি দিয়েছেন, গিবত করেছেন এবং সে জানতে পারল। ধমক দিয়েছেন, প্রহার করেছেন, অপমান করেছেন, মোটকথা কথা হল কোন ধরনের শরীয়তের অনুমতি ছাড়া কষ্ট দেয়ার কারণ হয়েছেন তাদের সকলের কাছ থেকে এক এক করে ক্ষমা চেয়ে নিবেন। যদি কোন লোকের ব্যাপারে এটা চিন্তা করে বিরত থাকেন যে, তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কারণে তার সামনে আমার "সম্মান ক্ষুন্ন" হয়ে যাবে। তখন নিজেই চিন্তা করুন! কিয়ামতের দিন যদি এই লোক আপনার নেকী নিয়ে তার গুনাহ আপনার মাথায় তুলে দেয় তখন কী করবেন? আল্লাহ পাকের শপথ! সত্যিকার্থে আপনার মর্যাদার স্তর তখন উড়ে যাবে! আফসোস! কোন বন্ধু-বান্ধব বা আপনজন সাহায্য করার মতো কেউ থাকবে না। দ্রুত করুন, নিজের পিতা-মাতার পায়ে পড়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনের সামনে হাত জোড় করে, নিজের অধীনস্থদের পায়ে ধরে, নিজ ইসলামী ভাই এবং বন্ধুদের থেকে কান্না করে করে আজই পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় ক্ষমা চেয়ে পরকালের সম্মান অর্জন করার চেষ্টা করুন।

বদমাশ তাওবা করেছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া সীমাহীন উপকারী। আপনি আপনার শহরে অনুষ্ঠিতব্য সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় অংশগ্রহণ করুন। এই ইজতেমার বরকতে অনেক প্রসিদ্ধ পথভ্রষ্ট মানুষের জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসেছে সেটার একটি ঝলক এই মাদানী বাহারে দেখে নিন! অতএব একজন আলিম

www.dawateislami.net

যিনি দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ তিনি বলেছেন, ১৯৯৫ সালে একজন লোক যার কমপক্ষে ১১টি ডাকাতির মামলা রয়েছে যার মধ্যে একটি হত্যা মামলাও ছিল এক বৎসর জেলখানায় ছিলেন। খাল বিভাগে চাকরি করতেন তার বেতন ছিল ৩,০০০ টাকা কিন্তু তিনি অবৈধভাবে উদাহারণ স্বরুপ গাছ বিক্রি করে, চোরা পানি দিয়ে ইত্যাদি করে মাসিক ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করতেন। তিনি বড় বড় মুচ রেখেছিলেন, যারা তাকে দেখতো তারা ভয় পেয়ে যেত। একদিন আমি তাকে ইনফিরাদি কৌশিশ করে দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতেমার দাওয়াত দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি আমার দাওয়াত কবুল করেন নাই। আমি হিম্মত হারাইনি ধারাবাহিকভাবে তাকে দাওয়াতে পেশ করতে রইলাম। অবশেষে কমপক্ষে দুই বৎসর পর তিনি দাওয়াত কবুল করলেন এবং তিনি অস্ত্র সহকারে ইজতেমায় অংশগ্রহন করেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার বয়ান ছিল যেটা জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে বয়ান ছিল। জাহান্নামের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে শুনে অধিক ঠান্ডার মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও বদমাশ ঘামে ভিজে গিয়েছিল, ইজতেমার পর সে কান্না করছিল এবং বলতেছিল হায়! আমার কী হবে! আমি অনেক গুনাহ করে ফেলেছি। অতঃপর সে তিনদিন জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় ছিল, তার কাছে গুনাহের কঠোরতা অনুভব হল, সে তাওবা করল এবং নামাযও পড়তে লাগল। দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারও আবার তার ইজতিমায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং জান্নাতের আলোচ্য বিষয়ের উপর বয়ান শুনে তার প্রভাব চলে আসল। এমনকি তিনি দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন। তিনি ঘর থেকে টিভি

বের করে দিলেন (কেননা এর মধ্যে শুধুমাত্র গুনাহপূর্ণ চ্যানেল সমূহ দেখা হত, “মাদানী চ্যানেল” তখন শুরু হয়নি) দাঁড়ি এবং মাথায় সবুজ পাগড়ী সাজানোর সৌভাগ্যও অর্জন করল। এই বর্ণনাগুলো দেয়ার সময় তিনি দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে সাংগঠনিকভাবে খুদ্দামুল মাসাজিদ বিভাগের দায়িত্বে আশীন ছিলেন।

(নেকীর দাওয়াত, ১৮১ পৃষ্ঠা)

আগার চোর ডাকু ভী আজায়েগী তো
সুধার জায়েনগে গর মিলা মাদানী মাহুল
গুনাহগারো আউ, সিয়া কারো আউ
গুনাহো কো দেগা ছুড়া মাদানী মাহুল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাবের নাম	লেখক	প্রকাশনা
তরজুমায়ে কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা, ওফাত ১৩৪০ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
তাফসীরে কবীর	ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হোসাইন রাযী, ওফাত ৬০৬ হি:	দারু ইহইয়াউত তুরাছুল আরবি, বৈরুত ১৪২০ হি:
আল জামেউল আহকামুল কুরআন	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল আনসারী আল কুরতুবী, ওফাত ৬৭১ হি:	দারুল ফিকির, বৈরুত
তাফসীরে খাযিন	আলা উদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী, ওফাত ৭৪১ হি:	আকোড়া খটক নুশহরা
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল মুফতি নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, ওফাত ১৩৬৭ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদিনা করাচি
তাফসীরে হাসান বসরী	ইমাম হাসান বিন আব্দুল্লাহ বসরী, ওফাত ১১০ হি:	বাবুল মদিনা করাচি
সহীহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯ হি:
সহীহ মুসলিম	ইমাম আবু হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী, ওফাত ২৬১ হি:	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হি:
সুনানুত তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, ওফাত ২৭৯ হি:	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হি:
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশয়াছ সিজিস্তানী, ওফাত: ২৭৫ হি:	দারু ইহইয়াউত তুরাছ, বৈরুত ১৪২১ হি:
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হি:	দারুল মা'রিফাত, বৈরুত ১৪২০ হি:
আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হি:	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হি:
সুনানে নাসায়ী	ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন শোয়াইব নাসায়ী, ওফাত ৩০৩ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৬ হি:
সুনানুল কুবরা	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১১২৪ হি:

কিতাবের নাম	লেখক	প্রকাশনা
আল মু'জামুল কবীর	ইমাম আবুল কাসিম সুলায়মান বিন আহমদ ত্বাবারানী, ওফাত ৩৬০ হি:	দারে ইহইয়াউত তুরাছ, বৈরুত ১৪২২ হি:
আল মু'জামুল আউসাত	ইমাম আবুল কাসিম সুলায়মান বিন আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২০ হি:
মুস্তাদরাক	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, ওফাত ৪০৫ হি:	দারুল মারিফাত, বৈরুত ১৪১৮ হি:
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪২১ হি:
জামউল জাওয়ামি	ইমাম জালালউদ্দীন বিন আবি বকর সুয়ুতী, ওফাত ৯১১ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া ১৪২১ হি:
ফিরদাউসুল আখবার	আল হাফিয শাইরুবিয়া শহরদ্বার বিন শাহরবিয়া আদ দাইলামী, ওফাত ৫০৯ হি:	দারুফ ফিকির, বৈরুত ১৪১৮ হি:
শরহুস সুন্নাহ	ইমাম আবু মুহাম্মদ হোসাইন বিন মাসউদ বাগভী, ওফাত ৫১৬ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৪ হি:
আল ইহসান বিতারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান	আল্লামা আমীর আলা উদ্দীন আলী বিন বলবান ফার্সী, ওফাত ৭৩৯ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৭ হি:
নাওদিরুল উসুল	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান হাকিম তিরমিযী, ওফাত ৩২০ হি:	মাকতাবাতে ইমাম বুখারী, মিশর ১৪২৯ হি:
তারিখে মদীনা দামেস্ক	আল্লামা আলী বিন হাসান আলী মারুফ বিইবনে আসাকির, ওফাত ৫৭১ হি:	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৫ হি:
মিশকাতুল মাসাবীহ	আল্লামা অলি উদ্দিন তিবরিযি, ওফাত ৭৪২ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২৪ হি:
জামেউল আহাদিস	ইমাম জালাল উদ্দিন আব্দুর রহমান সুয়ূতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হি:	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হি:
কানযুল উম্মাল	ইমাম আলী মুত্তাকী বিন হুসামুদ্দীন হিন্দী, ওফাত ৯৭৫ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯ হি:

www.dawateislami.net

কিতাবের নাম	লেখক	প্রকাশনা
হিলইয়াতুল আউলিয়া	ইমাম আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ইস্পাহানী শাফেয়ী, ওফাত ৪৩০ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯ হি:
আততারগীব ওয়াত তারহীব	যাকী উদ্দীন আব্দুল আযিম বিন আব্দুল ক্বভী মানযারী, ওফাত ৬৫৬ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮ হি:
আন নেহায়া ফি গরীবিল হাদিস ওয়াল আছার	আল ইমাম মাজদুদ্দীন আল মোবারক বিন মুহাম্মদ আল জাজুরী, ওফাত ৬০৬ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ২০১১ হি:
ওমদাতুল ক্বারী	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী, ওফাত ৮৫৫ হি:	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৮ হি:
ফাতহুল বারী	ইমাম হাফিয আহমদ বিন আলী বিন হাজার আস্কালানী, ওফাত ৮৫২ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২০ হি:
নুযহাতুল ক্বারী	আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী, ওফাত: ১৪২০ হি:	ফরিদ বুক স্টল, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
শরহে ইবনে বাত্তাল	আবুল হাসান আলী বিন খালক বিন আব্দুল মালিক, ওফাত: ৪৪৯ হি:	মাকতাবাতুর রশীদ আর রিয়াদ ১৪২০ হি:
শরহে মুসলিম	ইমাম মহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারফ আল নববী, ওফাত ৬৭৬ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪০১ হি:
শরহে আবু দাউদ	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী, ওফাত ৭৫৫ হি:	মাকতাবাতুর রশীদ রিয়াদ ১৩২০ হি:
মিরকাতুল মাফাতীহ	আল্লামা আলী বিন সুলতান ক্বারী, ওফাত ১৪০১ হি:	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হি:
আত তাইমির বি শরহে জামেউস সগীর	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী, ওফাত ১০৩১ হি:	মাকতাবাতুল ইমাম আশ শাফেয়ী রিয়াদ ১৪০৮ হি:
ফয়যুল কাদির	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী, ওফাত ১০৩১ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২২ হি:
আশিয়াতুল লুমআত	শায়খে মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, ওফাত ১০৫২	কুয়েটা

কিতাবের নাম	লেখক	প্রকাশনা
মিরআতুল মানাজীহ	হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী ১৩৯১ হি:	জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
সিয়ারু আলামিন নুবালা	শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী, ওফাত ৭৪৮ হি:	দারুল ফিকির বৈরুত ৭৪৮ হি:
আততাবকাতুল কুবরা	মুহাম্মদ বিন সাদ আল হাশেমী আল বসরী আল মারুফ বি ইবনে সাদ, ওফাত ২৩০ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া ১৪১৮ হি:
আল ক্বামেল ফি দুয়াফায়ির রিজাল	ইমাম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ বিন আদী জুরজানী ওফাত ৩৫০ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া ১৪১৮ হি:
মাক্বারিমুল আখলাক	আল হাফিয সুলায়মান বিন আহমদ তাবারানী, ওফাত ৩৬০ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২২ হি:
দালায়িলুন নবুয়ত	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২৩ হি:
সিরাতে ইবনে জাওযী	আবুল ফরজ আব্দুর রহমান বিন জাওযী, ওফাত ৫৯৭ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪০৪ হি:
সিরাতে ইবনে আব্দুল হিকম	আবু মুহাম্মদ বিন আব্দুল হিকম, ওফাত ২১৪ হি:	মাকতাবাতু ওয়াহবা
আয যাওয়াজির	আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজার মাক্বী হায়তামী, ওফাত ৯৭৪ হি:	দা্রুল মারিফাত বৈরুত ১৪১৯ হি:
তারিখে বাগদাদ	হাফিয আবু বকর আলী বিন আহমদ খতিব বাগদাদী ওফাত ৪৬৩ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৭ হি:
তারিখে মদিনাতুল মুনাওয়ারা	আবু যায়েদ ওমর বিন শুব্বাহুন নাইমিরী আল বসরী ওফাত ২৬৫	দারুল ফিকির ১৪১০ হি:
শরহুস সুদূর	ইমাম জালাল উদ্দীন বিন আবু বকর সুয়ূতী, ওফাত ৯১১ হি:	মারকাযে আহলে সুন্নাত বারাকাতে রেযা হিন্দ
তারিখুল খোলাফা	ইমাম জালাল উদ্দীন বিন আবু বকর সুয়ূতী, ওফাত ৯১১ হি:	বাবুল মদীনা করাচি
আল মুনহিয়্যাত	ইমাম হাফিয আহমদ বিন আলী বিন হাজার আস্কালানী ওফাত ৮৫২ হি:	পেশাওয়ার

www.dawateislami.net

কিতাবের নাম	লেখক	প্রকাশনা
আল মুনহিয়্যাত	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী মাক্কী, ওফাত ২৫৫ হি:	মাকতাবাতুল কুরআন, মিশর
কুতুল কুলুব	শায়খ আবু তালেব মুহাম্মদ বিন আলী মাক্কী, ওফাত ৩৮৬ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত
আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান	আল্লামা বদরুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ শিবলী, ওফাত ৭৬৯ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত
কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইমাম আবু আহমদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী শাফেয়ী, ওফাত ৫০৫ হি:	ইন্তিশারাতে গঞ্জীনা তেহরান ১৩৭৯ হি:
মুখতাসার মিনহাজুল ক্বাছীদীন	আল ইমাম আশ শায়খ আহমদ বিন আব্দুর রহমান বিন কুদামা আল মুকাদ্দসী, ওফাত ৬৮২ হি:	মাকতাবাতুল দারুল বয়ান ১৩৯৮ হি:
তানবীহুল মুগতাররীন	আবুল মাওয়াহিব আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ আল মারুফ বিশ শা'রানী, ওফাত ৯৭৩ হি:	দারুল মারিফাত বৈরুত ১৪২৫ হি:
আল রিসাতুল কুশাইরিয়া	ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল করীম বিন হাওয়াযিন কুশাইরী, ওফাত ৪৬৫ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৮ হি:
আল ইবরিয	আহমদ বিন আল মোবারক মাগরিবী, ওফাত ১১৫৫ হি:	মাওয়াফিক ওয়াজারাতিল আলামিস সুরিয়া ১৪০৪ হি:
রাউজুর রায়্যাহীন	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আসআদ আল ইয়াফী, ওফাত ৭৬৮ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২১ হি:
আল মিনানুল কুবরা	আবুল মাওয়াহিব আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ আল মারুফ বিশ শা'রানী, ওফাত ৯৭৩ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ২০০৫ হি:
হায়াতুল হায়ওয়ানিল কুবরা	কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বিন মূসা দামিরী, ওফাত ৮০৮ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৫ হি:
ইয়াইয়াউল উলুম	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী শাফেয়ী, ওফাত ৫০৫ হি:	দারু সাদির বৈরুত

কিতাবের নাম	লেখক	প্রকাশনা
ইত্তিহাফুস সাআদাতীল মুত্তাকীন	সৈয়্যদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হোসাইনী জুবায়দী, ওফাত ১২০৫ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত
আল মুস্তাতরাফ	শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবী আহমদ আবীল ফাতাহ, ওফাত ৮৫০ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪০৬ হি:
আল আমরু বিল মারুফ ওয়ান নেহী আনিল মুনকার	আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মদ হারুন আল খেলাল, ওফাত ৩১১ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪০৬ হি
আল হিদায়া	বুরহান উদ্দীন আলী বিন আবী বকর মুরগিনানী, ওফাত ৫৯৩ হি:	দারু ইহইয়াউত তুরাছুল আরবি বৈরুত
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া	আল্লামা হুম্মাম মাওলানা শায়খ নিজাম, ওফাত ১১৬১ হি:	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪৩০ হি:
আল হাভী লিল ফাতাওয়া	জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী ওফাত ৯১১ হি:	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪২০ হি:
দুররুল মুখতার	মুহাম্মদ বিন আলী আল মারুফ বি আলা উদ্দীন হাছক্বাফী, ওফাত ১০৮৮ হি:	দারুল মারিফাত বৈরুত ১৪২০হি:
রদ্দুল মুখতার	মুহাম্মদ বিন আলী আল মারুফ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন শামী, ওফাত ১২৫২ হি:	দারুল মারিফাত বৈরুত ১৪২০ হি:
আল বাহরুর রায়িক	আল্লামা জইনুদ্দীন বিন নুজাইম, ওফাত ৯৭০ হি:	কুয়েটা ১৪২০ হি:
মারাকিউল ফালাহ	আশ শায়খ হাসান বিন আম্মার আশ শুরুম বুলালী আল হানাফী, ওফাত ১০৬৯ হি:	মূলতান, পাকিস্তান
আল মাদখাল	আল্লামা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্ব, ওফাত ৭৩৭ হি:	দারুল কুতুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৫ হি:
ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা, ওফাত ১৩৪০ হি:	রেযা ফাউন্ডেশন লাহোর ১৪১৮ হি:
বাহারে শরীয়ত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী, ওফাত ১৩৬৭ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা করাচি
আল মুনাক্বিব লিল মুয়াফফিক	আল মুয়াফফিক্ব বিন আহমদ আল মক্কী, ওফাত ৫৬৭ হি:	কুয়েটা পাকিস্তান

www.dawateislami.net

কিতাবের নাম	লেখক	প্রকাশনা
জাহানে মুফতিয়ে আযম	**আল্লামা মুহাম্মদ আহমদ মিসবাহী, আযমী আল্লামা আব্দুল মুবিন নোমানী মিসবাহী, মাওলানা মাকবুল আহমদ মালেক মিসবাহী**	রেযা একাডেমী মুম্বাই
সদরুশ শরীয়া নম্বর	মোবারক হোসাইন খান রযবী	আল জামেয়াতুল আশরাফিয়া আযম গড় ইউপি
বাহরুল উলুম নম্বর	মাওলানা হানিফ খান রযবী	ইমাম আহমদ রেযা একাডেমী ইউপি
জান্নাতী জেওর	শায়খুল হাদিস হযরত আল্লামা আব্দুল মোস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ।	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
বেহেশত কি কুঞ্জিয়া	শাইখুল হাদিস হযরত আল্লামা আব্দুল মোস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ।	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
আশকো কি বারসাত	আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
রাগের চিকিৎসা	আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
জিকির ওয়ালী নাত খাঁ	আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
ঘোড়ার আরোহী	আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
ফয়যানে সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
হুকুকুল ইবাদ কী এহতিয়াতী	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
তায়া'রুফে আমীরে আহলে সুন্নাত	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি
খওফে খোদা	আল মদিনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচি

www.dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه .

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৬১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net